

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

তথা

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্

ত্রিদিগ্গিগোস্থামিকুলমুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্য্য-

গৌরপার্বদপ্রবর-

শ্রীলপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্থামিপাদ-

বিরচিতম্

শ্রীমদ্রত্ন-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-পরমহংস-

পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্য্য ষ্টোত্ররশতশ্রী-

শ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্থামি-

নির্ম্মিত-সকলকুসিদ্ধান্ত-নিরাসপরাম্বয়-বদ্ধানুবাদ-

সমন্বিতশ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যোপেতম্



১নং উন্টাডিসি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠতঃ

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ-দেবশর্মাণা বন্দ্যোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতঞ্চ ।

---

---

Printed by  
ANANTA VASUDEB BRAHMACHARY, B.A.  
AT THE  
GAUDIYA PRINTING WORKS,  
*243/2, Upper Circular Road, CALCUTTA.*

---

---

# গ্রন্থকারের পরিচয়

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্যটনচ্ছলে ভক্তগণকে রূপা-বিতরণ করেন। উৎকল-প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী-সঙ্গমে, পরে বর্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের অনেক তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ‘চাতুর্মাস্ত’ আগত দেখিয়া দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথ-ক্ষেত্রে চারিমাস-কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের বাস। দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণের সদাচার-নিষ্ঠা—প্রবলা। দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমূহে যেখানে পারমার্থিক বৈষ্ণবের বাস, তথায় স্মার্ত-বিপ্রগণ কোনমতে বাস করিতে সুবিধা বোধ করেন না। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবলমাত্র শ্রীবৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাপ্রিত সদাচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস কাল অতি-বাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও কৃষ্ণকথা-প্রচার দ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময়ের ‘তীকুমলয়’, ‘ব্যোঙ্কট’ ও ‘গোপালগুরু’ নামক তিনটি ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রবংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারি চারি মাস কাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভ্রাতা ব্যোঙ্কটের পোগণ্ড বয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড়্-গোস্বামীর অত্যন্তম শ্রীগোপাল ভট্ট।

শ্রীসম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা-প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক-দয়া-গুণে এই ভট্ট-পরিবার শ্রীকৃষ্ণরসলাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতীকুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্যগত-প্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীব্যঙ্কটের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-  
গ্রন্থে মধ্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দের  
শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সংশ্লিষ্ট-প্রভাবে  
শ্রীব্যঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌড়ীয়ঠাকুরগণের আচার্য্যত্ব লাভ  
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান—অত্যন্ত  
উচ্চ। শ্রীকবিকর্ণপুর তৎকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীপ্রবোধানন্দ  
সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় ‘তুঙ্গবিদ্যা’ \* বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।  
শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রারম্ভে† লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রী  
প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল-ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীঘৃণাথ  
দাসকে সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’ রচনা করিয়াছেন।  
শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।

সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ।

তঁার প্রিয়, তঁাহা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥

পরম-বৈরাগ্য-স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম ।

মহাকবি, গীত-বাণ-নৃত্যে অল্পপম ॥

যাঁহার বাক্য শুনি’ সুখ বাড়য়ে সবার ।

প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার ॥

\* “তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা ।

সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্যানসরস্বতী ॥”

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৬৩ সংখ্যা

† ভক্তিবিলাসাংশিহুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য ।

গোপালভট্টঃ রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১ম বিঃ ২য় সংখ্যা

শ্রীমন্নহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয়-গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সঙ্কল্পপূর্বক শ্রীগৌরচরণাশ্রয়ে কালবিলম্ব না করিয়া মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন। শ্রীগোপাল-ভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজধামবাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদানুসরণ করিলেন।

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরানন্দের এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরভক্ত-পাঠকের প্রীতির জন্ত তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদন্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া নোদ হয়। গ্রন্থকার শ্রীযনশ্যাম শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বলেন,—

শ্রীগোপাল-ভট্টের এসব বিবরণ।

কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন ॥

না বুঝিয়া মন্ত ইথে কুতর্ক যে করে।

অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ॥

পরম-রসিক পূর্ব পূর্ব কবিগণ।

বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন ॥

রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।

বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে ॥

শ্রীগোপাল-ভট্ট হুঁষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।

গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা ॥

কেনে নিষেধিলা,—ইহা কে বুঝিতে পারে?

নিরন্তর অতিদীন মানেন আপনারে ॥

কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নায়ে লজ্জিবারে ॥

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত বাক্যাবলী হইতে

স্বকীয়বাদের পুষ্টি দেখা যায়, এজ্ঞ শ্রীকৃপাহুগ গৌরভক্তগণ পারকীয়-ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুর অধিক আলোচনা করেন না। বাহা হউক, শ্রীনরহরিদাসের গ্রায় নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্তমাত্রেই ভাগ্যবান, সুতরাং তাঁহার গ্রায় সকলে কুতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দের বিমল গৌরাহুগত্য ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পারকীয়-দাস্ত-মাধুরী নিরন্তর আশ্বাদন করুন।

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাবসমূহ—পরম পরিষ্কৃত ; ভাষার গাম্ভীৰ্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই শ্রীপ্রবোধানন্দের ‘শ্রীবৃন্দাবনশতক’ নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতিলাভ করেন। তদ্রচিত ‘শ্রীনবদ্বীপশতক’-গ্রন্থখানিও শ্রীবৃন্দাবনশতকের গ্রায়। শ্রীপ্রবোধানন্দের ‘শ্রীরাধাসুখানিধি’-কাব্যগ্রন্থখানি—জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ-পাঠে সাধারণ-কাব্যপ্রিয় পাঠকের তাদৃশ সুখানুভূতি না হইলেও উহা—শ্রীহরির-রস-স্বিঞ্চ নিষ্কপট ভক্তজনের পরম প্রিয়। রুচির তারতম্যে উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি ; এজ্ঞ পাঠকের স্কৃতির উপর ঐ লোকাতীত ব্রজরসমূলক ভাবগুলি কার্য্য করিবে। ‘বিবেক-শতক’ বলিয়া তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, অধ্যাপক অফ্রেতের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায় এবং বহরমপুরবাসী পরলোকগত রামদাস সেন মহাশয় ঐ গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হইরাছে। শ্রীগৌরবিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে স্ব-স্ব-চিত্তের নির্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরাহুগগণও ইহা পাঠ করিলে, পরমানন্দে অনির্বচনীয় সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন। শ্রীগোলোকপতি চারিমাংসকাল ধরিয়া যাহাদের সেব্য বিষয় হইয়া তুল ভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবমণ্ডলী তাঁহাদের অক্ষয় অমূল্য দ্রব্য-ভাণ্ডারের কিছু অংশ লাভ করিবার অবশ্যই প্রত্যাশা রাখে।

কেহ কেহ মায়াবাদী কাশী-বাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পা'ন ; আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । কারণ,—

প্রকাশানন্দ-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে একরূপ লিখিত আছে,—

“এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ।

ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব অনুর ॥

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি ।

গর্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥

গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর ।

বেদপ্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর ॥

হস্ত, পাদ, মুখ মোর নাহিক লোচন ।

বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন ॥

কাশীতে পড়ায় বেটা ‘প্রকাশানন্দ’ ।

সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

বাখানয়ে,—বেদ মোর বিগ্রহ না মানে ।

সর্বাস্ত্রে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ॥

সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র ।

অজভবআদি গায় বাঁহার চরিত্র ॥

পুণ্য পবিত্রতা পায় বে-অঙ্গ-পরশে ।

তাহা ‘মিথ্যা’ বলে বেটা কেমন সাহসে !”

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয় । শ্রীমন্তাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদকে দেখিতে পান । তাঁহারা—তৎকালে ‘শ্রী’-দাম্পত্যিক শ্রীমামুজীর বৈষ্ণব ; স্মতরাং বিশিষ্টাদৈতবাদী নিত্য

শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের দেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্তিত  
মায়াবাদের দেবকাগ্রণী । এই দুইব্যক্তিকে ‘এক’ করিবার চেষ্টা বা  
সাম্যপ্রয়াস—বাতুলতা-মাত্র ।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে  
এরূপ উল্লেখ আছে ; যথা—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ ।  
দন্ত কড়মড়ি করি’ বলয়ে বিশেষ ॥  
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে ।  
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥  
পড়ায় বেদান্ত, মোর ‘বিগ্রহ’ না মানে ।  
কুষ্ঠ করাষ্টলু’ অঙ্গে, তবু নাহি জানে ॥  
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে ।  
তাঁহা ‘মিথ্যা’ বলে বেটা কেমন সাহসে ?  
সত্য কহোঁ, মুরারি, আমার তুমি ‘দাস’ ।  
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যার নাশ ॥  
সত্য মোর লীলাকর্ম, সত্য মোর স্থান ।  
ইহা ‘মিথ্যা’ বলি’ মোরে করে খান খান ॥  
যে-যশঃ-শ্রবণে আজি অবিচ্ছা-বিনাশ ।  
পাপী অধ্যাপকে বলে,—‘মিথ্যা’ সে বিলাস ॥  
হেন পুণ্যকীর্তি প্রতি অনাদর যার ।  
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি-শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক  
নেতা আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী রামানুজীয়  
ত্রিদণ্ডি-জীয়ারস্বামী । প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর

প্রবোধানন্দ—কাম্যবনপ্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আর্য্যাবর্তবাসী, অপর জন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব—একজন নির্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাধৈত নবিশেষবাদী, পরে অচিন্ত্যত্বতাদ্বৈত-মতাস্থিত। একজন বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধার-লাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্য-সিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে ও আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি—মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় ‘শ্রী’-বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ, ঐতিহ্যসমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন-প্রবৃত্তি অল্পহুঃখের বিষয় নহে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈহ্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্টদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায়, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমান-কালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে, তাঁহাকে তদীয় প্রকটদশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত ভাবিকালে এই বিষমভ্রমময়ী চেষ্ठा উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্টগোস্বামিদ্বারা শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে সেরূপভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তিরত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে,—

তিরুমলয়, ব্যেক্ট, আর প্রবোধানন্দ ।  
 তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক এ তিন পর্বতে ।  
 রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥  
 তিরুমলয়, ব্যেক্ট, প্রবোধানন্দ তিনে ।  
 বিচারয়ে,—‘প্রভু বিনে রহিব কেমনে ?  
 মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে ?  
 কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে ?  
 চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায় ।  
 তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥  
 প্রভু তিন ভ্রাতায় করি’ আলিঙ্গন ।  
 কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন ॥  
 কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।  
 সর্বত্র হইল খ্যাতি যতি ‘সরস্বতী’ ॥  
 পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ।

তঁার প্রিয় তাঁ-বিনা স্বপনে নাহি আন ॥”

অধ্যাপকবর অফ্রেতের তালিকায় ‘শ্রীসঙ্গীতমাধব’-নামক একখানি  
 গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী-কৃত বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে । এই গ্রন্থ-  
 খানি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি । শ্রীসঙ্জনতোষিণী-পত্রিক! ১৮শ বর্ষ  
 ৫ম সংখ্যা হইতে ১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে ।

‘শ্রী’-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও ক্রমে  
 ‘একদণ্ড’ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না । তাঁহারা সকলেই ‘ত্রিদণ্ড’-সন্ন্যাস  
 গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়ার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন ।  
 শ্রীল প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কেহ কেহ  
 তাঁহাকে ‘ব্রাহ্মসন্ন্যাসী’ বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু বিশিষ্ট-প্রমাণাভাবে  
 উহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিপত্তি হয় ।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

## শ্লোক-সূচী

অ

শ্লোক	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
অকস্মাদেবাবির্ভবতি	১১০	৯৫
অকস্মাদেবৈতৎ	১১৫	১০০
অচৈতন্যমিদং	৩৭	৩২
অচৈতন্যমিদং	৯৫	৮১
অতিপুণ্যৈরতিশুকৃতৈঃ	১২৬	১১০
অস্তধ্বাস্তচয়ং	১৭	১৫
অস্তধ্বাস্তচয়ং	৭৫	৬৩
অপারম্ভ প্রেমোজ্জ্বল	৮৯	৭৬
অপারাবারঞ্চেৎ	২৩	২০
অপ্যগণ্যমহাপুণ্যং	৩১	২৭
অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে	৩৪	৩০
অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে	৩৫	৩১
অভিব্যক্তো যত্র	১৩৯	১২৩
অভূদ্ গেহে গেহে	১১৪	৯৯
অয়ে ন কুরু সাহসং	৮৩	৭০
অরে মূঢ়াঃ	৮০	৬৮
অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈঃ	৮৬	৭৩
অলঙ্কারঃ পঙ্কেকহ	৭১	৫৯

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মাদ ৪০ ৩৪

অশ্রুণাং কিমপি ১৩৫ ১১৯

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ৪১ ৩৫

অহো ন দুর্লভা ৯১ ৭৮\*

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈঃ ৪৪ ৩৮

আ

আচর্য্য ধন্যং ১৯

আনন্দলীলাময় বিগ্রহ ১০

আশা যন্ত ৮২

আস্তাং নাম মহান ৬৬ ৫৪

আস্তাং বৈরাগ্যকোটীঃ ২৬ ২৩

ই

ঈশং ভজন্ত ৫৯ ৪৯

উ

উচ্চৈরাফালয়ন্তঃ ১০ ৯

উৎসসর্প জগদেব ৪৮ ৪১

উদ্বৃকৃন্তি সমস্তশাস্ত্রং ১১৬ ১০০

উদামদামনকদাম ৬৯

উপাসতাং বা ২৭

ক

কদা শৌরে গৌরে ৬৮ ৫৬

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ ৭২ ৫৯

কলিন্দতনয়াতটে ৭৯ ৬৭

কান্ত্যা নিন্দিতকোটি ৭৪ ৬২

কালঃ কনিঃ ৪৯ ৪২

কাশীবাসীনপি ৯৯ ৮৪

কিং তাবদত ৮৭ ৭৫

কৃপাসিন্ধুঃ ১৫ ১৩

কেচিং সাগরভূধরান্ ২৭ ২৪

কেচিদাস্তমবাপুঃ ১২৩ ১০৮

কৈবল্যাং নরকায়তে ৫ ৫

কৈরী সর্বপুর্মথমোলিঃ ৪৭ ৪১

কোহয়ং পট্টধটীবিরাজিত ১৩২ ১১৭

ক্রিয়ানন্তান্ ধিক্ ৩২ ২৮

ক্ৰচিং কৃষ্ণাবেশাং ১২৮ ১১২

ক তাবদৈরাগ্যং ২০ ১৮

ক সা নিরকুশকৃপা ৫৬ ৪৭

ক্ৰণং ক্রীণঃ ৭৬ ৬৪

ক্ৰণং হসতি ১৩৪ ১১৮

চ

চীংকারৈর্দগদিষ্মুখং ১০৬ ৯১

চৈতন্তোতি কৃপাময়েতি ৬৭ ৫৫

জ

কর্মসু ১৩৮ ১২২

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তাদি ৯৪ ৮০

জ্ঞানাদিবয় বিকচিং ৮৪ ৭১

ভ

তাবদ্ব কাকথা ১৯ ১৭

তৃণাদপি চ ২৪ ২১

দ

দত্বা যঃ কমপি ৪৫ ৩৯

দবমুর্কুন্যক্কং ৮১ ৬৯

দন্তে নিধায় তৃণকং ৯০ ৭৭

দুষ্কর্মকোটিনিরতস্ত ৫১ ৪৪

দূরাদেব দচন্ ১০৫ ৯০

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং ১৪৩ ১২৬

দৃষ্টঃ সৃষ্টঃ ৪ ৪

দৃষ্টা মাতৃতি ১৪ ১২

দেবা হৃদুভিবাদনং ১৩৩ ১১৮

দেবে চৈতন্যনামনি ১১৭ ১০২

ধ

ধর্ম্যাস্পৃষ্টঃ ২ ২

ধর্ম্যে নিষ্ঠাং দধং ১২৭ ১১১

ধিগন্ত কুলমুজ্জলং ৪৩ ৩৭

ধ্যায়ন্তো গিরিকন্দরেষু ৯৮ ৮৩

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় ৮ ৮

ন যোগো ন ধ্যানং ১১১ ৯৬

নির্দোষচ্চারুনৃত্যঃ ১০৭ ৯২

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ৬০ ৫০

প	ভূত্যাঃ স্নিগ্ধাঃ	১১৯ ১০৪
পর্তান্ত যদি	ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম	৮২ ৬৯
পাত্রাপাত্রবিচারণাঃ	ভ্রান্তঃ যত্র	১৮ ১৬
পাদাঘাত রবৈঃ	ম	
পাপীয়ানপি	মন্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ	১০০ ৮৫
পাষণঃ পরিষেচিতঃ	মহাকর্ষশ্রোতঃ	১১২ ৯৬
পুঞ্জং পুঞ্জং	মহাপুরুষমানিনাং	২৯ ২৬
পূর্ণপ্রেমরসামৃত	মাতুলং কোটিমুগেন্দ্র	১০৩ ৮৮
প্রবাহৈরক্ষণাঃ	মাতুলন্তঃ পরিপীয়	৬ ৬
প্রসারিত-মহাপ্রেম	মৃগ্যাপি সা	৫৫ ৪৭
প্রায়শ্চিত্তং	য	
প্রেমা নামাত্তুতার্থঃ	যন্তুদ্বদন্ত	৬৩ ৫২
ব	যথা যথা গৌরপদারবিন্দে	৮৮ ৭৫
বঞ্চিতোহস্মি	যদি নিগদিত	১৪১ ১২৫
বগ্নন্ প্রেমভর	বনাপ্তং কস্মিন্নিষ্ঠৈঃ	৩ ৩
বাসো মে বরমন্ত	বশ্যশা কৃষ্ণচৈতন্তে	৯৭ ৮২
বিনা বীজং	যশ্চৈব পাদাতুলজভক্তিলভাঃ	৯ ৮
বিভ্রদ্বর্ণং কিমপি	যো মার্গঃ	১০৪ ৮৯
বিশ্বং মহাপ্রণয়	র	
ব্রথাবেশং কস্মিন্	রক্ষোদৈত্যকুলাং	৭ ৭
বেলায়াং লবণান্বুধেঃ	শ	
ব্রহ্মেণাদিমহাশচর্য্য	শ্রবণ-মনন	৫৮ ৪৯
ভ	শ্রীমদ্ভাগবতস্ত যত্র	১২২ ১০৭
ভজন্তু চৈতন্তপদারবিন্দং	স	
ভূতো বা ভবিতাপি	সংসারদুঃখজলধৌ	৫৪ ৪৬

সংসারসিক্ততরণে	৯৩	৮০	সোহপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ	৫০	৪৩
সকলয়নগোচরীকৃত	২১	১৯	সৌন্দর্য্যো কামকোটিঃ	১০১	৮৫
সদা রঞ্জে	৭০	৫৮	স্বমন্তঃ চৈতন্যাকৃতিম্	১	১
সৰ্ব্বজ্ঞৈ মুনিপুঙ্গবৈঃ	১২৪	১০৯	স্ত্রীপুত্রাদিকথাং	১১৩	৯৭
সৰ্ব্বসাধনহীনঃ	৩০	২৬	স্বতেজসা	৫৭	৪৮
সৰ্ব্বৈ শঙ্করনারদাদয়ঃ	১১৮	১০৩	স্বপাদাস্তোজৈক	১০২	৮৭
সৰ্ব্বৈরান্নায়চূড়ামণিভিঃ	১৩৭	১২১	স্বয়ং দেবো যত্র	৬২	৫২
সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্	৪২	৩৬	স্বাদং স্বাদং	৩৮	৩২
সাক্ষানন্দোজ্জলরসময়	৬১	৫১	হ		
সিংহবৃক্ষঃ	১৩	১১	হসন্ত্যচৈঃ	১২০	১০৫
সিঞ্চন্ সিঞ্চন্	১০৮	৯৩	হা হন্ত চিত্তভুবি	৫৩	৪৫
সৈবেরং ভুবি	১৪০	১২৪	হা হন্ত হন্ত	৫২	৪৫

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

## প্রকরণ-বিভাগ-সূচী

প্রথম বিভাগ	শ্লোক-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
( বস্তুনির্দেশ )	( ১—৭ )	১—৭
দ্বিতীয় বিভাগ		
( নমস্কার )	( ৮—১২ )	৮—১১
তৃতীয় বিভাগ		
( আশীর্বাদ )	( ১৩—১৭ )	১১—১৫
চতুর্থ বিভাগ		
( শ্রীচৈতন্য-ভক্ত মহিমা )	( ১৮—৩০ )	১৬—২৭
পঞ্চম বিভাগ		
( শ্রীচৈতন্যভক্তনিন্দা )	( ৩১—৪৫ )	২৭—৪০
ষষ্ঠ বিভাগ		
( দৈন্তরূপনিন্দা )	( ৪৬—৫৬ )	৪০—৪৮
সপ্তম বিভাগ		
( উপাস্ত-নিষ্ঠা )	( ৫৭—৭৯ )	৪৮—৬৭
অষ্টম বিভাগ		
( লোক-শিক্ষা )	( ৮০—৯৯ )	৬৮—৮৪
নবম বিভাগ		
( শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা )	( ১০০—১০৯ )	৮৫—৯৪
দশম বিভাগ		
( অবতার-মহিমা )	( ১১০—১৩০ )	৯৫—১১৫
একাদশ বিভাগ		
( শ্রীগৌর-কপোল্লাস-নৃত্যাদি )	( ১৩১—১৩৬ )	১১৬—১২১
দ্বাদশ বিভাগ		
( শোচক )	( ১৩৭—১৪৩ )	১২১—১২৭

# শ্রী শ্রী নবদ্বীপ শতক

## শ্লোক-সূচী

অ	কদা	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম	৯৯	৪৩
শ্লোক	সংখ্যা	পত্রাঙ্ক	কালঃ কলিঃ	৯৩	৪০
অচৈতন্য প্রায়ঃ	৭৫	৩২	কাশীবাসীনপি	১০০	৪৩
অপার-করণাকরণ	৩৮	১৭	কিমিতাদৃগ্ ভাগ্যং	২৮	১২
অরে মৃতাঃ	১০১	৪৪	কুরু সকলমধর্ম্যং	৩৪	১৫
অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈঃ	৬৬	২৮	রূপরত্ন ময়ি	৮	৪
অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈঃ	৮৬	৩৭	খ		
অলমলমিহ	৫	৩	ধনবৃন্দং পশুবৃন্দং	২১	১০
অহো বৃন্দারণ্যে	৮০	৩৪	গ		
আ			গৌরারণ্যাদন্তং	৪৬	২০
আচর্য্য ধর্মান্	৯০	৩৯	চ		
আরাধিতং নববনং	৭৮	৩৩	চাণ্ডাল-স্বখরাদিবং	৫৩	২৩
ই			ছ		
ইহ ব্রাহ্ম	১১	৫	ছিত্তেত খণ্ডশ ইদং	১৮	৯
ইহ সকলপুথোভাঃ	৪০	১৭	জ		
উ			জন্মানি জন্মানি	১৩	৬
উপসতাং বা	৯২	৪০	জয়তি জয়তি	৯	৫
ক			জরৎকষ্টামেকাং	৫৬	২৪
কদা নবদ্বীপ-বনাস্তরেষু	৩	২	জাতি-প্রাণ-ধনানি	৪৫	২০
কদা নবদ্বীপবনাস্তরেষু	৭৬	৩২			

ত

তচ্ছাস্ত্রং মম	৪	২
তৃণাদপি চ নীচতা	৯১	৩৯
তেনাকারি সমস্ত এব	২০	১০
তাজন্ত স্বজনাঃ	২৬	১১

দ

দুর্কাসনা সুদূতরজ্জুশতৈঃ	৪৩	১২
দুর্কর্মকোটিনিরতস্ত	৯৪	৪০
দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ	৮৯	৩৮
দোষাকরোহং	২৩	১১

ধ

ধাম্মোরভেদোচ্ছতকং	১০২	৪৪
-------------------	-----	----

ন

নবদ্বীপঃ সাঙ্কাদব্রজপুরং	৭৯	৩৪
নবদ্বীপে কৃষ্ণং	১	১
নবদ্বীপে বসেৎ	৮১	৩৫
নবদ্বীপে রম্যে	৫৫	২৪
নবদ্বীপৈকাংশে	৯৮	৪২
নমামি তং	৮৩	৩৫
নমামি তদ্ গোব্রহ্মণমেব	৬৭	২৯
ন লোকং ন ধর্ম্যং	৬২	২৬
ন লোকবেদোদিত		
মার্গভেদৈঃ	৩৬	১৬
ন সত্যার্থ্যে লোকে	৭২	৩১
নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুক্তে	৬৯	২৯

নানামার্গরতোহপি

৩৯ ১৭

নাশ্রদ্ধদামি

৭১ ৩০

নাহং বেদ্বি

১৬ ৮

নিন্দাস্তি যাবন্নবখণ্ডবাসং

৪৯ ২১

নিশ্মর্যাদাশচর্য্য

৩৫ ১৫

প

পরধন-পরদার

৩৩ ১৪

পুলিনে পুলিনে

৭৭ ৩৩

পূর্ণোজ্জ্বলং

৫২ ২২

প্রকৃত্যপরি কেবলে

৫৭ ২৪

প্রগায়নটনু কসন্

৬১ ১৬

ব

বনঞ্চোপবনং

৮২ ৩৫

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন

৪৪ ১৯

বাণ্যা গদগদয়া

৭০ ৩০

বিভ্রাজন্তিলকা

৪৭ ২০

নিশুন্ধাঘৈতৈক প্রণয়

১৫ ৭

বিশ্বস্তরস্ত পাদসরোজ

৫১ ২২

ভ

ভক্তৈকয়াশ্রিত

২২ ১০

ভজন্তুমপি দেবতাস্তরম্

৪১ ১৮

ভূতং স্থাবরজঙ্গমাশ্রকম্

২৯ ১৩

ভূমির্ষত্র স্নকোমলা

৬ ৩

ভ্রাতঃ সমস্তাশ্রপি

৫৪ ২৩

ম

শ

মধ্যদ্বীপবনে	৬৫	২৮
মমাপি স্ত্রাদেতাদৃশমপি	৭৩	৩১
মহোজ্জল-রসোন্মদ	১২	৬
মিলন্ত চিস্তামণিকোট-	৭	৪

ষ

যৎ কোর্য্যংশমপি	৪২	১৮
যৎ সৌমানমপি	১৭	৮
যন্তজ্জলন্ত শাস্ত্রাণ্যহহ	৩৭	১৬
যত্র প্রবিষ্টঃ	৩০	১৩
যদপি চ মম নাস্তি	৭৪	৩১
যদৈব সচ্চিদমরূপবুদ্ধিঃ	৫২	২৫
যস্মিন্ কোটিসুরেন্দ্র-		
বৈভবযুতা	৪৮	২১
যে গৌরহলবাসিনিদনরতা	৩২	১৪
যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু	৩১	১৩

ষ

রাধাপতিরতিকন্দঃ	৬৮	২৯
রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং	১৪	৭
রুদ্রদ্বীপে চরচরণ	১০	৫

শুকোজ্জল প্রেমরসামৃতাক্ষে: ২৪ ১১

শ্রুতিশ্চান্দোগ্যাখ্যা ২ ১

স

সংসারদুঃখজলধৌ	৯৬	৪১
সংসারসিন্ধু-তরণে	৮৭	৩৭
সকলবিভবসারং	৬০	২৬
সর্বসাধনহীনোহপি	২৫	১১
সানন্দ-সচ্চিদ্ব্যনরূপতা	৫৮	২৫
সামে ন মাতা	২৭	১২
সৈবেষং ভূবি	৮৮	৩৮
স্বমন্তঃ চৈতন্ত্যাকৃতি	৮৫	৩৬
স্মারং স্মারং	৫০	২২
স্বরং দেবঃ	৯৭	৪২
স্বরং-পাততকণ্যামৃতবৎ	১৯	৯

হ

হরেকৃষ্ণরামেতি	৬৩	২৭
হা বিশ্বস্তর	৮৪	৩৬
হা হস্ত !	৯৫	৪১
হৈমক্ষাটিকপদ্মরাগরচিহ্নে:	৬৪	২৭

শ্রী শ্রীগুরুগোবিন্দো জୟত:

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

## প্রথম বিভাগ

স্বতিমুখে বস্তুনির্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ

( ১—৭ শ্লোক )

নিজ-মাধুর্য-আস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদের ভাব-কান্তি-  
গ্রহণ-পূর্বক নবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরহরির স্তব—

স্বমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমৰ্ষ্যাদপরমা-

ভুতৌদার্য্যং বৰ্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।

বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযুষলহরীং

প্রদাতুং চাত্রেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ১ ॥

## শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অর্থঃ । ব্রজপতিকুমারং ( ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে ) বিশুদ্ধ-  
স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযুষলহরীং ( স্বীয়-নির্ম্মলপ্রেমোৎসব-হর্ষাদিরূপ মধুর-  
অমৃত-লহরী ) রসয়িতুং ( আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ) চাত্রেভ্যঃ চ ( এবং  
অন্যকে ) প্রদাতুং ( প্রদান করিবার জন্ত ) [ যঃ—যিনি ] পরপদ-নবদ্বীপ-  
প্রকটং ( নবদ্বীপ ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-নামক পরমধামে অবতীর্ণ )

[ হইয়াছেন ] তং ( সেই ) বর্ষাং ( সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ ) অতিবিমর্যাদ-  
পরমাত্মতৌদার্য্যং ( অসীম ও অত্যদ্বুত করুণার বিগ্রহ ) চৈতন্যাকৃতিং  
( কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পুরুষকে ) [ বয়ং—আমরা, গোড়ীয়-সম্প্রদায় ] স্বমঃ  
( স্তব করি ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।** ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন-আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেম-  
সিন্ধু-সমুখিত হর্ষাদি-মধুর-অমৃতলহরী আশ্বাদন করাইবার এবং অপরকে  
বিতরণ করিবার জন্ত, যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ “শ্রীনবদ্বীপ”-নামক  
পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপারিসীম ও  
অত্যদ্বুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামবৈয় পুরুষকে আমরা  
স্তব করি ॥ ১ ॥

অত্যধর্মী, ধর্ম্যত্যাগীকেও অহৈতুক-কৃপা-বর্ষণে প্রেমোন্মাদ-প্রদাতা

গোরহরির স্তুতি—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে

দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপি নো সন্ ॥

যদন্তশ্রীহরিরসসুখাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-

তুচ্ছৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তোমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।** [ যঃ—যে ব্যক্তি ] ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ ( ধর্ম্মকর্ত্তক অস্পৃষ্ট অর্থাৎ

বাহাতে লেশমাত্র পুণ্যাদি ধর্ম্ম নাই, ) অত্যধর্ম্মে ( মহাপাপে ) সতত-  
পরমাবিষ্ট এব ( নিরন্তর অত্যন্তাবিষ্ট, ) ন হি খলু সতাং দৃষ্টিং প্রাপ্তঃ  
( সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া বিদিত ) তেষাং সৃষ্টিষু কাপি  
চ নো সন্ ( সংসৃষ্ট কোন স্থানেও অবস্থান করে নাই, ) [ তাদৃশো জনঃ—  
সেইরূপ ব্যক্তিও ] যদন্ত-শ্রীহরিরসসুখাস্বাদমত্তঃ [ সন্ ] ( বাহার প্রদত্ত,  
‘শ্রী’-অর্থে সর্ব-শোভার আকরস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এবং ‘হরি’ অর্থাৎ  
শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের প্রেমরসসুখ-আশ্বাদনে মত্ত হইয়া ) প্রনৃত্যতি ( প্রকৃষ্ট-  
রূপে নৃত্য করে, ) উচ্চৈঃ গায়তি ( উচ্চৈঃস্বরে গান করে, ) অথ বিলুঠতি

চ ( এবং ভূমিতে বিলুপ্তি হয়, ) তং কক্ষিং ঈশং ( সেইরূপ কোনও শক্তিমান্ অনির্বচনীয় পুরুষকে ) স্তোমি ( আমি স্তব করি ) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** । ধর্ম বাহ্যে কখনও স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও বাহ্যে বিদ্যমান নাই, যে সর্বদা মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করে নাই, অথবা সজ্জনপ্রতিষ্ঠিত পাপ-প্রবেশশূন্য কোন পবিত্রস্থলে কদাপি অবস্থান করে নাই, সেই পাপীয়াণ্ ব্যক্তিও বাহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপীযুষাশ্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উদাম-নৃত্য, উচ্চকীর্তন এবং ভূতলে বিলুপ্তন করে, তাদৃশ শক্তিমান্ কোন অনির্বচনীয় পুরুষকে আমি স্তব করি ॥ ২ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বগণেরও অলভ্য গূঢ়প্রেম-প্রদাতা গৌরহরির স্তব—  
যন্নাপ্তং কস্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানষোগৈ-  
বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্ততিভিরপি ন যত্বর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ ।  
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-  
ন্নাগ্নৈব প্রাতুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নোমি গৌরম্ ॥৩৥

**অব্রহ্ম** । কস্মনিষ্ঠৈঃ জনৈঃ ( কস্মাসক্ত অর্থাৎ কস্মজড় ব্যক্তিগণ-  
কর্তৃক ) যৎ ( বাহ্য ) ন আপ্তং ( লভ্য নহে, ) তপোধ্যানষোগৈঃ চ ( তপশ্চা,  
ধ্যান, যোগাদি দ্বারাও ) যৎ ন সমধিগতং ( বাহ্য কেহ জ্ঞাত হইতে  
পারেন না, ) কৈশ্চিৎ অপি [ জনৈঃ ] বৈরাগ্যৈঃ ত্যাগতত্ত্বস্ততিভিরপি যৎ ন  
তর্কিতঞ্চ ( বৈরাগ্য, কস্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও বাহ্য  
কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না, ) গোবিন্দপ্রেমভাজামপি [ জনানাং ]  
( শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাজন পুরুষগণেরও ) ন চ যৎ কলিতং ( বাহ্য মিলিত  
হয় না, ) তৎ রহস্যং ( সেই গূঢ়প্রেম ) যত্র পরে অবতরতি [ সতি ] ( যে  
শ্রীগৌরান্ অবতীর্ণ হইলে ) নান্নৈব ( নামসঙ্কীর্ণনদ্বারা ) স্বয়ং প্রাতুরাসীৎ  
( স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন, ) তং গৌরং ( সেই গৌরসুন্দরকে ) নোমি  
( আমি স্তব করি ) ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।** কৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাবে বাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না, বৈরাগ্য, কৰ্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও বাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, অধিক কি শ্রীগোবিন্দ-প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও বাহা অলভ্য ( অর্থাৎ পারকীয় রসবিচারচাতুর্য্যহীন, স্বকীয় প্রেমসেবারত নিষার্ক-সম্প্রদায়ী ভক্তগণেরও বাহা অলভ্য ), সেই গুঢ়-প্রেম বাহার আবির্ভাবে নামকীৰ্ত্তন দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি ॥ ৩ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিনাত্রে পরম-প্রেমদ শ্রীচৈতন্যের স্তুতি—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীৰ্ত্তিতঃ সংস্বতো বা

দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।

প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য একঃ

শ্রীচৈতন্যং নোমি দেবং দয়ালুম্ ॥ ৪ ॥

**অর্থ।** যঃ দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীৰ্ত্তিতঃ [ সন্ ] ( যিনি দর্শন, স্পর্শন ও কীৰ্ত্তনের বিষয়ীভূত হইয়া ) দূরস্থৈরপি [ জনৈঃ ] সংস্বতঃ আনতঃ আদৃতঃ বা ( অথবা দূরস্থ ব্যক্তিগণের স্মরণের বিষয়ীভূত, নমস্কৃত ও বহুমানিত হইয়াও ) প্রেমঃ সারং দাতুং একঃ ঈশঃ ( প্রেমের সার প্রদান করিতে একমাত্র সমর্থ ) [ তং ] দয়ালুং ( সেই দয়ালু ) দেবং শ্রীচৈতন্যং ( শ্রীচৈতন্য-দেবকে ) নোমি ( আমি স্তব করি ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।** যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীৰ্ত্তন অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার ( বিপ্রলম্ব-রস ) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই দয়ালু প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

মোক্ষাদি-ধিকারকারী অতুলসম্পত্তিশালী

ভক্তগণের প্রভু গৌরহরির স্তব—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকামপুষ্পায়তে

দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।

বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে

যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥৫॥

অনুবাদ । যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং ( বাহার কারুণ্য অর্থাৎ

রূপাকটাক্ষই বৈভব অর্থাৎ সম্পত্তি বাহাদের, তাঁহাদের সম্বন্ধে ) কৈবল্যং

( ঈশ্বর-সামুজ্যরূপ কেবল-স্থ ) নরকায়তে ( নরকের গ্রায় প্রতীত হয় )

ত্রিদশপূঃ ( ত্রি-অধিক-ত্রিরাবৃত্ত—দশ পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা-

বিশিষ্ট ; বাহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই তেত্রিশটী দেবতা প্রধান, তাঁহারাই ত্রিদশ,

তাঁহাদিগের পুর অর্থাৎ স্বর্গ ) আকাশপুষ্পায়তে ( আকাশকুসুমের গ্রায়

অলীক বলিয়া বোধ হয় ) দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী ( ‘দুর্দান্ত’ শব্দে

অনিবার্য, ‘কাল’ শব্দে অতিক্রোধযুক্ত সর্পরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ ) প্রোৎখাত-

দংষ্ট্রায়তে ( উৎপাটিত-বিষ-দন্তের গ্রায় আচরণ করে ) বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে

( বিশ্ব পরিপূর্ণ-স্থখধাম বলিয়া অনুভূত হয় অর্থাৎ সর্বত্রই ভগবদ্ভাব

পরিলক্ষিত হয় ) বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ ( ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি-দেবতাসমূহও )

কীটায়তে ( কীটের গ্রায় বোধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাধিপত্য, ইন্দ্রাধিপত্য

প্রভৃতি পদবীসমূহ কীটের গ্রায় অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয় ) তং ( সেই )

গৌরমেব ( গৌরসুন্দরকেই ) [ বয়ং ] স্তমঃ ( আমরা স্তব করি ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যে গৌরসুন্দরের রূপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী

গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সামুজ্য নরকতুল্য,

সকাম স্বধর্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-কল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের

গ্রায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহি-

কুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীকং প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমরা স্তব করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদির সৌভাগ্যের প্রতি হাশ্র এবং নির্ভেদ-জ্ঞানী ও যোগিগণের চেষ্টাকে ধিক্কার-প্রদানকারী ভক্তগণের প্রভু গৌরহরির স্তব—

মাগন্তঃ পরিপীয় যশ্চ চরণান্তোজস্রবৎপ্রোজ্জল-

প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ সর্বে সুপর্কেড়িতাঃ ।

ব্রহ্মাদীংশ্চ হাসন্তি নাতিবহু-মগ্নন্তে মহাবৈষ্ণবান্

ধিক্কুর্কন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষন্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ৬ ॥

অব্রহ্মা । সুপর্কেড়িতাঃ ( দেবতাগণেরও বন্দ্য ) সর্বে ( সকল

অর্থাৎ বাবতীয় গৌরভক্তবৃন্দ ) যশ্চ ( বাঁহার অর্থাৎ যে গৌরচন্দ্রের )

চরণান্তোজস্রবৎপ্রোজ্জলপ্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ (পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত

অতি উজ্জল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃতরস ) পরিপীয় মাগন্তঃ [ সন্তঃ ]

( সম্যক পানে মত্ত হইয়া ) ব্রহ্মাদীন্ ( ব্রহ্মাদিকে ) হাসন্তি ( উপহাস করেন)

মহাবৈষ্ণবান্ চ ( এবং বিষ্ণুভক্ত মহাভাগবতদিগকেও ) অতিবহু ন

মগ্নন্তে ( বহুমানন করেন না, ) ব্রহ্মযোগবিদুষঃ ( অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্ম-

জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ) ধিক্কুর্কন্তি ( ধিক্কার করিয়া থাকেন, )

তং গৌরচন্দ্রং (সেই গৌরচন্দ্রকে) [ বয়ং—আমরা ] নুমঃ (স্তব করি) ॥৬॥

অনুবাদ । সমস্ত সুরগণের বন্দিত গৌরভক্তগণ বাঁহার পাদপদ্ম-

বিনিঃসৃত পরমোজ্জল প্রেমানন্দময় অতি-চমৎকার অমৃত রসের পরিপূর্ণ-

পানজনিত প্রেমোন্মাদে বিভোর হইয়া ব্রহ্মাদিকেও লক্ষ্য করিয়া “হায়,

হায় ! ইঁহারা গৌরসুন্দরের শ্রীপদকমল-মধুপান হইতে বঞ্চিত” বলিয়া

হাশ্র করেন ; গৌরভক্তিহীন মহাবৈষ্ণবদিগকেও বহুমানন করেন না,

এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগিগণকেও তাঁহাদের দুর্কৃত্তির জন্য ধিক্কার

প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি ॥ ৬ ॥

অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলা ভক্তির প্রকাশক শ্রীচৈতন্যের স্তব—  
 রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবত্নাক্রিয়া  
 মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্টাদিকং বা কিয়ৎ ।  
 মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-  
 ভক্তের্বত্নাকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥ ৭ ॥

অনুব্রূ । [ রাম-নৃসিংহাদিভিঃ—রামনৃসিংহ প্রভৃতি অবতারগণ-  
 কর্তৃক ] রক্ষোদৈত্যকুলং ( রাক্ষস ও দৈত্যকুল ) হতং ( বিনষ্ট হইয়াছিল, )  
 ইদং কিয়ৎ ( এই কার্য্যই বা এমন কি গুরুতর ! ) [ কপিলদেবাদিভিঃ—  
 কপিলাদি দেবগণের দ্বারা ] যোগাদিবত্নাক্রিয়ামার্গঃ ( যোগাদিমার্গের  
 ক্রিয়াপথ ) বা প্রকটীকৃতঃ ( প্রকটিত হইয়াছিল, ) ইদং কিয়ৎ ( ইহাই  
 বা এমন কি মহৎ ! ) [ গুণাবতার ব্রহ্মাদিনা কৃতং—গুণাবতার ব্রহ্মাদি-  
 দ্বারা-কৃত ] সৃষ্টাদিকং ( সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি-কার্য্য ) বা কিয়ৎ ( ইহাও  
 বা এমন কি শ্রেষ্ঠ ! ) [ শ্রীবরাহাদিনা কৃতং—শ্রীবরাহাদি অবতারগণ-কৃত ]  
 মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং ( পৃথিবী-উদ্ধারাদি কার্য্য ) ইদং কিয়ৎ ( তাহাই বা  
 এমন কি ! ) [ বয়ং তু—আমরা কিন্তু ] ভগবতঃ ( ভগবানের ) প্রেমোজ্জ্বলায়াঃ  
 মহাভক্তেঃ ( প্রেমোজ্জ্বলা পরা ভক্তির ) বত্নাকরীং ( বত্নপ্রদর্শনকারিণী )  
 চৈতন্যমূর্ত্তিং ( চৈতন্যমূর্ত্তিকে ) পরং স্তুমঃ ( একমাত্র স্তব করি ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । রামনৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের  
 যে বিনাশ-নাশন, তাহা এমন কি হিতজনক মহৎ কার্য্য ! কপিলাদি  
 অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ক্রিয়ামার্গপ্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি  
 গুরুতর ! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে জন্মস্থেয়ভঙ্গাদিলীলা, তাহারই বা  
 মহত্ব কতটুকু ! কিম্বা, বরাহাবতারে প্রলয়-জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার  
 সাধনাদি যে অমূল্য, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয় ! ( সে  
 সকলকে আমরা বহুমানন করি না ; তাহা গৌরসুন্দরের প্রেমদানের

নিকট সামান্য মাত্র) আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোজ্জ্বলা পরমভক্তির  
পথ-প্রদর্শক, সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপের স্তুতি করি ॥ ৭ ॥

## দ্বিতীয় বিভাগ

### নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ

( ৮—১২ শ্লোক )

প্রেমানন্দসিন্ধুর চন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নমস্কার—

নমস্কেতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননস্থিষে ।

প্রেমানন্দাকিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥ ৮ ॥

অর্থঃ । কোটিচন্দ্রাননস্থিষে ( কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর  
বদনকান্তি যাহার—তঁাহাকে ) প্রেমানন্দাকিচন্দ্রায় ( প্রেমোদ্ভূত-আনন্দ-  
সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ যিনি—তঁাহাকে ) চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ( মনোহর চন্দ্র-  
কিরণের গ্রায় হাশ্র যাহার—তঁাহাকে ) চৈতন্যচন্দ্রায় ( চৈতন্যচন্দ্রকে )  
নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । যাহার শ্রীমুখকান্তি কোটি-কোটি পূর্ণচন্দ্রের শোভা  
হইতেও সুন্দর, যিনি প্রেমানন্দ-পরোধির সুষাংশুস্বরূপ, যাহার মুগপদ্মের  
মধুর হাশ্র চন্দ্রকিরণের গ্রায় মনোহর, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা  
নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ভুবন-মঙ্গল-মঙ্গল চৈতন্যচন্দ্রের প্রণাম—

যস্মৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ।

তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ৯ ॥

অর্থঃ । প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ( প্রেমনামক পরম-পুরুষার্থ )  
যস্মৈ এব ( যাহার একমাত্র ) পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ ( পাদপদ্মে ভক্তি দ্বারা  
প্রাপ্য ) [ ভবতি—হয় ], তস্মৈ ( সেই ) জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় ( জগতের

মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণভজন, তাহা হইতেও অধিক মঙ্গলজনক পরম-পুরুষার্থ  
 প্রেম যাহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে অর্থাৎ জগন্মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ )  
 চৈতন্যচন্দ্রায় তে (চৈতন্যচন্দ্র—তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কার) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।** একমাত্র বাঁহার পাদসরোজে অনন্তভক্তি হইতেই  
 পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ  
 চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

উচ্চ-নাম-কীর্তনের সহিত উদ্দণ্ড-নৃত্যশীল গৌরহরির বন্দনা—  
 উচ্চৈরাশ্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডো  
 বাহু প্রোদ্ধত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্ ।  
 বিশ্বশ্রামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীভ্যুদানন্দনাদৈ-  
 র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥ ১০ ॥

**অর্থ।** হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডো বাহু ( কনকদণ্ডের দ্বারা প্রকাণ্ড বাহু-  
 যুগল ) প্রোদ্ধত্য ( উত্তোলন করিয়া ) অহো (আহা) করচরণং (হস্তপদকে)  
 উচ্চৈঃ আশ্ফালয়ন্তং ( নৃত্যাবেশে ইতস্ততঃ চালনা করিতেছেন যিনি—  
 তাঁহাকে ) সত্তাণ্ডবতরলতনুং ( সত্তা—সুমধুর, তাণ্ডবেন—উদ্দণ্ডনৃত্য দ্বারা  
 তরলা—চঞ্চলা হইয়াছে তনু বাঁহার অর্থাৎ সুন্দর উদ্দণ্ড নৃত্যদ্বারা যাহার  
 শ্রীবিগ্রহ বিচলিত হইতেছে ) পুণ্ডরীকায়তাক্ষং ( পদ্মের দ্বারা বিস্তৃত নয়ন-  
 যুগল বাঁহার—তাঁহাকে ) কিমপি হরি হরি ইতি উদ্যানন্দনাদৈঃ (‘হরি’,  
 ‘হরি’ এই অনির্বাচনীয় শব্দোৎ-প্রেমানন্দধ্বনি দ্বারা ) বিশ্বশ্র ( বিশ্বের )  
 অমঙ্গলঘ্নং ( অমঙ্গল নাশ করিতেছেন যিনি—তাঁহাকে ) দেবচূড়ামণিঃ  
 ( দেবগণের মুকুটভূষণস্বরূপ ) তং ( সেই ) অতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রঃ  
 (অনুপম রসোন্মত্ত চৈতন্যচন্দ্রকে) [অহং—আমি] বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।** অহো ! রাখাভাবে যিনি কৃষ্ণবিষয়কপরম নিগূঢ়-  
 রসে নিমগ্ন, যিনি নৃত্যাবেশে কনকদণ্ড-সদৃশ প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় উচ্চৈঃ

তুলিয়া, কর-যুগল ও চরণযুগল ইত্যন্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন, অতি  
সুন্দর তাণ্ডব-নৃত্যে যাহার বরবপু বিচঞ্চল হইয়াছে, ‘হরি ! হরি !’—এই  
অনির্বচনীয় শব্দোৎসর্গ হর্ষগর্ভা-ভাব-সম্বলিত প্রেমানন্দধ্বনি দ্বারা যিনি  
অখিল-জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন, সেই পদ্মপলাশ-প্রসর-  
নয়ন অবতারকুল-চুড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

গৌরাস্ত্রের নাম-রূপ-গুণ ও লীলা ; তপ্তকাঞ্চনছাতি, বিপ্রলম্ববিগ্রহ,  
নিগূঢ়প্রেমদ গৌরাস্ত্রের প্রণাম—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ।

তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ১১ ॥

অন্তর্যমি । আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় ( আনন্দলীলাময় বিগ্রহ ) হেমাভ-  
দিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ( কনকসদৃশ অপ্রাকৃত কাস্তি দ্বারা মনোহর ) মহা-  
প্রেমরসপ্রদায় ( অনপিতচর উন্নত-উজ্জল-প্রেমরস-প্রদানকারী ) তস্মৈ  
চৈতন্যচন্দ্রায় তে ( সেই চৈতন্যচন্দ্র, আপনাকে ) নমো নমঃ ( পুনঃ পুনঃ  
নমস্কার ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । সেই আনন্দ-লীলা-রসময়-মূর্তি, কনক-নিভ কমলীয়  
দিব্যকাস্তি, অনপিতচর-উন্নতোজ্জল-প্রেমরসপ্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে  
আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

প্রেমধিকৃতবৈকুণ্ঠ ; সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী গৌরহরির বন্দনা—

প্রবাহৈরশ্রুগাং নবজলদকোটি ইব দৃশো

দধানং প্রেমর্জ্য পরমপদকোটিপ্রহসনম্ ।

বমন্তং মাধুর্যৈরমৃতনিধিকোটিরিব তনু-

চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহং সন্ন্যাসকপটম্ ॥ ১২ ॥

অন্তর্যমি । অহং ( অহো ) অশ্রুগাং প্রবাহৈঃ ( অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা )  
নবজলদকোটি ইব দৃশো দধানং ( যিনি কোটি নবনীরদসদৃশ নয়নযুগল

ধারণ করিয়াছেন ) প্রেমদ্ব্যা ( প্রেমসম্পত্তিদ্বারা ) পরমপদকোটি প্রহসনং ( যিনি পরম-পদ-কোটি অর্থাৎ কোটি-কোটি বৈকুণ্ঠকেও অবজ্ঞা করিতেছেন ) তনুচ্ছটাভিঃ মাধুর্য্যে বা ( অঙ্গকান্তি দ্বারা অথবা শ্রীবিগ্রহ-লাবণ্য-মাধুর্য্যদ্বারা ) অমৃতনিধিকোটিঃ ইব বমন্তং ( যিনি কোটি অমৃত-সমুদ্রে যেন উদগীরণ করিতেছেন ) তং সন্ন্যাসকপটং ( ছলক্রমে যিনি সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আচার্য্যলীলা-বিস্তারার্থ সন্ন্যাসি-লীলাভিনয়কারী ) হরিং ( গৌরহরিকে ) বন্দে ( বন্দনা করি ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । অহো ! যিনি অজস্র অশ্রুপ্রবাহে কোটি নবজলধর-সম নয়ন-যুগল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেম-সম্পত্তি কোটি পরম-পদ বা বৈকুণ্ঠকেও প্রহসন-সম সামান্য প্রতিপন্ন করিতেছে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন কোটি-কোটি অমৃত-সিন্ধু উদগীরণ করিতেছে, যিনি (লোকে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত-স্মৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে বলিয়া, কৃপাপূর্ব্বক ) ছল-ক্রমে সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

## তৃতীয় বিভাগ

### আশীর্বাদ-রূপ মঙ্গলাচরণ

( ১৩—১৭ শ্লোক )

রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু গৌরসুন্দর—

সিংহস্কন্ধং মধুর-মধুর-স্মোরগুপ্তলান্তং  
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্ ।  
বিভ্রং কান্তিং বিকচকনকান্তোজগত্ৰাভিরামা-  
মেকীভুতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্ম ॥ ১৩ ॥

অন্বয় । সিংহস্কন্ধঃ ( বাঁহার স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ত্যায় উন্নত ) মধুর-  
মধুরস্নেহগুণস্বলান্তঃ ( বাঁহার গুণস্বলের প্রান্তদেশে মধুর মধুর হান্ত  
বিকশিত ) তুর্কিজ্যেয়োজ্জলরসময়াশ্চর্যানানাবিকারঃ ( ‘তুর্কিজ্যেয়’-শব্দে  
ভগবত্পাসকগণেরও তুর্ক্যেয়, ‘উজ্জলরসময়’-শব্দে শৃঙ্গার-রসময়, ‘আশ্চর্যা-  
নানাবিকার’-শব্দে রসাস্বাদনজনিত কৃষ্ণাকার-প্রভৃতি অদ্ভুত ভাববিকার-  
বিশিষ্ট—অর্থাৎ ভগবত্পাসকগণেরও তুর্কোধ্য উন্নত-উজ্জল-রসের আস্বাদন-  
জনিত কৃষ্ণাকার প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্যভাব-বিকারবিশিষ্ট ) বিকচকনকাস্তোজ-  
গর্ত্তাভিরামাং কাস্তিঃ ( বিকশিত কনককমলের কেশরের ত্যায় মনোহর  
কাস্তি ) [ বঃ—বিনি ] বিন্মঃ ( ধারণ করিয়াছেন, ) রাধায়াঃ মাধবস্ত চ  
( রাধা ও মাধবের ) একীভূতং বপুঃ ( মিলিত তনু ) বঃ ( তোমাদিগকে )  
অবতু ( রক্ষা করুন ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । বাঁহার গ্রীবদেশ সিংহগ্রীবের ত্যায় উন্নত, বাঁহার  
কপোলঘূর্ণলের প্রান্তভাগ মধুরাতিমধুর মৃদুহাস্তে উদ্ভাসিত, বিনি  
(সন্তোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ভাগবতগণেরও) তুর্ক্যেয় বিপ্রলম্ব-  
রসের আতিশয্যে কৃষ্ণাকার প্রভৃতি আশ্চর্য্যভাব-বিকারবিশিষ্ট, বাঁহার  
শ্রীঅঙ্গকাস্তি বিকশিত-কনক-কমলের কিঞ্জক হইতেও রমণীয়, সেই  
রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণানুেষণ-চেষ্টা-প্রচারক, রাধাভাব-বিভাবিত-‘কৃষ্ণ’—

দৃষ্ট্বা মাভূতি নূতনান্দুদচয়ং সংবীক্ষ্য বহ্নং ভবে-

দত্যন্তং বিকলো বিলোক্য বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে ।

দৃষ্টে শ্যামকিশোরকেহপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা-

ম্মিথং গৌরতনুঃ প্রচারিতনিজপ্রেমা হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয় । [ বঃ ] নূতনান্দুদচয়ং ( নূতন মেঘসমূহ ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া )  
মাভূতি ( মত্ত হন ), [ বশ্চ ] বহ্নং ( ময়ূরচন্দ্রিকা ) সংবীক্ষ্য ( দর্শন করিয়া )  
অত্যন্তং বিকলো ভবেৎ ( অত্যন্ত ব্যাকুল হন, ) বলিতাং ( বলয়াকৃতি )

গুঞ্জাবলীং ( গুঞ্জাবলী ) বিলোক্য চ ( অবলোকন করিয়া ) বেপতে  
( কম্পিত হন ) শ্রামকিশোরকে ( শ্রামবর্ণ কিশোরবয়স্ক-পুরুষকে ) দৃষ্টে  
অপি ( দেখিয়াও ) চকিতং ( চকিত হইয়া ) চমৎকারিতাং ( চমৎকারিতা )  
ধত্তে ( ধারণ করেন, ) ইথং ( এতাদৃশ ) প্রচারিত-নিজপ্রেমা ( নিজ-প্রেম  
যিনি প্রচার করিয়াছেন—তিনি ) গোরতনুঃ ( গোরান্দ্র ) হরিঃ বঃ  
( তোমাদিগকে ) পাতু ( পালন করুন ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । যিনি নবীন-নীরদ-মালা বিলোকনে কৃষ্ণ-উদীপনে  
উন্মত্ত হন, যিনি ময়ূরচন্দ্রিকা দর্শনে একান্ত আকুল হইয়া উঠেন,  
বলয়াকৃতি গুঞ্জাবলী অবলোকনে বাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিকম্পিত হয়,  
যিনি শ্রামকিশোর-পুরুষ দর্শনে কৃষ্ণভ্রমে চকিত হইয়া চমৎকারিণী শোভা  
ধারণ করেন এবং এইরূপে যিনি সর্বত্র স্ব-প্রেম প্রচার করিয়াছেন,  
সেই গোরান্দ্র শ্রীহরি তোমাদিগকে পালন করুন ॥ ১৪ ॥

শচীগর্তসিদ্ধ-প্রকটিত গোরচন্দ্র—

কৃপাসিদ্ধুঃ সন্ধ্যাকুণরুচিবিচিত্রাস্বরধরো-

জ্জলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃতময়মহাজ্যোতিরমলঃ ।

শচীগর্তক্ষীরানুধিভব উদারাদ্ভুতকলঃ

কলানাথঃ শ্রীমানুদয়তু তব স্মান্তনভসি ॥ ১৫ ॥

অর্থ । কৃপাসিদ্ধুঃ (দয়ানিধি) সন্ধ্যাকুণরুচিবিচিত্রাস্বরধরঃ (সন্ধ্যা-  
কালীন সূর্যের ত্রায় রক্তিমবর্ণ বিচিত্রবসনধারী ) উজ্জলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃত-  
ময় মহাজ্যোতিঃ ( উজ্জল, অথও, প্রেমামৃতময় সাত্ত্বিকাদি ভাবজ্যোতি-  
বিশিষ্ট ), অমলঃ ( বিশুদ্ধ ) শচীগর্তক্ষীরানুধিভবঃ ( শচীগর্তরূপ ক্ষীরাক্তি-  
সম্ভূত ) উদারাদ্ভুতকলঃ ( মনোহর ও অদ্ভুত বৈদিকাদি চতুষষ্টি-রসকলা-  
বিশিষ্ট ) শ্রীমান্ ( পরমশোভাময়ী শ্রীমতী রাধিকা সহ মিলিত বিগ্রহ  
অথবা পরমশোভাযুক্ত ) কলানাথঃ ( চন্দ্র, অথবা অন্ত অর্থে—মৎস্যাদি

স্বাংশ-অবতারগণেরও অবতারা স্বয়ং ভগবান্) তব (তোমার,—এইস্থলে তোমাদের) স্বাস্তনভসি (হৃদয়াকাশে) উদয়তু (উদিত হউন্) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।** যিনি করুণার বারিধি, যিনি সন্ধ্যাকালীন সূর্যের  
প্রায় রক্তিমবর্ণ রমণীয় বসন ধারণ করেন, সেই উজ্জল, অখণ্ড, প্রেমামৃত  
ময়, সাত্ত্বিকাদি-ভাবছাতি-সম্বলিত, নিষ্কলঙ্ক, মনোহর ও বিস্ময়কর  
বৈদিক্যাদি চতুষষ্টি-রসকলাবিশিষ্ট, শচীগন্তু-ক্ষীরসিন্ধু-সম্ভূত, পরম-সুন্দর,  
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তোমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হউন্ ॥ ১৫ ॥

উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্তনকারী গৌরহরি—

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রহীন্ কটীডোরকৈঃ  
সঙ্খ্যাভুং নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্ ।  
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-  
য়াতৈর্গৌরতনুর্বিবলোচনমুদং তদ্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥ ১৬ ॥

**অবহাষ।** নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং (জগন্মঙ্গলস্বরূপ  
স্বীয় ‘হরেকৃষ্ণ’-নামসমূহের) সঙ্খ্যাভুং (জপসংখ্যা-গণনার নিমিত্ত)  
কটীডোরকৈঃ (কটীস্থত্র দ্বারা) গ্রহীন্ (গ্রহিসমূহ) বধ্নন্ (বন্ধন করিতে  
করিতে) জপন্ [ চ ] (এবং জপ করিতে করিতে) প্রেমভর-প্রকম্পিত-  
করঃ (প্রেমাতিশয়বশতঃ বাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে) অশ্রু-  
স্নাতমুখঃ (প্রেমাশ্রুসিক্তবদন) স্বমেব হি জগন্নাথং (আপনা হইতে অভিন্ন  
জগন্নাথদেবকে) দিদৃক্ষুঃ (দর্শনেচ্ছু হইয়া) গতায়াতৈঃ (গমনাগমন  
দ্বারা) বিলোচনমুদং (নয়নানন্দ) তদ্বন্ (বিস্তার করিতে করিতে  
অর্থাৎ বিস্তারকারী) গৌরতনুঃ হরিঃ (গৌরাঙ্গ শ্রীহরি) বঃ (তোমা-  
দিগকে) পাতু (রক্ষা করন্) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।** স্বীয় অখিললোকমঙ্গল ‘হরেকৃষ্ণ’-নাম জপ করিতে  
করিতে, এবং নাম-সংখ্যা রক্ষার জন্তু স্বীয় কটীস্থত্রে গ্রহি দিতে দিতে

প্রেমাতিশ্যাবশতঃ বাহার করযুগল কম্পিত হইতেছে, যিনি আপনারই  
অভিন্নরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-লালসায় অশ্রুস্নাত-মুখে গমনাগমন  
করিয়া, লোকলোচনানন্দ বিস্তার করিতেছেন, সেই গৌরাজ শ্রীহরি  
তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

অন্তর্ধ্বাস্তবিনাশক, স্বপ্রেমানুধিবর্দ্ধক, বিশ্ব-স্নিগ্ধকারক গৌরচন্দ্র—

অন্তর্ধ্বাস্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ

প্রেমানন্দরসানুধিং নিরবধিপ্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ ।

বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং

যুগ্মাকং হৃদয়ে চকাস্ত সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । সমস্ত জগতাং ( সমগ্র জগতের ) অন্তর্ধ্বাস্তচয়ং ( হৃদি-  
স্থিত অজ্ঞানান্ধকারনিচয় ) হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী ( অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ-  
কারিণী ) বলাৎ ( বলপূর্ব্বক ) প্রেমানন্দ-রসানুধিং ( প্রেমানন্দ-রসসমুদ্রকে )  
নিরবধি ( নিরন্তর ) প্রোদ্বেলয়ন্তী ( প্রকুণ্ডলপে বর্দ্ধন-কারিণী ) তাপত্রয়েণ  
( ত্রিতাপ দ্বারা ) অনিশং ( নিরন্তর ) বিকলং ( অভিভূত ) বিশ্বং  
( বিশ্বকে ) অতীব ( অত্যন্ত ) শীতলয়ন্তী ( প্রেমামৃতসেচনে স্নিগ্ধকারিণী )  
চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ( চৈতন্যচন্দ্রের অঙ্গকাস্তি ) যুগ্মাকম্ ( তোমাদের )  
হৃদয়ে ( অন্তঃকরণে ) সততং ( অহুক্ষণ ) চকাস্ত ( দীপ্তিলাভ  
করুন ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । বাহা নিখিলজীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি  
অকস্মাৎ উন্মূলিত করে, বাহা প্রবলবেগে প্রেমানন্দ-রস-বারিধিকে নিরবধি  
উচ্ছলিত করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতে থাকে, বাহা তাপত্রয়ে নিরন্তর অভিভূত  
জীবজগৎকে প্রেমামৃত-সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ করে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেই  
শ্রীঅঙ্গকৌমুদী তোমাদের হৃদয়ে সতত দীপ্তিলাভ করুন ॥ ১৭ ॥

## চতুর্থ বিভাগ

### শ্রীচৈতন্য-ভক্ত-মহিমা

( ১৮-৩০ শ্লোক )

অনপিতচর-প্রেম-রসে ক্রীড়া-শীল গৌরভক্তবৃন্দ—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা বস্মিন্ ক্রমামণ্ডলে  
কস্মাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদেদ নো বা শুকঃ ।  
যন্ন কাপি ক্রপাময়েন চ নিজেহুদ্যদঘাটিতং শৌরিণা  
তস্মিন্মুজ্জলভক্তিবত্নানি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

অব্রহ্ম । পুরা ( পূর্বকালে ) মুনীশ্বরৈরপি ( মুনীজগণও ) যত্র  
ভক্তিমার্গে ( যে ভক্তিপথে ) ভ্রান্তং ( ভ্রান্ত হইয়াছেন ), ক্রমামণ্ডলে  
( ধরিত্রীমণ্ডলে ) কস্মাপি ( কাহারও ) ধিষণা ( বুদ্ধি ) বস্মিন্ ( যে  
ভক্তিমার্গে ) ন প্রবিবেশ এব ( নিশ্চয়ই প্রবেশ করে নাই, ) শুকঃ বা  
যৎ ( যে ভক্তিমার্গ ) ন বেদ ( জানিতেন না, ) ক্রপাময়েণ শৌরিণা ( দয়ালু  
শ্রীকৃষ্ণ ) কাপি ( কোনকালেও ) নিজে অপি জনে ( নিজ ভক্তগণেও )  
ন উদঘাটিতং ( বাহা উদঘাটন করেন নাই, ) গৌরপ্রিয়াঃ ( গৌরপ্রিয়-  
ভক্তগণ ) তস্মিন্ উজ্জলভক্তিবত্নানি ( সেই উজ্জল-ভক্তিমার্গে ) সুখং  
খেলন্তি ( সুখে ক্রীড়া করিতেছেন ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । সূদূর অতীত-কালে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণও যে মধুর-  
রসাপ্রাপ্ত ভক্তি-মার্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে কাহারও  
বুদ্ধি বাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও বাঁহার  
সন্ধানও অবগত ছিলেন না ; অধিক কি, নিজ-ভক্তগণের সকাশেও পরম  
করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাহা উদঘাটন করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জল  
ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরপ্রিয়-ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

গৌরভক্তের সঙ্গে না হওয়া পর্য্যন্তই জীবের ভুক্তি, মুক্তি ও

হৈতুক-তর্কে রুচি—

তাবদ্র কাকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিত্তীভবে-

তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ ।

তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকনো নানাবহির্ক্বম্বু স্ম

শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্গোচরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয় । যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনঃ

(শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দ-পানাবিষ্ট ভৃঙ্গ অর্থাৎ গৌরনিজ-জন) ন দৃগ্গোচরঃ [ভবেৎ] (দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হন), তাবৎ (সেকাল পর্য্যন্তই) ব্রহ্মকথা (নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার), তাবৎ (সেকাল পর্য্যন্তই) বিমুক্তিপদবী (ঈশ্বর-সাবুজ্যাদি মুক্তিমার্গ) ন তিত্তীভবেৎ (তিল্প বোধ হয় না,) তাবৎ চ (সেকাল পর্য্যন্তই) লোকবেদস্থিতিরপি (লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া-মর্য্যাদাও) নো বিশৃঙ্খলত্বম্ অয়তে (বিশৃঙ্খলতা বা তত্ত্বমর্য্যাদাতিক্রম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ গৌরজনের সঙ্গে পরম-চমৎকারিণী প্রেমোজ্জ্বলা ভক্তির কথা অবগত হইলে পুরুষ ‘লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি’ পরিত্যাগ করেন); তাবৎ এব (সেইকাল পর্য্যন্তই) অর্থাৎ গৌরজনের পাদপদ্মনখশোভার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই) নানাবহির্ক্বম্বু (মনোধর্ম্মোখ-নানা-অসদ্-বহিরঙ্গমার্গে) শাস্ত্রবিদাং (শাস্ত্রবিদগণের অর্থাৎ পণ্ডিতগণ-ব্যক্তিগণের) মিথঃ (পরস্পর) কল-কলঃ [ভবেৎ] (বাদ-বিসংবাদ হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-জন দর্শনের বিষয় না হন, সেকাল পর্য্যন্তই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার এবং ঈশ্বর-সাবুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিল্প বোধ হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ‘লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি’ পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্মুখ-

মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতস্বত্ত্ব-ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব-মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসংবাদ অবশ্যস্বাভাবী ॥ ১৯ ॥

গৌরভক্তগণই একমাত্র সর্বসদগুণাকর—

ক তাবদ্বৈরাগ্যং ক চ বিষয়বার্তাস্থ নরকে-  
 শ্বিবোদ্বেগঃ কাসৌ বিনয়ভরমাপূর্য্যলহরী ।  
 ক তাবত্তেজোহলৌকিকমথ মহাভক্তিপদবী  
 ক সা বা সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরগতিষু ॥ ২০ ॥

অর্থঃ । গৌরগতিষু ( গৌরহরিই ‘গতি’ অর্থাৎ ‘শরণ’ বা ‘প্রাপ্তব্য বিষয়’ ঐহাদের—তঁাহাদের মধ্যে ) যদবকলিতং ( যে বৈরাগ্য, অবকলিত অর্থাৎ অনুভূত হয়, ) তাবৎ বৈরাগ্যং ( সেই পরিমাণ বৈরাগ্য অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি ) ক ( কোথায় ! ) ক চ ( কোথায়ই বা ) তাবান্ ( সেই পরিমাণ ) বিষয়বার্তাস্থ ( বিষয়কথাসমূহে ) নরকেষু ইব ( নরকের গ্রায়ে ) উদ্বেগঃ ! ক চ ( কোথায়ই বা ) অসৌ বিনয়ভরং আপূর্য্য-  
 লহরী ( এক্রপ বিনয়াতিশয্যের উচ্ছলিত তরঙ্গ ! ) তাবৎ অলৌকিকং তেজঃ ( সেইরূপ অলৌকিক প্রভাবই বা ) ক ( কোথায় ! ) অথ সা মহাভক্তিপদবী বা ( আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীই বা ) ক সম্ভাব্যা ( কোথায় সম্ভব ! ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । গৌরহরিই ঐহাদের একমাত্র গতি, তঁাহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায় ! বিষয়বার্তা বা গ্রাম্য-কথাতে নরকপতনের গ্রায়ে উদ্বেগই বা কোথায় ! সেই বিনয়-নম্রতার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যালহরীই বা আর কোথায় ! সেইরূপ অলৌকিক প্রভাবই বা আর কোথায় ! আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায় ! ২০ ॥

গৌরভক্তের গৌর-ব্যতীত অণ্ড্র রতি অসম্ভব—

সকলনয়নগোচরীকৃত-তদশ্রদ্ধারাকুল-

প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়কাতর-শ্রীমুখঃ ।

ন গৌরচরণং জিহাসতি কদাপি লোকোত্তর-

ক্ষুরন্মধুরিমার্গবং নবনবানুরাগোন্মদঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । সকল নয়নগোচরীকৃত-তদশ্রদ্ধারাকুল-প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়কাতর-শ্রীমুখঃ ( প্রণয়-কাতর—প্রণয়-বিহ্বল, শ্রী—পরমশোভা, তদ্যুক্ত মুখ—বদন, তাহা কিরূপ ? অশ্রদ্ধারাপূর্ণ, বিকশিত কমলের হ্রায় দৃষ্টিযুক্ত, তাহা সকল—একবার, বাহার নয়নগোচরীকৃত—নয়নপথের বিষয়ীভূত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি অশ্রদ্ধারাপূর্ণ, প্রফুল্ল-নয়ন-কমলবিশিষ্ট, প্রণয়কাতর, পরমশোভাময় বদনমণ্ডল একবারও নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনি ) নবনবানুরাগোন্মদঃ [ সন্ ] ( নব নব অনুরাগোৎ-হর্ষ-গর্ভাদি ভাববিকারযুক্ত হইয়া ) লোকোত্তরক্ষুরন্মধুরিমার্গবং ( অলৌকিক-ভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ ) গৌরচরণং ( গৌরচরণ ) কদাপি ( কখনও ) ন জিহাসতি ( পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । বিপ্রলভ-রসময় শ্রীগৌরমুন্দরের অশ্রদ্ধারাপ্লুত প্রফুল্ল-নয়ন-পদ্ম-পরিশোভিত প্রণয়-কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোৎ-হর্ষগর্ভাদি-ভাববিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই গৌরহরির শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে কখনও বাসনা করেন না ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মকৃত্য, বিষ্ণুসেবী, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগ হইলেও গৌরভক্তপাদসেবা-

ব্যতীত বেদগুহ-ব্রজতত্ত্ব কাহারও অবগতির বিষয় হয় না—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং

বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং

বেদাদি-দুস্ত্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ২২ ॥

অন্বয় । গৌরপ্রিয়পাদসেবাং ( গৌরহৃন্দরই প্রিয় বাঁহাদের—  
তঁাহারা ‘গৌরপ্রিয়’ অথবা গৌরহরির প্রিয় বাঁহারা—তঁাহাদের চরণসেবা )  
বিনা ( ব্যতীত ) ধর্ম্মং ( বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ) আচর্য্য [ অপি ] ( আচরণ  
করিয়াও—সুদুর্ভূতপে পালন করিয়াও ), বিষ্ণুং ( রামনারায়ণ-নৃসিংহাদি  
বিষ্ণুতত্ত্বকে ) পরিচর্য্য [ অপি ] ( প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিয়াও ), তীর্থানি  
( কাশী-কাঞ্চী-গয়া প্রভৃতি শত শত তীর্থ ) বিচর্য্য [ অপি ] ( পরিভ্রমণ  
বা পরিক্রমা করিয়াও ), বেদান্ ( নিখিলবেদশাস্ত্র ) বিচার্য্য [ অপি ]  
( বিচার করিয়াও ), বেদাদি-দুস্ত্রাপ্যপদং ( বেদাদির দ্বারা দুর্লভ অথবা  
বেদাদি শাস্ত্রে অতি গুহ্যভাবে বর্ণিত থাকায় বাঁহা সাধারণের বোধগম্য  
নহে, সেই দুর্লভ স্থান শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপীঠ শ্রীধাম-বৃন্দাবনকে )  
[ কোঁহপি—কেহই ] ন বিদন্তি ( জানিতে পারেন না ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চন, শতশত তীর্থ-  
পরিভ্রমণ, নিখিলবেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের  
পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ পদ ( শ্রীরাধাগোবিন্দের  
চিহ্নিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান ) জানিতে পারেন না ॥ ২২ ॥

গৌর-পাদনখশোভাকৃষ্ট ভক্তের নিকট জগতের বাবতীয় শ্রেষ্ঠ-

বস্তু, শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম সমস্তই তুচ্ছ—

অপারাবারঞ্চেদমৃতময়পাথোষিমধিকং

বিমথ্য প্রাপ্তং স্যাৎ কিমপি পরমং সারমতুলম্ ।

তথাপি শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপালচরণ-

চ্ছটাম্পৃষ্টানাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় । [ যতপি—যদিও ] অপারাবারং ( পারাবার—উভয়তীর ;  
বাঁহার পারাবার নাই অর্থাৎ উভয়-তীর-রহিত—অপার ) অমৃতময়-

পাথোধিঃ ( পাথোধি—অর্থাৎ জলধি বা সমুদ্র, অমৃতই যাহার জলস্বরূপ—এইরূপ যে সমুদ্র ) অধিকং ( বিপুলরূপে ) বিমথ্য ( বিশেষরূপে মন্থন করিয়া ) ইদং কিমপি ( কোনও অনির্কচনীয় ) অতুলং ( তুলনা রহিত—নিরূপম ) পরমং সারং ( সর্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু ) প্রাপ্তং শ্রুতং ( পাওয়া যায়, ) তথাপি তৎ বস্তু ( তথাপি সেই বস্তু ) শ্রীগৌরাকৃতিমদনগোপাল-চরণচ্ছটাস্পৃষ্টানাং (‘শ্রী’—সর্বলক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা, তাঁহার কান্তি-দ্বারা গৌরবর্ণ যে মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধা-ভাবছাতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর—তাঁহার চরণযুগলের ছটা অর্থাৎ শোভাতে আকৃষ্ট জনগণের নিকট ) বিকটামেব কটুতাং ( বিকট তিক্ত বলিয়াই ) বহতি ( বোধ হয় ) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** উভয়কূলহীন অমৃতময় সমুদ্র যদি অত্যন্ত অধিকরূপে মন্থন করিয়া কোনও অনির্কচনীয় পরমোৎকৃষ্ট সারবান্ নিরূপমবস্তু ও উথিত হয়, তথাপি তাহা রাধাভাবছাতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মদনগোপালের অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-কিরণস্পৃষ্ট-জনগণের নিকট অত্যন্ত কটু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কায়িক, বাচিক, মানসিক, বুদ্ধিজ সদ্গুণাবলী গৌরভক্তের

শ্রায় অগত্ৰ নাই—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুদ্বাকৃতিঃ

সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ ।

হারপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা

ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামনী ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।** তৃণাদপি চ নীচতা ( তৃণ হইতেও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমানশূন্যতা, ) সহজসৌম্যমুদ্বাকৃতিঃ ( স্বাভাবিকী মনোহরা স্নিগ্ধমূর্তি, ) সুধামধুরভাষিতা ( অমৃতের শ্রায় মধুরভাষিতা, ) বিষয়গন্ধ-

খুখুংকৃতিঃ ( কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত বিষয়ের গন্ধে খুংকারিতা, ) বীঃ  
 হরিপ্রণয়বিস্মলা [ সতী ] কিমপি অনালম্বিতা ( হরিপ্রেমে বিস্মল হইয়া  
 একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্যতা, ) অমী সদগুণাঃ ( এই সকল সদগুণ ) জগতি  
 ( জগতে ) কিল গৌরভাজাম্ [ এব ] ভবন্তি ( একমাত্র গৌরভক্তগণেরই  
 হইয়া থাকে ) ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।** তৃণ অপেক্ষাও সূনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-  
 শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্তি, অমৃতের গ্রায় মধুরভাষিতা,  
 কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে খুংকারিতা, হরিপ্রেমে বিস্মল হইয়া  
 একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদগুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্ত-  
 গণেরই হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শ্রীগৌরভক্তগণ সত্ত্ব যে নিগূঢ়প্রেম লাভ করেন, কোটি কোটি

প্রসিদ্ধ কশ্মি-জ্ঞানি-যোগি-গুরুসেবক বা কোটি কোটি

শ্রুতি-স্মৃতি-পাঠকের তাহা অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্ষ্যকোটি-

রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ ।

চৈতন্যাকারুণ্যকটাক্ষভাজাং

সত্ত্বঃ পরং স্মাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।** গুরুবর্ষ্যকোটিঃ ( কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠগুরু ) উপাসতাং  
 ( আশ্রয় করুক্, ) বা ( কিংবা ) শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ ( কোটি শ্রুতিশাস্ত্র )  
 অধীয়তাং ( অধ্যয়ন করুক্, ) [ পরন্তু—কিন্তু ] চৈতন্যাকারুণ্যকটাক্ষভাজাং  
 ( চৈতন্য-কারুণ্য কটাক্ষলব্ধব্যক্তিগণের ) হি ( নিশ্চয়ই ) সত্ত্বঃ ( তৎক্ষণাৎ )  
 পরং রহস্যলাভঃ ( নিগূঢ়প্রেমপ্রাপ্তি ) স্মাৎ ( হইয়া থাকে ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।** ( গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত ) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ-  
 গুরুর আশ্রয়-গ্রহণই করুক অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট যত কিছুই না ভগবদ্-

ভজনমার্গ শিক্ষা করুক, অথবা ( আগমনিগমাদি ) কোটি-কোটি শ্রুতি-  
শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক ( তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই );  
কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষলব্ধব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সত্ত্ব ( সেই )  
নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

গৌরভক্তের স্বভাবসিদ্ধ-গুণগ্রামের কোটাংশের

লেশও অপরে নাই—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্রাদিকোটি-  
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটিঃ ।  
কোটিংশোহপ্যস্ম ন স্মাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে  
শ্রীমচৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়চরণনখ-জ্যোতিরামোদভাজাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় । বৈরাগ্যকোটিঃ ( প্রবল বৈরাগ্য অথবা নানাপ্রকার  
বৈরাগ্য ; বৈরাগ্য দুই প্রকার ‘ফল্গু’ ও ‘বুদ্ধ’, হরিসম্বন্ধিবস্তকে  
প্রাপক্ষিকজ্ঞানে পরিত্যাগের নাম ‘ফল্গু-বৈরাগ্য’, কৃষ্ণসম্বন্ধি-অনুকূল-বস্তু  
যথাযোগ্য স্বীকারের নাম ‘বুদ্ধ-বৈরাগ্য’ ) আস্তাং ( থাকুক ), শমদম-  
ক্ষান্তিমৈত্রাদিকোটিঃ বা ( অথবা, শম-ভগবদ্গিষ্ঠা, দম—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,  
ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের অক্ষুব্ধাবস্থা ;  
মৈত্রাদি—শুচিহৃদি এই সকল অসংখ্য গুণই ) ভবতু ( থাকুক, )  
তত্ত্বানুধ্যানকোটিঃ ( ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ জীবব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক ধ্যানকোটি )  
ভবতু ( হউক, ) বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটিঃ বা ( বিষ্ণুসম্বন্ধিনী ভক্তিকোটিই )  
ভবতু ( থাকুক, ) তদপি ( তাহা হইলেও ) শ্রীমচৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখ-  
জ্যোতিরামোদভাজাং ( সর্বশক্তিমত্ত্ব চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত-চরণ-নখ-  
জ্যোতির্দ্বারা আনন্দ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ) যঃ ( যে ) স্বতঃসিদ্ধঃ ( স্বভাবসিদ্ধ )  
গুণগণঃ ( গুণসমূহ ) আস্তে ( বর্তমান থাকে, ) অস্ম ( ইহার ) কোটিংশোহপি  
( কোটি অংশেরও এক অংশ ) [ অগত্র ] ন স্মাত্ ( নাই ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।** প্রবল বৈরাগ্যই হউক, শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্রাদি অসংখ্যগুণই থাকুক, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যবিধিগণী চিন্তা-কোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক, অথবা বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কোটি-ভক্তিই বর্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের পদনগজ্যোতিঃ-প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্তমান, তাহার কোটি-অংশের এক অংশও অগ্রত্ব অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

নৃত্যোৎসবে গৌরভক্তবৃন্দের প্রেমোন্মাদ অতুলনীয়—

কেচিৎ সাগরভূধরানপি পরাক্রামন্তি নৃত্যন্তি বৈ

কেচিদেবপুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তে মুহুঃ ।

আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া তেহৈতচন্দ্রাদয়ঃ

কে কে নোদ্ধতবন্ত ইদৃশি পুনর্নৈতচন্দ্রনৃত্যোৎসবে ॥২৭॥

**অবস্থা।** আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া (প্রেমামৃতাস্বাদজনিত অসীম আনন্দবিহ্বলতা-হেতু) কেচিৎ (মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে কেহ) সাগরভূধরান্ অপি (সমুদ্র ও পর্বতসমূহকেও) পরাক্রামন্তি (উল্লঙ্ঘন করিতেছেন,) কেচিৎ (শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের মধ্যে কেহ) দেব-পুরন্দরাদিষু (ইন্দ্রাদিদেবগণের প্রতি) মুহুঃ (বারম্বার) মহাক্ষেপং (মহাধিকার) ক্ষিপন্তে (ক্ষেপণ করিতে করিতে) বৈ নৃত্যন্তি (নৃত্য করিতেছেন,) ইদৃশি (এই প্রকার) চৈতন্যনৃত্যোৎসবে (শ্রীগৌরাস্বরের নৃত্যোৎসবে) তে অধৈতচন্দ্রাদয়ঃ (সেই শ্রীঅধৈতাচার্য্যপ্রমুখ) কে কে (কোন কোন পুরুষ) পুনঃ ন উদ্ধতবন্তঃ (উদ্ধত হয়েন নাই!) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।** প্রেমামৃতাস্বাদ-জনিত অসীম আনন্দজালে জড়িত হইয়া বাহ্যক্ষুণ্ণির অভাবে মুরারিগুপ্তপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন ভূধর ও সাগরকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, শ্রীবাসপ্রমুখভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ ধিকার প্রদান করিতে

করিতে নৃত্য করিতেছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যনৃত্যোৎসবে সেই অদ্বৈতপ্রমুখ  
(তাহাদের ন্যায় প্রবীণ, পাণ্ডিত ও আচার্য্য) কৌন্ ভক্তগণই বা  
উদ্ধত হয়েন নাই ! ২৭ ॥

যে গুটকৃষ্ণপাদপদ্মরসসম্বন্ধ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-কালে সকলের

পক্ষেই অসম্ভব, তাহা গৌরভক্তগণের সর্বকালে স্মরণ—

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্মাপি যঃ কোহপি বা  
সম্বন্ধো ভগবৎ-পদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে ।

তৎসর্বং নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যেণ বিক्रीড়িতো

গৌরশ্যশ্চ কৃপাবিজৃম্বিততয়া জানন্তি নিম্নংসরাঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ । অস্মিন্ জগন্মণ্ডলে ( এই পৃথিবীমণ্ডলে ) ভগবৎ-  
পদাম্বুজরসে ( ভগবৎপাদপদ্মরসে ) কস্মাপি ( কাহারও ) যঃ কোহপি  
সম্বন্ধঃ ( যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ ) ন ভূতঃ ( হয় নাই, ) [ন] ভবিতা [ন]  
ভবতি অপি বা ( হইবে না অথবা হইতেছেও না, ) নিজভক্তিরূপপরমৈ-  
শ্বর্য্যেণ ( নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ) বিক्रीড়িতঃ ( ক্রীড়াশীল ) অশ্চ  
গৌরশ্চ ( এই গৌরচন্দ্রের ) কৃপা-বিজৃম্বিততয়া ( কৃপার প্রকাশিত হওয়ায় )  
[ তদুপলক্ষিতাঃ—সেই কৃপোদ্ভাসিত ] নিম্নংসরাঃ ( সর্বভূতে দয়াবিশিষ্ট-  
ব্যক্তিগণ ) তৎসর্বং ( সেই সকল রসমাধুর্য্য ) জানন্তি ( অবগত হইতেছেন ) ॥

অনুবাদ । এই পৃথিবীমণ্ডলে ভগবৎ-পাদপদ্ম-রসে কাহারও  
যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ হয় নাই, হইবে না বা হইতেছে না, নিজভক্তি-  
রূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়াশীল গৌরশুন্দরের কৃপা প্রকাশিত হওয়ায়  
তৎকৃপোদ্ভাসিত নিম্নংসর-ভক্তগণ সেই সকল রসমাধুর্য্য অবগত হইয়াছেন  
অর্থাৎ যে গুট কৃষ্ণপাদপদ্ম-রসসম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় নাই, হইবে  
না, বর্তমানেও হইতেছে না, তাহা গৌরপার্ষদগণই গৌরকৃপায় নিরন্তর  
উপলব্ধি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

উপনিষদ্রাজির অনুসন্নেয় গৌরহরির পাদপদ্মানুসন্ধান-

প্রদানকারী পুরুষই ভূরি-ভাগ্যবান—

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরানাং নিজং

পদান্বজমজানতাং কিমপি গর্ষনির্বাসনম্ ।

অহো নয়নগোচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং

শচীসুতমচীকরং ক ইহ ভূরি-ভাগ্যোদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অব্রহ্ম । নিগমচক্রচূড়াচয়ং ( ‘নিগমচক্র’—শ্রুতিসমূহ, তাঁহাদের ‘চূড়া’—মুকুট, তদ্বারা ‘চয়’—অনুসন্ধান করা হয় যে বস্তু অর্থাৎ বেদের শিরোভূষণ উপনিষৎসমূহ বাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে ) নিজং পদান্বজং অজানতাং ( নিজের—গৌরহরির পাদপদ্মে অনভিজ্ঞ ) মহাপুরুষমানিনাং ( মহাপুরুষাভিমानी ) সুরমুনীশ্বরানাং ( সুর ও মুনিশ্রেষ্ঠ-গণের ) কিমপি গর্ষ-নির্বাসনং ( কি প্রকার গর্ষবিনাশনকারী ) শচীসুতং ( শচীসুতকে ) [ মদ্বিধে জনে অপি—মাদৃশ জনেরও ] নয়ন-গোচরং ( দৃগুগোচর ) অচীকরং ( করাইয়াছেন, ) অহো ! ইহ ( আহ! ইহ জগতে ) [ ঈদৃক—ঈদৃশ ] ভূরিভাগ্যোদয়ঃ ( বহুভাগ্যবান্ ) কঃ ( কে ) ? ২৯ ॥

অনুবাদ । নিখিলশ্রুতির শিরোভূষণ উপনিষদ্ভাষ্যের মৃগ্য, নিজ-পাদপদ্মে অনভিজ্ঞ, মহাপুরুষাভিমानी, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবোত্তমগণের গর্ষ-বিনাশকারি-শচীনন্দনকে যিনি মাদৃশ জনেরও নয়নগোচর করাইয়াছেন, অহো ! ইহ জগতে ঈদৃশ ভূরি-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে ? ২৯ ॥

সর্বসাধনহীন গৌরৈকশরণ পুরুষও পুরুষার্থ-শিরোরত্ন লাভে সমর্থ—

সর্বসাধনহীনোহপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে ।

গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্বার্থপূর্ণ এব সঃ ॥ ৩০ ॥

অব্রহ্ম । সর্বসাধনহীনঃ অপি ( সর্বপ্রকার সাধনরহিত ইহিয়াও ) যঃ ( যিনি ) পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে ( সর্বোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যবৈভববিশিষ্ট

গৌরসুন্দরে ) গুপ্তভাবঃ ( চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেন যিনি, ) সঃ ( তিনি )  
 সর্কার্থপূর্ণঃ ( ‘সর্ক’—কৃষ্ণ, ‘অর্থ’—প্রেম, অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম,  
 লাভ করিয়া পূর্ণ—পূর্ণকাম ) এব [ ভবতি ] ( নিশ্চয়ই হন ) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।** সর্কপ্রকার সাধনরহিত ইহঁয়াও যিনি পরমাশ্চর্য্য-  
 বৈভববিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেন, তিনি  
 নিশ্চয়ই পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া পরিপূর্ণকাম হন,  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

## পঞ্চম বিভাগ

### শ্রীচৈতন্যভক্ত-নিন্দা

( ৩১—৪৫ শ্লোক )

শ্রীচৈতন্যে ভক্তিহীন অনন্ত-হরিভক্তও অধন্ত—

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ ।

অনুপাসিত-চৈতন্যমধন্তং মন্ত্যতে মতিঃ ॥ ৩১ ॥

**অর্থ ।** অগণ্যমহাপুণ্যং ( অগণিত মহাপুণ্য আছে যাহার—এমন  
 ব্যক্তিকে ) হরেঃ অনন্তশরণং অপি ( হরির প্রতি একান্ত শরণাগতকেও )  
 অনুপাসিতচৈতন্যং [ জনং ] ( যে ব্যক্তি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে উপাসনা করেন  
 নাই, তাঁহাকে ) মতিঃ ( আমার বুদ্ধি ) অধন্তং ( ধন—পঞ্চম পুরুষার্থ  
 প্রেমা ; যিনি ধনের যোগ্য, তিনিই ‘ধন্ত’, যিনি ‘ধন্ত’ নহেন, তিনিই  
 অধন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উপাসনা ব্যতীত কেহই প্রেমধনলাভের  
 যোগ্য নহেন ) মন্ত্যতে ( মনে করে ) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।** কাহারও অগণিত মহাপুণ্যই থাকুক, আর তিনি  
 শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একান্ত শরণাগতই হউন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের  
 আরাধনা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমার বুদ্ধি ‘অধন্ত’ অর্থাৎ  
 পরম-পুরুষার্থ-লাভের অযোগ্য বলিয়াই ধারণা করে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানি-কন্মি-তপস্বি-যোগিগণের বৃথা চেষ্টার প্রতি দ্বিধার—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ

ধিগন্ত-ব্রজাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমন্তান্নরপশু-

ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৩২ ॥

অনুব্রজ । - ক্রিয়াসক্তান্ ( ক্রিয়া—নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি

কন্ম, সেই সকলের প্রতি আসক্ত অর্থাৎ সর্বদা আগ্রহযুক্ত, অতএব )

জড়মতীন্ ( জড়া—যথার্থ পরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্য অথচ প্রাকৃত ও

মায়িক নশ্বর-সুখলেশানুসন্ধানে ব্যস্তমতি বাঁহাদের,—তাঁহাদিগকে ) ধিক্

( তুচ্ছতাসূচক অব্যয় ) ; বিকটতপসঃ ( গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপ সহ করিয়া,

বর্ষাকালে নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ করিয়া, হেমন্তাদি ঋতুতে জলমগ্ন থাকিয়া,

নখশ্মশ্রুকেশ ধারণ করিয়া অথবা হেটুমুণ্ড উর্দ্ধবাহু হইয়া, অনাহার

অনিদ্রায় থাকিয়া, বাঁহারা বলকৃচ্ছসাধ্য তপস্তা—জপ-ধ্যানাди করিয়া

থাকেন, তাঁহাদিগকে ) ধিক্ ; যমিনঃ চ ( বাঁহারা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ

দ্বারা ইন্দ্রিয়দমন বা মনোনিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও )

ধিক্ ; ব্রজাহং [ ইতি শব্দোচ্চারণমাত্রেনৈব ] বদনপরিফুল্লান্ ( ‘আমিই

ব্রজ’—এইরূপ শব্দোচ্চারণমাত্র করিয়াই বাঁহারা নিজদিগকে ‘মুক্ত’ অভি-

মানে গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং তজ্জগৎ বাঁহাদের বদন বড়ই প্রফুল্ল থাকে,

তাঁহাদিগকে ) ধিক্ অস্ত্ভ ; বিষয়রসমন্তান্ ( ভগবৎসম্বন্ধরহিত-বিষয়ভোগের

মদে গর্ষিত—নির্ভেদব্রজানুসন্ধিৎসু ফল্গুত্যাগী ‘আনি মুক্ত’—এই ভগবদ্-

বিমুখতারূপ কুবিষয়রসে মত্ত আর ভুক্তিকামী ক্রিয়াসক্ত কন্মজড় ব্যক্তি

ইহামুক্তফলভোগের জন্ত ব্যস্ত, অতএব এই সকল— ) নরপশুন্ ( নরাকার

পশুদিগের জন্ত অর্থাৎ গ্রাম্য-পশুগণ যেরূপ আগার-বিহারাদি করিয়া

থাকে, ইহারাও তদ্রূপ গৌরসম্বন্ধরহিত হইয়া তাহাদেরই ত্রায় নানাবিধ

আহার বিহার করে—তাঁহাদিগের জন্ত ) কিং শোচামঃ ( আর কি শোক

করিব ?) অহহ (আহা!) [ এতেষাং—ইহাদিগের ] কেষাঞ্চিৎ (কাহারও) গৌরমধুনঃ (গৌরপাদপদ্মের মধুর) লেশোহপি (বিন্দুমাত্রও) ন মিলিতঃ (প্রাপ্তি ঘটে নাই) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ।** নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসত্ত্ব কর্মজড় স্মার্তগণকে ধিক্; উৎকট তপস্বীগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগীগণকে ধিক্, ‘অহং ব্রহ্মাশ্মি’ প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণ মাত্র করিয়াই মুক্তাভিমান প্রফুল্লবদন অহং-গ্রহোপাসকগণকেও ধিক্; ইহারা সকলেই ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়-ভোগে মত্ত। এই সকল নরপশুগণের জন্য কি শোকই বা করিব ? হায় ! হায় ! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদপদ্মকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না ! ৩২ ॥

সাবরণ-শ্রীগৌরকৃপা ব্যতীত সর্বসাধনসম্পন্ন পুরুষেরও নিগূঢ়

প্রেমলাভ অসম্ভব—

পাষণঃ পরিষেচিতোহমৃতরসেনৈবান্কুরঃ সম্ভবেৎ  
লাঙ্গুলং সরমাপতেবিবৃণতঃ শ্রাদশ্চ নৈবার্জবম্ ।  
হস্তাবুন্নয়তা বৃধাঃ কথমহো ধার্য্যং বিধোমগুণং  
সর্বং সাধনমস্ত গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** [হে] বৃধাঃ (হে পণ্ডিতগণ,) পাষণঃ (প্রস্তর) অমৃতরসৈঃ (অমৃত-রসসমূহ দ্বারা) পরিষেচিতঃ [অপি] (পরি—সর্বতোভাবে, প্রচুররূপে সেচিত—সিক্ত হইলেও) [তশ্চ—তাহার] অঙ্কুরঃ নৈব সম্ভবেৎ (কখনই অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয় না), লাঙ্গুলং বিবৃণতঃ (লাঙ্গুল-বিস্তারকারী) সরমাপতেঃ (দারমেয়ের অর্থাৎ কুকুরের) অশ্চ [লাঙ্গুলশ্চ] (সেই প্রসারিত লাঙ্গুলের) আর্জবং (ঋজুতা) নৈব শ্রাৎ (কখনই হয় না,) হস্তৌ উন্নয়তা [জনেন] (হস্তদ্বয় উত্তোলনকারি-ব্যক্তির দ্বারা) বিধোঃ মগুণং (চন্দ্রমগুণ) কথং ধার্য্যং (কিরূপে ধার্য্য অর্থাৎ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেই লোকে চন্দ্রমগুণ

স্পর্শ করিতে পারে না ; ) সৰ্ব্ব সাধনমন্ত্ৰ ( সকল সাধন থাকুক, কিন্তু তাহা হইলেও ) গৌরকরুণাভাবে ( গৌরসুন্দরের করুণার অভাবে অর্থাৎ রূপা ব্যতীত ) ন ভাবোৎসবঃ ( প্রেমানন্দ কখনই সম্ভব নহে ) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** হে স্বধীসমাজ, প্রস্তুতরথও অমৃতরসে পরিষিক্ত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অকুরোদ্যম সম্ভব হয় না, সারমেয়-পুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরলতা প্রাপ্ত হয় না, বাহুবুগল উত্তোলন করিলেই যেমন কেহ চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না ; অহো ! সেইরূপ সৰ্ব্বসাধনসম্পন্ন হইলেও কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের রূপা ব্যতীত প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

অনাশ্রিত-গৌরপাদপদ্ম ব্যক্তির দরিদ্র—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ।

সুপ্রকাশিতরত্নোষে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ( বিস্তৃত প্রেমসাগরে ) গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে [ সতি ] ( গৌরচন্দ্র উদিত হইলে ) তেন ( তাঁহার দ্বারা ) সুপ্রকাশিতরত্নোষে ( সূর্য্যরূপে প্রকাশিত রত্ন, ওষ—সমূহ অর্থাৎ প্রেমরত্নাকরের রত্নরাজি শ্রীগৌরচন্দ্রের উজ্জলপ্রভা দ্বারা সুপ্রকাশিত হইলে ; রত্ন—শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তি অথবা বিভাব, অনুভাব, সাম্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি সামগ্রীপুষ্টি ভাবসমূহ কিম্বা ‘হরে কৃষ্ণ’ প্রভৃতি নামরত্নমালা ) যঃ দীনঃ ( যে ব্যক্তি দরিদ্র থাকে, ) সঃ দীনঃ এব ( সে যথার্থই দরিদ্র ) ( অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৌরচন্দ্রের কিরণে সুপ্রকাশিত প্রেমরত্নাকরের রত্নসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নত্র লৌহগণিত কঙ্ককণাদি অনুসন্ধান করিবার জন্ত ইচ্ছা করে, তাহার কখনও দরিদ্রতা ঘুচে না অর্থাৎ গৌরবিধুপদকমলে অনাশ্রিত ব্যক্তির মূঢ়তা বিদূরিত হয় না ; সে চিরকাল অধনে যত্ন করিয়া প্রেমধনে বঞ্চিতই থাকে ) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরবিধু সমুদিত হইয়া শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ-ভক্তিরত্নরাজি সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। এরূপ সুষোণেও যে ব্যক্তি দরিদ্রই থাকিয়া গেল, সে নিতান্ত হতভাগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

গৌরচন্দ্র-প্রকাশিত প্রেমসাগরে অনিমজ্জিত ব্যক্তিই মহানর্থসাগরে মগ্ন—

**অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ।**

**যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে ॥ ৩৫ ॥**

**অবস্থা।** বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ( বিস্তৃত প্রেমরত্নাকরে অথবা প্রেমরসসমুদ্রে ) গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে [ সতি ] (গৌরশশধর উদিত হইলে) যে [ জনাঃ তত্র ] (যে লোকসকল সেই রসসাগরে অথবা রত্নাকরে ) ন মজ্জন্তি ( অবগাহন না করে, ) তে ( তাহারা ) মহানর্থসাগরে ( রত্নাকর-পক্ষে ব্যাখ্যায় অর্থ—কৃষ্ণ বা পরমপ্রয়োজন প্রেমা, অনর্থ—তদ্বিপরীত কৃষ্ণেতর বিষয় বা চতুর্কর্গ ; অথবা রসসাগর-পক্ষে ব্যাখ্যায়—প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি অনর্থ-রূপ খর-মূত্রসাগরে ) মজ্জন্তি (নিমগ্ন হয়) ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।** বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌর-শশধর সমুদিত হইলেও যে সকল ব্যক্তি সেই প্রেমার্ণবে অবগাহন না করিল, তাহারা মহা-অনর্থ-সাগরেই নিমগ্ন রহিয়া গেল ! ৩৫ ॥

গৌর-পাদাজমধুপান-বিমুখ ব্যক্তিই অত্যন্ত মূঢ়—

**প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযুষ-রস-সাগরে ।**

**চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ৩৬ ॥**

**অবস্থা।** প্রসারিত-মহাপ্রেমপীযুষ-রসসাগরে ( প্রসারিত—অতি-বিস্তৃত, মহান্—প্রকৃষ্ট, প্রেমই পীযুষ অর্থাৎ অমৃতরস যে সাগর, তাহাতে ) চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে [ সতি ] (চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলে) যঃ দীনঃ সঃ দীনঃ এব ( যে গৌরচরণ আশ্রয় করিল না, সে মূঢ় হইতেও মূঢ়তর ) ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া মহাভাব-পীযুষ-রসসাগর বর্দ্ধন করিলে যে ব্যক্তি 'দীন' অর্থাৎ সেই প্রেমামৃতপানে বঞ্চিত, সে যথার্থই 'দীন' অর্থাৎ পরম-হতভাগ্য ॥ ৩৬ ॥

গৌরহৃদয়ের স্বয়ং ভগবত্তায় সন্দেহকারি-ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও

জড়সংসারে ভ্রাম্যমান বদ্ধজীবমাত্র—

**অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।**

**ন বিদুঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা হপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥ ৩৭ ॥**

**অবহ্য।** সর্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ [জনাঃ] অপি (নিখিলশাস্ত্রকুশল-ব্যক্তিগণও) যদি চৈতন্যং (যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে) ঈশ্বরং ন বিদুঃ (স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া না জানেন,) তে (তঁাহারা) অচৈতন্যং ইদং বিশ্বং (এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তঁাহারা কন্দ্রফলবাধ্য হইয়া স্বর্গনরকাদি ভ্রমণ করেন মাত্র, তঁাহাদিগের গতাগতির নিবৃত্তি হয় না) ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ।** নিখিলশাস্ত্রবিদ ব্যক্তিগণও যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া না জানেন, তবে তঁাহারা অচিৎজগতেই গতাগতি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

গৌরপাদপদ্ম-মহিমা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির রস-রহস্ত-লাভ অসম্ভব—

**স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয়-নামাবলীনাং**

**মাদং মাদং কিমপি বিবশীভুতবিশ্রান্তগাত্রঃ ।**

**বারম্বারং ব্রজপতিগুণান্ গায়গায়ৈতি জল্পন্**

**গৌরো দৃষ্টঃ স্কৃদপি ন য়েদুর্ঘট। তেষু ভক্তিঃ ॥ ৩৮ ॥**

**অবহ্য।** স্বীয়-নামাবলীনাং ('হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নিজনামসমূহের) মধুরিমভরং (মধুরিমা—মধুরতা বা মাধুর্য্য, ভর—পূরণার্থে বা আধিক্যে প্রযুক্ত অর্থাৎ মাধুর্য্যাতিশয্য) স্বাদং স্বাদং (পুনঃ পুনঃ

আশ্বাদন করিতে করিতে) [ততঃ] মাদং মাদং (তাহাতে পুনঃ পুনঃ  
 প্রমত্ত হইতে হইতে) কিমপি (কোন অনির্কচনীয়াভাবে) বিবশীভূত-  
 বিস্ময়গাত্রঃ [সন্] (বিবশ ও তৎপশ্চাৎ স্থলিতগাত্র হইয়া) ব্রজপতি-  
 গুণান্ (বৃন্দাবনেন্দ্রের গুণাবলী) বারং বারং (পুনঃ পুনঃ) ‘গায়’ ‘গায়’  
 (‘গান কর’, ‘গান কর’) ইতি (ইহা) জল্পন্ (বলিতে বলিতে অর্থাৎ  
 বলিতেছেন যে) গৌরঃ (গৌরসুন্দর) যৈঃ (যে ব্যক্তিগণ-কর্তৃক) সৰ্বদপি  
 ন দৃষ্টঃ (একবারও দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভূত হন নাই,) তেষু (সেইসকল  
 ব্যক্তিতে) ভক্তিঃ হৃষট। [ভবতি] (ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা হৃষট) ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ।** যিনি ‘হরেকৃষ্ণ’ ‘হরেকৃষ্ণ’ ইত্যাদি স্বীয় নামাবলীর  
 রস-মাধুর্যাতিশয় পুনঃ পুনঃ আশ্বাদনে উত্তরোত্তর প্রমত্ত হইয়া কোনও  
 অনির্কচনীয়াভাবে বিবশ ও স্থলিতগাত্র হইতেছেন এবং যিনি সকলকে  
 আহ্বান করিয়া বৃন্দাবনেন্দ্রের গুণাবলী ‘কীর্তন কর’, ‘কীর্তন কর’  
 —এইরূপ বারম্বার বলিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে যাহারা একবারও  
 দর্শন করে নাই, তাহাদের ভক্তিলাভের সম্ভাবনা সূদূরপর্যন্ত ॥ ৩৮ ॥

বিনা বীজে অক্ষুরোদগমের ত্যায় গৌরভক্তি-ব্যতীত নিগূঢ় প্রেমলাভ

সম্পূর্ণ অসম্ভব—

বিনা বীজং কিং নাক্সুরজননমক্কাহপি ন কথং

প্রপশ্যেন্নোপঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথম্।

যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে-

হৃপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেমরভসঃ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ।** যদি হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে (হরির স্বীয়-ভক্তিরসস্বরূপ  
 পরম-চমৎকারকারী বিভববিশিষ্ট) শ্রীচৈতন্যে (শ্রীগৌরসুন্দরে) অভক্তা-  
 নামপি (ভক্তিহীন ব্যক্তিগণেরও) পরপ্রেমরভসঃ (‘পরে’ অর্থাৎ  
 পরমেশ্বরে, ‘প্রেমরভসঃ’—প্রেমানন্দ) কথমপি (কোনপ্রকারেও)

ভাবী ( হয়—ভবিষ্যৎ-কালস্থচক ) [ তদা—তাহা হইলে ] বীজং বিনা  
 কিং ন অঙ্কুরজননং [ ভবেৎ ] ? ( বিনা বীজে অঙ্কুরোদগম হয় না কেন ? )  
 অন্ধোহপি কথং ন প্রপশ্যেৎ ? ( অন্ধব্যক্তিও প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পায় না  
 কেন ? ) পঙ্খঃ কথং ন গিরিশিখরং আরোহতি ? ( পঙ্খুই বা কেন স্তম্ভ-  
 পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করে না ? অর্থাৎ যাহারা গৌরপাদপদ্ম  
 আশ্রয় করে নাই, তাহাদিগের পক্ষে প্রেমরস-আস্বাদন সম্পূর্ণভাবে  
 অসম্ভব ) ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ ।** অতিবলেও যদি কখনও স্বীয় ভক্তিরসস্বরূপ পরম-  
 চমৎকারকারিবিভববিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে ভক্তিহীন ব্যক্তিদিগের পরেশ-  
 সম্বন্ধী প্রেমানন্দ উদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিনা বীজে  
 অঙ্কুরোদগম হয় না কেন ? অন্ধব্যক্তিই বা দেখিতে পায় না কেন ? আর  
 পঙ্খুই বা স্তম্ভপর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে পারে না কেন ? ৩৯ ॥

অচিদাশ্রিত ব্যক্তিগণকেও অপ্রাকৃত-প্রেমপ্রদানকারী গৌরহরিতে

মতিহীন ব্যক্তিই নরপশু—

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া

ন যঃ শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষু কৃতিষু ।

মহাশর্চ্যাপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন য-

ন্মতির্গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ স মূঢ়ো নরপশুঃ ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ ।** এষু শ্রীগোবিন্দানুচর-সচিবেষু কৃতিষু ( পার্শ্বদরূপে শ্রীরাধা-  
 গোবিন্দের লীলাসহায়ক স্মৃতিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে ) যঃ ( যিনি ) ন  
 [ গণিতঃ—গণিত হন নাই, তন্মৈ অপি—তাহাকেও ] অলৌকিক্যা  
 ( অলৌকিকভাবে ) প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া ( প্রেমোৎসব-হর্ষ-গর্ভ  
 প্রভৃতি রসবিলাস বিস্তার দ্বারা ) মহাশর্চ্যাপ্রেমোৎসবম্ ( পরম-চমৎকার  
 প্রেমানন্দ ), হঠাৎ দাতরি সাক্ষাৎ গৌরে ( অকস্মাৎ প্রদান করেন যিনি,—  
 সেই সাক্ষাৎ-গৌরসুন্দরে, ) যন্মতিঃ ন [ ভবেৎ ] ( যাহার মতি হয় না, )

ইহ ( এই জগতে ) সঃ নরপশুঃ ( সেই নরপশু ) পরঃ মূঢ়ঃ ( অত্যন্ত  
মূঢ় ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । পার্শ্বদ্রুপে শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার সহায়ক স্মৃতিমান্  
পুরুষগণের মধ্যে যিনি কেহই নহেন, তাঁহাকেও যিনি অলৌকিকভাবে  
প্রেমোৎথ হর্ষ-গর্ভ প্রভৃতি রস-বিলাস বিস্তার করিয়া অকস্মাৎ পরম-  
চমৎকার প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরে যাঁহার মতি  
হয় না, ইহ জগতে সেই ‘নরপশু’ অত্যন্ত মূঢ় ॥ ৪০ ॥

সর্বাবতারশিরোমণি গৌরহরির ভগবতায় সন্দেহবাদিগণ বঞ্চিত—

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যা দৌ ভগবদবতারা নিগদিভাঃ

প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ ।

किमन्यं स्वप्रेष्ठे कति कति सतां नाप्यनुभवा-

স্তথাপি ত্রীগোরে हरिहरि न भूढा हरिद्वियः ॥ ४५ ॥

অবস্থা। শ্রুত্যাদৌ ( বেদাদি শাস্ত্রে ; পঞ্চমবেদ—মহাভারত, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত, বেদের পূরক—পুরাণ, আগমাদি শাস্ত্রে ) অসংখ্যাঃ ( সংখ্যাতে ) অবতারাঃ ( অবতারসমূহ ) নিগদিতাঃ ( কথিত হইয়াছে, ) [ গৌরহরৌ বাদৃক্ প্রভাবস্তং ] প্রভাবং ( গৌর-হরিতে যে প্রকার অপূর্ব প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রভাব ) পরমেশাদিত-রতঃ ( পরমেশ্বর বাতীত অগ্রপুরুষে ) কঃ ( কে ) সম্ভাবয়তু ( সম্ভাবনা করিতে পারে ? ) অত্ৰং কিং [ বাচ্যং ] ( অপর কি বলিবার আছে ? ) স্বপ্রেষ্ঠে ( নিজ-প্রিয়তম গৌরসুন্দরে ) সতাং ( সদ্ভক্তসমূহের ) কতিকতি অনুভবাঃ ( কতকত অনুভব ) অপি ন [ দৃষ্টাঃ ] ( কত কত অনুভবও কি দৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার, কুণ্ডলবিপ্র, দজ্জী-যবন এবং অগ্ন্যাগ্ন বহুবিধ ব্যক্তির উদ্ধারদ্বারা ঈশ্বরপ্রভাব এবং ষড়্ভুজাদি দর্শনদ্বারা ভক্তগণের অনুভব, অর্থাৎ সার্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের গৌরসুন্দরকে

‘ঈশ্বর’ বলিয়া উপলব্ধি দৃষ্ট হয় নাই ? ) হরি ! হরি ! ( খেদে ) তথাপি শ্রীগোরে (গৌরসুন্দরে) মূঢ়াঃ হরিধিয়ঃ ন (মূঢ়গণের হরিবুদ্ধি হয় না) ॥৪১॥

**অনুবাদ।** বেদাদি শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু গৌরহরিতে যে প্রকার অপূর্ব প্রভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রভাব স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অত্র কে সম্ভাবনা করিতে পারে ? অপর কি বলিবার আছে, নিজপ্রিয়তম গৌরহরিতে সদ্ভক্তগণের ষড়্-ভুজদর্শনাদি কত কত অনুভবও কি দৃষ্ট হয় নাই ? হায়, হায়, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াও মূঢ়গণের গৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না ! ৪১ ॥

মোক্ষধিকার-কারিণী ভক্তির প্রদাতা গৌরহরিতে বিশ্বাসরহিত ব্যক্তিগণই মায়ামোহিত নাস্তিক—

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্য্যান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তঃ  
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভূতাং যস্য লীলা-কটাক্ষঃ ।  
নাসৌ বেদেশু গূঢ়ো জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎ-  
প্রাপ্তোহনীশবাদঃ শিবশিব গহনে বিমুণ্ডমায়ে নমস্তে ॥৪২॥

**অর্থ।** যস্য লীলাকটাক্ষঃ ( যে গৌরসুন্দরের ভাব-বিলাসযুক্ত নেত্রপ্রাপ্ত ) সকলতনুভূতাং ( নিখিলশরীরধারীর ) সাক্ষাৎ মোক্ষাদিকার্য্যান্ ( সাক্ষাৎ-মোক্ষাদি পুরুষার্থকে ) বিবিধবিকৃতিভিঃ ( নানাবিধ বিকারসমূহ দ্বারা ) তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তঃ প্রেমানন্দং ( তুচ্ছতা অর্থাৎ অত্যন্ত অযোগ্যতা প্রদর্শন করে যে প্রেমানন্দ, তাহাকে অর্থাৎ ‘মোক্ষলঘুতাক্ষং’ পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দকে ) প্রসূতে ( প্রকটিত করেন ) । বেদেশু গূঢ়ঃ অসৌ গৌরচন্দ্রঃ ( বেদে ছদ্মাবতারস্ব-হেতু গূঢ়রূপে স্থিত অর্থাৎ ঋত্যাদি শাস্ত্র—“মহান্ প্রভুর্বে পুরুষঃ” ( শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২, ) “রুক্মবর্ণঃ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্” ( মুণ্ডক ৩।৩ ) প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা গৌরসুন্দরকে নির্দেশ করিলেও তাহা অবিস্মরণীয়প্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় নাই )

জগতি যদি ঈশ্বরঃ ন ভবেৎ ( জগতে যদি একমাত্র ঈশ্বর না হন, ) তৎ  
 অনীশবাদঃ প্রাপ্তঃ ( তাহা হইলে নাস্তিক্যবাদ আসিয়া পড়িল, ) শিব !  
 শিব ! [হে] গহনে বিষ্ণুমায়ে ! ( হে হৃজ্জের-প্রভাবে বিষ্ণুমায়ে ! ) তে  
 ( তোমাকে ) নমঃ ( নমস্কার করি অর্থাৎ হৃজ্জেরপ্রভাবা বিষ্ণুমায়ায়  
 মোহিত হইয়া কেহ কেহ গৌরসুন্দরকে ‘পরমেশ্বর’ বলিয়া উপলব্ধি  
 করিতে পারেন না ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । যে গৌরসুন্দরের ভাববিলাসযুক্ত কটাক্ষ দেহধারী  
 সমগ্র জীবের, মোক্ষাদি সাক্ষাৎ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে বিবিধ-বিকারসমূহ  
 দ্বারা অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্নকারী প্রেমানন্দ উৎপন্ন  
 করেন, সেই বেদগুহ্য শ্রীগৌরচন্দ্র যদি জগতের ঈশ্বর না হন অর্থাৎ  
 জগজ্জীব যদি তাঁহাকে ‘স্বয়ং ঈশ্বর’ বলিয়া স্বীকার না করে, তবে এই  
 জগৎ নাস্তিক্য-বাদেই আচ্ছন্ন হইল ! শিব, শিব,—হে বিষ্ণুমায়ে,  
 হৃজ্জের তোমার প্রভাব, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

গৌরনিম্ন ব্যক্তির কুল, বাগ্মিতা, শ্রুত, শ্রী ও ব্রাহ্মণতার ধিকার—

ধিগন্ত কুলমুজ্জলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্‌যশো

ধিগধ্যয়নমাক্রুতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্ ।

দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাত্রমাত্মকং ধিক্

ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । উজ্জলং কুলং ধিক্, ( আচারাদিযুক্ত সঙ্ঘশে জন্মলাভ ধিক্, )  
 বাগ্মিতাং অপি ধিক্, ( বাবদূকতারও ধিক্ ) যশঃ [চ] ধিক্ অস্ত ( কীর্তি বা  
 প্রতিষ্ঠায় ধিক্ ), অধ্যয়নং ধিক্ ( শ্রুত্যাদি-পাঠে ধিক্ ), আক্রুতিং নবং  
 বয়ঃ শ্রিয়ঞ্চ ধিক্ অস্ত ( স্মৃগঠিত করচরণাদি অবয়ব, পূর্ণকৈশোর, অবিনাশী  
 সম্পত্তিকে ধিক্, ) দ্বিজত্বং অপি ধিক্ ( বিহিত-উপনয়ন-সংস্কারাদি গ্রহণ-  
 পূর্ব্বক গায়ত্রী-উপদেশাদিলাভেও ধিক্, ) পরং বিমলং আশ্রমাত্মকং ধিক্

( উৎকৃষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্যাাদি, ‘আত্ম’ শব্দের দ্বারা যজন, যোগাভ্যাস, বৈরাগ্যাাদিও নির্দিষ্ট হইতেছে,—সেই সকলেও ধিক্, ) চেৎ (যদি) কলৌ ( কলিযুগে ) প্রকটগোর-গোপীপতিঃ ( গোপীজনবল্লভ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ‘গোর’ অর্থাৎ হেমাদ্বী শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া বিপ্রলম্ব-রসবিগ্রহরূপে প্রকটিত) ন পরিচিতঃ [ ভবেৎ ] (যদি উপাসিত না হন) ॥৪৩॥

**অনুবাদ।** মাধুর্য্য-রসবিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে হেমাদ্বী শ্রীরাধার ভাবকান্তি সহ যে বিপ্রলম্ব-রসময়-বিগ্রহ শ্রীগোরাঙ্গ-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তিনি যদি উপাসিত না হন, তাহা হইলে সদাচারসম্পন্ন সংকুলে ধিক্, বাগ্মিতায় ধিক্, বশেও ধিক্, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, সৌন্দর্য্য, নবীন বয়স, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, বিহিত উপনয়নাদি সংস্কারসমন্বিত দ্বিজত্বকেও ধিক্ এবং পরম-নির্ম্মল ব্রহ্মচর্যাাদি আশ্রম ও যোগ-বাগ-বৈরাগ্যাাদিকেও ধিক্ ॥ ৪৩ ॥

নারায়ণ-পার্ষদবৃন্দেরও প্রশংসাই অনুচরগণ-পরিবৃত গোরহরি

স্মৃতিহীন ব্যক্তির প্রণয়ের অবিবর—

অহো বৈকুণ্ঠৈশ্বরপি চ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ

সরোমাঞ্চং দৃষ্টা যদনুচরবক্রেশ্বরমুখাঃ ।

মহাশর্চ্যাপ্রেমোজ্জলরস-সদাবেশবিবশী-

কৃতান্ধাস্তং গোরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু ॥ ৪৪ ॥

**অর্থ।** অহো ! মহাশর্চ্য-প্রেমোজ্জলরস-সদাবেশ-বিবশীকৃতান্ধাঃ

( পরম-চমৎকারকারী প্রেমোজ্জল-রসে সদা আবিষ্টতা-নিবন্ধন ষাঁহাদের অঙ্গসমূহ বিবশীকৃত হয়, ) যদনুচর-বক্রেশ্বরমুখাঃ ( যে গোরহরদের বক্রেশ্বর-প্রমুখ মধুররসের রসিক অনুচরগণ অর্থাৎ বক্রেশ্বর, গদাধর, রায়-রামানন্দ প্রভৃতি) বৈকুণ্ঠৈঃ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ অপি চ (ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণের পার্শদ-শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃকও) স-রোমাঞ্চং দৃষ্টাঃ [ অভবন্ ] (রোমাঞ্চের সহিত

দৃষ্ট হন অর্থাৎ যাহাদিগকে দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণপার্ষদগণ ও মহাশর্যাস্ত্র হেতু পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, ) অকৃতপূণ্যঃ ( স্কৃতিহীন ) কথং ( কি প্রকারে ) তং গৌরং ( সেই গৌরসুন্দরকে ) প্রণয়তু ( প্রণয়ের বিষয় করিতে সমর্থ হইবে ? ) ॥ ৪৪ ॥

**অনুবাদ ।** অতি চমৎকার প্রেমোজ্জলরসের অবিচ্ছেদ-আবেশে বিবশাস্ত্র বক্তেশ্বর-প্রমুখ যে সকল মহাত্মাকে দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ-পার্ষদগণ ও পুলকিতাস্ত্র হন, সেই মধুররস-রসিক মহাত্মগণ যাহার অনুচর, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে স্কৃতিহীন ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার প্রণয়-বিষয় করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৪৪ ॥

অযাচকে প্রেমপ্রদাতা-শ্রীগৌরসুন্দরে অনাদরকারীই অসুর—

দত্তা যঃ কমপি প্রসাদমথসংভাষ্য স্মিতশ্রীমুখং  
দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি ।  
যেষাং হন্ত কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদরঃ  
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্ ॥ ৪৫ ॥

**অব্রহ্ম ।** যঃ ( যিনি ) কং অপি ( কাহাকেও ) প্রসাদং ( প্রসন্নতা ) দত্তা ( দান করিয়া ) স্মিতশ্রীমুখং ( ঈষৎ-হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে শোভিত হন, ) অথ ( অনন্তর, পরে ) সন্তাষ্য ( সন্তুষ্টপূর্বক ) দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ ( এবং দূর হইতে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া ) মহাপ্রেমোৎসবং ( অত্যুৎকৃষ্ট প্রেমানন্দ ) যচ্ছতি ( দান করেন, ) হন্ত ( হায় ! ) যেষাং ( যাহাদিগের ) কুতর্ক-কর্কশধিয়া ( কুতর্ক-কঠিন-বুদ্ধি-হেতু ) তত্র সাক্ষাৎ-পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ অপি ( সাক্ষাৎ সেই পরিপূর্ণ প্রেমরস! অবতরণ অর্থাৎ প্রকট করাই স্বভাব যাহার, এবম্বিধ শ্রীগৌরহরিতেও ) ন অত্যাদরঃ ( অতিশয় আদর নাই ), অমী ( উহারা ) কেবলং দুষ্টাঃ ( কেবল-অসুর-স্বভাবযুক্ত ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। যিনি কাহাকেও প্রসাদ দান করিয়া ঈষৎ হান্তযুক্ত-শ্রীমুখে শোভিত হন, পরে সম্ভাষণ এবং স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমদান করিয়া থাকেন, হায় ! সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ প্রেমরস-প্রকটনকারী শ্রীগৌরহরিকে কুতর্ক-কর্কশ-বুদ্ধি-হেতু যাহারা পরমাদর করে না, তাহারাই একমাত্র ছুই অশ্রুর ॥ ৪৫ ॥

## ষষ্ঠ বিভাগ

### দৈত্যরূপ জনিন্দা

( ৪৬—৫৬ শ্লোক )

গৌরপ্রেমরসিকের দৈন্য—

বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি ন সংশয়ঃ ।

বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোহপি মম নাভবৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। বঞ্চিতঃ অস্মি বঞ্চিতঃ অস্মি বঞ্চিতঃ অস্মি ( আমি বঞ্চিত

হইলাম, বঞ্চিত হইলাম, নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলাম, ) [ যতঃ—যেহেতু ]

বিশ্বং ( সমগ্রবিশ্ব ) গৌর-রসে মগ্নং ( বিপ্রলম্ববিগ্রহ-শ্রীগৌরসুন্দর প্রদত্ত

উন্নত-উজ্জলরসে মগ্ন হইল, ) [ কিন্তু ] মম ( আমার ) [ তত্র

—তাহাতে ] স্পর্শঃ অপি ( স্পর্শও ) ন অভবৎ ( হইল না ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। বঞ্চিত ! বঞ্চিত !! নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত !!!

শ্রীগৌর-প্রেমরসার্গবে অখিল বিশ্ব মগ্ন হইল, কিন্তু হায় ! তাহাতে আমার

স্পর্শমাত্রও হইল না ॥ ৪৬ ॥

গৌরাবতারে প্রেমরসগন্ধলেশ-বঞ্চিত ব্যক্তির

বিছা, আশ্রম ও জীবনে ধিক্—

কৈৰ্বা সৰ্ব্বপুমৰ্থমৌলিরকুতায়াসৈরিহাসাদিতো।

নাঙ্গীদেগৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে ।

হা হা দ্বিগুন জীবনং দ্বিগপি মে বিছাং দ্বিগপ্যাশ্রমং

যদৌৰ্ভাগ্যভরাদহো মম ন তৎসম্বন্ধগন্ধোহপ্যভূৎ ॥৪৭॥

অবস্থা । গৌরপদারবিন্দরজসা ( শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের পরাগ দ্বারা ) মহীমণ্ডলে স্পৃষ্টে [ সতি ] ( ভূমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে ) ইহ ( এই প্রপঞ্চে ) কৈৰ্বা ( কেইবা ) অকুতায়াসৈঃ ( অনায়াসে ) সৰ্ব্বপুমৰ্থমৌলিঃ ( সৰ্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমা ) আসাদিতঃ ন আসীৎ ( প্রাপ্ত হন নাই ? অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ) ; হা, হা, ( হায়, হায়—খেদে ) মম ( আমার ) জীবনং ধিক্, মে ( আমার ) বিছাং অপি ধিক্ ( শাক্তাদি-জ্ঞানেও ধিক্ ) আশ্রমং অপি ( ত্রিগুণ-সন্ন্যাসরূপ তুরীয়-আশ্রমকেও ) ধিক্, যৎ ( যেহেতু ) দৌৰ্ভাগ্যভরাং ( অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ ) অহো, মম ( আমার ) তৎসম্বন্ধ-গন্ধোহপি ( সেই প্রেমসম্বন্ধের গন্ধমাত্র ন অভূৎ ( হইল না ) ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । শ্রীগৌরপাদপদ্মপরাগে মহীমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা ‘অসাধনে’ ( অনায়াসে ) সৰ্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি-প্রেম প্রাপ্ত না হইয়াছেন ? কিন্তু হায়, হায়, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি সেই প্রেমের লেশমাত্রও লাভ করিতে পারিলাম না ! ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমার তুরীয় ত্রিগুণ-সন্ন্যাসাশ্রমে ! ৪৭ ॥

গৌররূপাকটাক্ষবঞ্চিত ব্যক্তি নিতান্ত ভাগ্যহীন—

উৎসসর্প জগদেব পুরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরণামহাৰ্ণবঃ ।

বিন্দুমাত্রমপি নাপতন্ত্যহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদভুতম্ ॥ ৪৮ ॥

অবস্থ। গৌরচন্দ্রকরণা-মহার্ণবঃ (গৌরবিধুর রূপারূপ-মহাবারিধি) জগৎ প্রয়ন্ এবং (জগৎকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করিয়া) উৎসসর্প (উচ্ছলিত হইল) [কিন্তু] মহাভূর্ভগে ময়ি (কিন্তু আমার জায় মহাভাগ্যহীন) বিন্দুমাত্রও অপি (সেই করুণার বিন্দুমাত্রও) ন অপতং (পতিত হইল না) এতং কিং অভুতং (ইহা কিরূপ আশ্চর্যজনক অর্থাৎ জগতের সকলেই গৌর-সুন্দরের করুণায় প্লাবিত হইল, কেবল আমার অত্যন্ত দুর্দৈব বশতঃ আমি তাহার বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করিতে পারিলাম না) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণারূপ-মহাসমুদ্র সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছলিত হইল, কিন্তু, হায়, কি আশ্চর্য্য, তাহার একটী বিন্দুও আমার মত ভূভাগ্য-জনে পতিত হইল না! ৪৮ ॥

কলিকালে গৌররূপাব্যতীত কোটী-কণ্টকরুদ্ধ

ভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্কলিন ইন্দ্ৰিয়বৈরিবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিকুদ্ধঃ ।

হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি

চৈতন্যচন্দ্র যদি নাথ রূপাং করোষি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। কালঃ কলিঃ (অধর্ম্মপ্রবর্তক), ইন্দ্ৰিয়বৈরিবর্গাঃ (ইন্দ্ৰিয়-রূপ শত্রুবর্গ) কলিনঃ (অত্যন্ত বলবান্) ইহ (এই কলিকালে) শ্রীভক্তি-মার্গঃ (পরমোজ্জ্বল ভক্তিপথ) কণ্টককোটিকুদ্ধঃ (কর্ম্মজ্ঞানাদি-রূপ-অসংখ্য কণ্টকে অবরুদ্ধ) [অতএব] [হে] চৈতন্যচন্দ্র যদি অথ রূপাং (অনুগ্রহ) ন করোষি (না কর) [তদা] হা হা বিকলঃ (অভিভূত অর্থাৎ ঐ সকল কলিদোষে-ভুষ্ট) অহং (আমি) কিং করোমি (কি করি) ক (কোথায়) যামি (যাই) ? ৪৯ ॥

অনুবাদ। কাল কলি। ইন্দ্রিরূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কস্মিজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব, হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অণু কৃপা না কর, তাহা হইলে হয়! এই অবস্থায় বিহ্বল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্মাদি নিরূপণে সম্মুচ্যিত্ত) আমি কি করি, কোথায় বাই? ৪৯ ॥

শ্রীচৈতন্যচরণাজুহুদ বিশ্বভূষণ গৌরজনের সঙ্গ ই একমাত্র বাঞ্ছনীয়—  
সৌহৃদ্যশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুঃ নয়নয়োঃ স্নানভবদ্ গোচরো  
যস্মাৎস্বাদি হরেঃ পদাস্মুজরসস্তদ্বদগতং তদগতম্ ।  
এতাবন্মম তাবদস্ত জগতীং যেহন্তোহপ্যলংকুর্ষতে  
শ্রীচৈতন্যপদে নিখাতমনসস্তৈর্যং প্রসঙ্গোৎসবঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। সঃ অপি আশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুঃ ( সেই পরমচমৎকার-স্বরূপ প্রভু গৌরহরিও ) যং ( যে দুর্ভাগ্যবশতঃ ) নয়নয়োঃ ( নয়নযুগলের ) গোচরঃ ন অভবৎ ( গোচরীভূত হন নাই ), যং ( অথবা যে কারণবশতঃ ) হরেঃ পদাস্মুজরসঃ ( হরির পাদপদ্ম-রস ) ন অস্বাদি ( আস্বাদিত হয় নাই ), তং যং গতং, তং গতং [এব] ( সে বাহ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা যাউক ; ) [ কিন্তু ] মম ( আমার ) এতাবৎ [এব] ( এই পর্য্যন্তই ) [অস্ত—হউক] শ্রীচৈতন্যপদে নিখাত-মনসঃ ( শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে নিবিষ্টচিত্ত ) যে অন্তো অপি ( অণু ষাঁগরাও ) জগতীং ( পৃথিবীকে ) অলংকুর্ষতে ( অলঙ্কৃত করেন, ) তৈঃ ( তাঁহাদের সহিত ) যং-প্রসঙ্গোৎসবঃ ( যে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ, তজ্জনিত আনন্দ ) তাবৎ অস্ত ( তাহা যেন হয় ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। সেই পরমাশ্চর্য্যময় প্রভু গৌরহরিও যে দুর্ভাগ্য-বশতঃ নয়নগোচর হন নাই ( অর্থাৎ দর্শন পাইয়াও স্বীয় অবিদ্য

প্রতীতিহেতু তাঁহার স্বরূপদর্শন করিতে পারি নাই ; দৈত্য়োক্তি )  
 অথবা যে কারণবশতঃ হরিপাদপদ্মপ্রেমাশ্বাদনও আমার ভাগ্যে ঘটে  
 নাই, সে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে । এখন কিন্তু, আমার এই  
 মাত্র প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে নিবিষ্ট-চিত্ত অথ যে ভক্তগণ পৃথিবী  
 অলঙ্কৃত করিয়া এখনও বর্তমান আছেন, তাঁহাদের সহিত যেন আমার  
 প্রকৃষ্ট সঙ্গোৎসব হয় ॥ ৫০ ॥

কলিযুগে দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র উদ্ধারকর্তা গৌরহরি—

দুষ্কর্মকোটিনিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-  
 দুর্ভাসনা-নিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্ ।  
 ক্লিষ্টম্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য  
 গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ । দুষ্কর্ম-কোটি-নিরতস্য ( কোটি কোটি দুষ্কর্মে-নিরত ) গাঢ়  
 ( সুদৃঢ়রূপে ) দুরন্ত-ঘোর-দুর্ভাসনা-নিগড়-শৃঙ্খলিতস্য ( দুর্দমনীয় প্রচণ্ড-  
 দুর্ভাসনারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ), - ক্লিষ্টম্মতেঃ ( কন্মজ্ঞানাদি দ্বারা ক্লিষ্টবুদ্ধি )  
 কুমতি-কোটি-কদর্থিতস্য ( অসংখ্য কন্মাগ্রহসম্পন্ন-কুবুদ্ধি-জন দ্বারা পরি-  
 চালিত হইয়া অভিভূত ) মম ( আমার ) গৌরং বিনা ( গৌরহরি  
 ব্যতীত ) অথ ( আজ ) ইহ ( এই জগতে ) কঃ বন্ধুঃ ভবিতা ( কে বন্ধু  
 হইবে ) ? ৫১ ॥

অনুবাদ । আমি কোটি কোটি দুষ্কর্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দম-  
 দারূণ-দুর্ভাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, কন্মজ্ঞানাদি প্রয়াস-জনিত ক্লেশে  
 কাতরচিত্ত এবং কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন দ্বারা বিপরীত-পথে পরিচালিত  
 হইয়া অভিভূত ; গৌরহরি বিনা আর কে আজ এই সংসারে, আমার  
 মত বিপন্নের বন্ধু হইবেন ? ৫১ ॥

গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত সর্বসাধনই বিফল—

হা হন্ত হন্ত পরমোষরচিতভূমৌ

ব্যর্থ্য ভবন্তি মম সাধনকোটয়োহপি ।

সর্ব্বাঘ্ননা তদহমদ্বুতভক্তিবীজং

শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫২ ॥

অনুব্র। হা হন্ত, হন্ত (হা, হায়! হায়!) মম (আমার) পরমোষরচিতভূমৌ (পরম-উষরচিতভূমিতে) সাধনকোটয়ঃ অপি (কোটি কোটি-সাধনও) ব্যর্থ্য ভবন্তি (নিরর্থক হইতেছে) তৎ (তন্মাং—সেই-জন্ত) অহং (আমি) সর্ব্বাঘ্ননা (সর্ব্বান্তঃকরণে) অদ্বুত-ভক্তি-বীজং (অপ্রাকৃতভক্তির বীজস্বরূপ) শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং (শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম) শরণং করোমি (আশ্রয় করিতেছি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। হায়, হায়, আমার চিত্তরূপ অতি কঠোর উষরভূমিতে কোটি কোটি সাধনবীজ ব্যর্থ হইতেছে! তাই আমি এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে অপ্রাকৃতভক্তিবীজ-স্বরূপ শ্রীগৌর-পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করিতেছি ॥ ৫২ ॥

শ্রীচৈতন্যনামগ্রহণমাত্রেই কঠিন হৃদয়েও ভক্তিকল্পলতিকার অঙ্কুরোদগম—

হা হন্ত চিত্তভূবি মে পরমোষরায়াং

সদ্বক্তিকল্পলতিকাস্কুরিতা কথং শ্রাং ।

হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি

চৈতন্যনামকলয়ন্ত কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুব্র। হা হন্ত (হায়!) মে (আমার) পরমোষরায়াং চিত্ত-ভূবি (পরম-উষর-চিত্তভূমিতে) কথং (কি প্রকারে) সদ্বক্তিকল্প-লতিকাস্কুরিতা শ্রাং (প্রেমরূপা ভক্তির অঙ্কুর—স্থায়িভাব বা রতি হইবে)? [কিন্তু] হৃদি (হৃদয়ে) একমেব (একমাত্র) পরং আশ্বসনীয়ং (প্রধান আশ্বাসের বিষয়) অস্তি (আছে) [যৎ—যে] চৈতন্যনাম (চৈতন্যের

নাম ) কলয়ন্ ( গ্রহণ করিতে করিতে ) কদাপি ( কখনও ) ন শোচ্যঃ  
( শোকের বিষয় থাকে না ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । হায় ! হায় ! আমার এই অত্যন্ত উষর হৃদয়-  
ক্ষেত্রে প্রেম-ভক্তির অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়ীভাব বা রতি কি প্রকারে  
হইবে ? আশা হয় না ! তবে, একমাত্র পরম ভরসা এই যে, শ্রীচৈতন্যের  
নাম গ্রহণ করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয়  
থাকে না ॥ ৫৩ ॥

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় শ্রীচৈতন্য—

সংসারদুঃখজনধৌ পতিতস্ত্র কাম-  
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্ত্র ।  
দুর্কাসনা-নিগড়িতস্ত্র নিরাশ্রয়স্ত্র  
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্থ । [ হে ] চৈতন্যচন্দ্র ! সংসার-দুঃখ-জনধৌ পতিতস্ত্র  
( সংসার রূপ দুঃখসমুদ্রে নিপতিত ) কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকরৈঃ কবলী-  
কৃতস্ত্র ( কাম-ক্রোধরূপ কুস্তীর ও মকরাদি দ্বারা গ্রস্ত ) দুর্কাসনা-নিগড়ি-  
তস্ত্র ( দুর্কাসনা-শৃঙ্খলে-নিবদ্ধ ) নিরাশ্রয়স্ত্র ( অবলম্বনহীন ) মম ( আমাকে )  
পদাবলম্বনং দেহি ( পদাশ্রয় প্রদান কর ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত,  
দুর্কাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বন-হীন ;  
কামক্রোধাদি-নক্রমকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ; ( হে প্রভো !  
এরূপ সঙ্কটে ) তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে  
রক্ষা কর ॥ ৫৪ ॥

দেবছল্লভা ভক্তিপদবী গৌরকৃপায় পামরগণের ও লভ্যা—

মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদৈ-

রাশ্চর্য্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ ।

দুর্কোষ-বৈভবপতে ময়ি পামরেহপি

চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥ ৫৫ ॥

অবসর । [ হে ] দুর্কোষ-বৈভবপতে চৈতন্যচন্দ্র ( দুজ্জের শক্তির অধীশ্বর চৈতন্যচন্দ্র ) পামরে অপি ময়ি ( পামর আমার প্রতিও ) যদি তে ( যদি তোমার ) করুণাকটাক্ষঃ ( কৃপাকটাক্ষ ) [ স্থাং ] [ তদা ] শিবশুকোদ্ধবনারদাঐঃ অপি ( শিব, শুক, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মহাঈশ্বরগণের দ্বারাও ) মৃগ্যা ( অবেশণীয়া ) সা আশ্চর্য্যভক্তিপদবী ( সেই আশ্চর্য্য ভক্তিপদবী ) নঃ ( আমাদের ) ন দবীয়সী ( দূরবর্ত্তিনী হইবেন না ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ । হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি অচিন্ত্য বৈভবের অধীশ্বর ; মাদৃশ পামরজনের প্রতিও যদি তুমি কৃপাকটাক্ষপাত কর, তবে আমাদের পক্ষেও শিব-শুক-নারদ-উদ্ধবাদি মহাঈশ্বরগণেরও অবেশণীয়া সেই পরমাশ্চর্য্য উজ্জল-ভক্তিপদবী দূরবর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৫৫ ॥

অমনোদয়দয়া গৌরহরি ব্যতীত অত্র অনন্তব—

ক সা নিরঙ্কুশকৃপা ক তদ্বৈভবমদ্ভুতম্ ।

ক সা বৎসলতা শৌরে গোরে যাদৃক্ তবান্নি ॥৫৬॥

অবসর । [ হে ] শৌরে (শ্রবণীয় শ্রীকৃষ্ণ) তব গোরে আনুনি ( তোমার গৌর কলেবরে) যাদৃক্ ( যে প্রকার ) নিরঙ্কুশকৃপা ( অহৈতুকী কৃপা, ) সা ক ( সেই কৃপা আর অত্র কোথায় ) ? তৎ অদ্ভুতং বৈভবং ক ( সেই পরমাশ্চর্য্যময়-বৈভবই বা আর কোথায় ) ? সা বৎসলতা [চ] ক ( সেই বাৎসল্যভাবই বা অত্র কোথায় ) ? ৫৬ ॥

অনুবাদ। হে শূরবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ, তোমার গৌরকলেবরে  
বাদুশী অহৈতুকীকৃপা, সেরূপ অগ্নিত্র আর কোথায় ? যে রূপ সৰ্বলোকবিস্ময়  
বৈভব, সেরূপই বা অগ্নিত্র কোথায় ? যে রূপ ভক্তবৎসলতা, সেরূপই বা  
আর কোথায় ? ৫৬ ॥

## সপ্তম বিভাগ

### উপাস্ত-নিষ্ঠা

( ৫৭—৭৯ শ্লোক )

অন্তোপাস্ত পরিত্যাগপূর্বক শ্রুতিগূঢ় গৌরহরিই সকলের আশ্রয়ণীয়—  
স্বতেজসা কৃষ্ণপদারবিন্দমহারসাবেশিতবিশ্বমীশম্ ।  
কমপ্যশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং গৌরাজ্জমঙ্গীকুরু মূঢ়চেতঃ ॥ ৫৭ ॥

অবহ্রা । [ হে ] মূঢ়চেতঃ ( মূঢ়চিত্ত ) স্ব-তেজসা ( নিজপ্রভাবে )  
কৃষ্ণপদারবিন্দ-মহারসাবেশিত-বিশ্বং ( স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের উন্নতো-  
জ্জলরসদ্বারা বিশ্বকে যিনি অনুরাগী করিয়াছেন, তাঁহাকে ) অশেষ-  
শ্রুতি-গূঢ়-বেশং ( অশেষ শ্রুতিগণের মধ্যে যিনি গূঢ় অর্থাৎ ছন্নভাবে  
প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাকে ) কং অপি জ্ঞানং গৌরাজ্জং ( সেই  
অনির্কচনীয় পরমেশ্বর গৌরহরিকে ) অঙ্গীকুরু ( অঙ্গীকার কর অর্থাৎ তাঁহার  
পাদপদ্ম আশ্রয় কর ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। হে মূঢ়মতে,—যিনি নিজপ্রভাবে স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-  
পাদ-পদ্মের পরম প্রেমরসে বিশ্বসংসারকে অনুরক্ত করিয়াছেন, যিনি  
অশেষ-শ্রুতিগণের মধ্যে ছন্নভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি বেদগুহ্য,  
তুমি সেই অনির্কচনীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরেরই পাদপদ্ম আশ্রয় কর ॥ ৫৭

বৈধভাবোথ কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা গৌরপ্রদত্ত রসরহস্তের

অধিক চমৎকারিতা—

শ্রবণ-মনন-সঙ্কীৰ্ত্ত্যাদিভক্ত্যা মুরারে-

যদি পরমপুরুষার্থ সাধয়েৎ কোহপি ভদ্রম্ ।

মম তু পরমপারপ্রেমপীযুষসিক্তোঃ

কিমপি রসরহস্তং গৌরধাম্মোনমস্তম্ ॥ ৫৮ ॥

অর্থঃ । যদি কঃ অপি ( যদি কেহ ) মুরারেঃ ( মুরারির ) শ্রবণ-মনন-সঙ্কীৰ্ত্ত্যাদি-ভক্ত্যা ( শ্রবণ-মননাদি নববিধ সাধনভক্তি দ্বারা ) পরম-পুরুষার্থ ( পরমপুরুষার্থ প্রেম ) সাধয়েৎ ( সাধনা করেন ), [ তর্হি—তাহা হইলে ] ভদ্রং ( ভালই, করুন ) মম তু ( আমার কিন্তু ) অপারপ্রেম-পীযুষ-সিক্তোঃ গৌরধাম্মঃ ( অপার-প্রেম-সুধা-সিক্তস্বরূপ গৌরকান্তি-বিশিষ্ট শ্রীহরির ) কিমপি রসরহস্তং ( ভক্তিরসে যে কিছু রহস্ত অর্থাৎ প্রেমবস্ত আছে, তাহা ) পরং নমস্তং ( একমাত্র ভজনীয় ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ । যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিয়োগে মুরারির আরাধনা করিয়া পরমপুরুষার্থ সাধন করেন, তাহা তিনি করুন । আমার কিন্তু, সেই অপার-প্রেম-পীযুষ-সিক্ত গৌরকান্তি শ্রীহরির ভক্তিরসে যে কিছু নিগূঢ় প্রেমবস্ত নিহিত আছে, তাহাই একমাত্র ভজনীয় ॥ ৫৮ ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তের ও অলভ্য রাধাকৃষ্ণে নিগূঢ়প্রেম

চৈতন্যচরণাশ্রয়েই লভ্য—

ঈশং ভজন্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা

দাসা ভবন্ত চ বিহার হরেকুপাস্তান্ ।

কিঞ্চিদ্রহস্তপদনোভিতদীরহস্ত

চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫৯ ॥

**অবস্থা ।** পুরুষার্থ-চতুষ্টয়াশাঃ ( ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্কর্গের আকাঙ্ক্ষা বাহাদের, তাহাদের কেহ কেহ ) দীশং ( পরমেশ্বরকে ) ভজন্ত ( ভজনা করুন ) [ অত্মান্ ] উপাশ্র্যন্ ( অত্ম উপাশ্রয়বস্তুরূপে ) বিহার ( পরিত্যাগ করিয়া ) হরেঃ দাসাঃ চ ভবন্ত ( হরির একান্ত দাসই হউন ) ; অহং তু ( আমি কিন্তু ) কিঞ্চিৎ রহস্ত-পদ-লোভিতধীঃ [ সন্ ] ( কিছু অতি দুর্বল রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়-প্রেমরসাস্বাদন-বিষয়ে লুপ্তচিত্ত হইয়া ) চৈতন্যচন্দ্র-চরণং শরণং করোমি ( চৈতন্যচন্দ্র-চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ) ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ ।** ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের আশায় কেহ জগদীশ্বরের আরাধনা করেন, করুন ; অথবা অত্মাত্ম উপাশ্রয়সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিরই একান্ত দাস হ'ন, হউন । আমি কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে কিছু অতি দুর্বল, অতি-গূঢ় প্রেমরস, তাহারই আস্বাদনে লুপ্তচিত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫৯ ॥

দেহধর্ম, মনোধর্মাদি অপহরণকারী শ্রীগৌরহরি—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃত্তিততিনৌ লৌকিকী বৈদিকী বা  
বা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদগাননাট্যোৎসবেষু ।

যে বা ভুবনহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্যা

গৌরশ্চোরঃ সকলমহরং কোহপি মে তীব্রবীৰ্য্যঃ ॥ ৬০ ॥

**অবস্থা ।** লৌকিকী-বৈদিকী-নিষ্ঠাং প্রাপ্তা বা ব্যবহৃত্তিততিঃ ( নিষ্ঠাপ্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী ) প্রহসনসমুদগান-নাট্যোৎসবেষু বা বা লজ্জা ( প্রহসন, উচ্চৈঃস্বরে-কীর্তন, নাট্য ও উৎসব প্রভৃতিতে যে লজ্জা ) অহহ ( অহো ), যে বা সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্যাঃ ( প্রাণ ও দেহের নিমিত্তভূত স্বাভাবিক যে সকল ধর্ম ) অভুবন্ ( ছিল ), কঃ অপি তীব্রবীৰ্য্যঃ গৌরঃ চোরঃ ( অতিশয় প্রভাববান্ গৌরবিগ্রহধারী কোন চোর ) মে সকলং অহরং ( আমার এই সকলই অপহরণ করিয়াছেন ) ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ।** লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ব্যবহারে আমার নিষ্ঠা, উচ্চহাস্ত, উচ্চকীর্তন ও নৃত্যাদি-উৎসবে যে যে রাজা এবং প্রাণ ও দেহের নিমিত্তভূত স্বাভাবিক যে সকল ধর্ম বিद्यমান ছিল, কোনও এক অমিতপ্রভাব গৌরবিগ্রহধারী চোর আমার সে সকলই অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

বলপূর্বক চিত্তকে স্বীয়পাদপদ্মে নিয়োগকারী শ্রীগৌরহরি—

সান্দ্রানন্দোজ্জলরসময়প্রেমপীযুষসিক্কোঃ

কোটিং বর্ষন্ কিমপি করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন ।

কোহয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ত্তগৌরান্ধযষ্টি-

শ্চেতোহকস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তং চকার ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ।** করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন ( করুণাস্নিগ্ধ নেত্রপ্রাপ্ত দ্বারা ) সান্দ্রানন্দোজ্জলরসময়প্রেমপীযুষসিক্কোঃ ( সান্দ্র অর্থাৎ গাঢ় আনন্দ বাহাতে এইরূপ উজ্জল অর্থাৎ নবনবায়মান রসাত্মক প্রেমসুখা-সমুদ্রের ) কিমপি ( অনির্ধ্বচনীয় ) কোটিং বর্ষন্ ( কোটিকে বর্ষণ করিতে করিতে ) কঃ অয়ং ( কে এই ) কনককদলীগর্ত্তগৌরান্ধযষ্টিঃ দেবঃ ( কনক-কদলীর গর্ত্তের গ্রায় গৌরবর্ণ সূচক ও কমনীয় অঙ্গবিশিষ্ট লীলাময় পুরুষ ) অকস্মাৎ ( হঠাৎ ) মম চেতঃ ( আমার চিত্ত ) নিজপদে ( অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণে ) গাঢ়যুক্তং চকার ( গাঢ়রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন ) ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ।** করুণাস্নিগ্ধ নয়ন-প্রাপ্ত হইতে নিবিড়-আনন্দোজ্জল-রসময় প্রেম-পীযুষ-পয়োধিকোটি বর্ষণ করিতে করিতে কনক-কদলী-গর্ত্তের গ্রায় গৌরবর্ণ দেহধারী অনির্ধ্বচনীয় কোন্ লীলাময় পুরুষ, অকস্মাৎ আমার চিত্তকে তদীয় চরণাবিন্দে গাঢ়নিবিষ্ট করিলেন ? ৬১ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ নবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া

মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রাহুরভবৎ ।

নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে

মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৬২ ॥

অনুব্রত । যত্র ( যে স্থানে ) দ্রুতকনকগৌরঃ ( গলিত-কাঞ্চনের গ্ৰায় গৌরবর্ণ ) মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ ( মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররসময় কলেবর-বিশিষ্ট ) দেবঃ ( লীলাময় ভগবান্ ) করুণয়া ( রূপাপূর্বক ) স্বয়ং প্রাহুর-ভবৎ ( স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ) তস্মিন্ ( সেই ) প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে ( প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবপূর্ণ প্রতিগৃহবিশিষ্ট ), বৈকুণ্ঠাৎ অপি চ মধুরে ধাম্নি নবদ্বীপে ( বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও মাধুর্য্যময় ধাম নবদ্বীপে ) মে মনঃ ( আমার মন ) রমতে ( বিহার করিতেছে ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ । গলিত কাঞ্চনের গ্ৰায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ-শৃঙ্গার-রসবিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ রূপাপরবশ হইয়া স্বয়ং বথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৬২ ॥

গৌরপাদপদ্মে নির্ভা—

যত্নদদন্তু শাস্ত্রাণি যত্নদ্যাখ্যাস্তু তার্কিকাঃ ।

জীবনং মম চৈতন্যপাদান্তোজস্বদৈব তু ॥ ৬৩ ॥

অনুব্রত । শাস্ত্রাণি ( শাস্ত্রসমূহ ) যৎ তৎ বদন্ত ( যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন ), তার্কিকাঃ চ ( তার্কিকগণ ) যৎ তৎ ব্যাখ্যাস্তু ( যাহা ইচ্ছা তাহা ব্যাখ্যা করুন ) তু ( কিন্তু ) চৈতন্যপাদান্তোজস্বদৈব ( চৈতন্যপাদপদ্মস্বধাই ) মম জীবনং ( আমার জীবন ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ । শাস্ত্রসকল যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলুন, তार्কিক  
পণ্ডিতগণও তাঁহাদের বথেক-ব্যাখ্যা করুন ; কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্য-  
চরণাজ-সুধাই আমার জীবন ॥ ৬৩ ॥

গৌরপাদপদ্মে গাঢ় অনুরাগ—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্লভাঃ  
স্বয়ং যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্ত্যঃ স্তরাঃ ।  
কিমন্তুদিদমেব বা যদি চতুর্ভূজং শ্রাদ্ধপু-  
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্নমঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ । দুর্লভাঃ সিদ্ধয়ঃ [অপি] ( অত্যন্ত দুর্লভ সিদ্ধিসকলও )  
যদি করতলে স্বয়ং পতন্তি ( যদি হস্তে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় ) স্তরাঃ  
( দেবতাগণ ) সেবকী ভবিতুং (কিঙ্কর হইবার জন্ত) যদি স্বয়ং চ আগতাঃ  
স্ত্যঃ ( যদি স্বয়ংও আগমন করেন ), কিং অন্তং ( অধিক কি ) যদি বা  
ইদমেব বপুঃ (যদি বা এই দেহই) চতুর্ভূজঃ শ্রাদ্ধং (চতুর্ভূজ অর্থাৎ সাক্ষ্য-  
মুক্তিও যদি লাভ হয়), তথাপি মম মনঃ (তথাপি আমার মন) গৌরচন্দ্রাৎ  
(গৌরচন্দ্র হইতে) মনাক্ নো চলতি (কিঙ্কিন্নাত্ৰ বিচলিত হইবে না) ॥৬৪॥

অনুবাদ । অগিমাди অতি-দুর্লভ সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া  
হস্তাগলক হয় , যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্ত স্বয়ংও আসিয়া  
উপস্থিত হন ; অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভূজ হয়, তথাপি  
আমার চিন্তা শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঙ্কিন্নাত্ৰও বিচলিত হইবে না ॥ ৬৪ ॥

গৌরবিমুখ অনুরাগের সঙ্গ-পরিচয়—

বাসো মে বরমস্ত ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জে  
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈর্মণী কুত্রাচং সঙ্গমঃ ।  
বৈকুণ্ঠাদিপদং স্বয়ং মিলিতং নো মে মনো নিপ্সতে  
পাদান্তোজরজঙ্ঘটা যদি মনাক্ গৌরশ্চ নো রশ্মতে ॥৬৫॥

অবস্থা । ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে ( ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখারানির  
 পিঞ্জরে ) বরং মে বাসঃ অস্ত ( বরং আমার বাস হউক ) [কিন্তু—তথাপি ]  
 শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈঃ ( চৈতন্য-পাদপদ্ম-বহির্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত )  
 কুত্রচিৎ ( কোন কালেও ) সঙ্গমঃ ( মিলন ) মা ( না ) [ অস্ত—হউক ] ।  
 যদি গৌরশ্য পাদাস্তোজরজঃছটা ( যদি চৈতন্য-পাদপদ্ম-পরাগের ছটা )  
 মনাক্ (কিঞ্চিদ্ভিন্ন) নো রম্যতে ( আশ্বাদন করিতে না পায় ) [তদা—তাহা  
 হইলে ] মে মনঃ ( আমার মন ) স্বয়ং মিলিতং বৈকুণ্ঠাদি পদং চ ( সাধনাদি  
 বিনা স্বয়ং-লব্ধ বৈকুণ্ঠাদি স্থানও ) নো লিপ্সতে ( পাইতে ইচ্ছা করে না ) ॥

অনুবাদ । ভয়ঙ্কর অগ্নি-জ্বালা-পূর্ণ পিঞ্জরেও যদি আমাকে বাস  
 করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোনকালেও যেন আমার  
 শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-বিমুখ-জনের সঙ্গ না হয় । যদি শ্রীগৌর-পাদ-পদ্ম-  
 পরাগ-রাগের ছটার কিঞ্চিদ্ভিন্নও আশ্বাদন না পায়, তবে আমার চিত্ত  
 সাধনাদি বিনা স্বয়ং-আগত বৈকুণ্ঠাদি-পদও অভিলাষ করে না ॥ ৬৫ ॥

গৌরপাদপদ্ম-ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি অতিতুচ্ছ—

আস্তাং নাম মহান্ মহানিতি বরং সৰ্ব্বক্ষমামণ্ডলে  
 লোকে বা প্রকটাস্ত নাম মহতী সিদ্ধিশ্চমৎকারিণী ।  
 কামং চারুচতুর্ভুজহময়ভামারাদ্য বিশ্বেশ্বরং  
 চেতো মে বহুমন্ত্যতে নহি নহি শ্রীগৌরভক্তিং বিনা ॥৬৬॥

অবস্থা । সৰ্ব্বক্ষমামণ্ডলে ( সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে ) মহান্ মহান্ ইতি  
 বরং ( ‘ইনি মহদ্ ব্যক্তি’, ‘তিনি মহদ্ ব্যক্তি’ এরূপ খ্যাতি ) আস্তাং ( হউক )  
 নাম ( সম্ভাবনার্থ অব্যয় ) বা ( অথবা ) লোকে ( ভূতলে ) মহতী ( চিরকাল-  
 স্থায়িনী ) চমৎকারিণী সিদ্ধি ( অলৌকিকী সিদ্ধি ) প্রকটা অস্ত ( আবির্ভূতা  
 হউক ) নাম ( সম্ভাবনার্থ অব্যয় ) [ কিম্বা ] বিশ্বেশ্বরং ( বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে )  
 আরাধ্য ( আরাধনা করিয়া ) কামং ( স্বাভীষ্ট ) চারুচতুর্ভুজং ( কমনীয়

চতুর্ভুজত্ব) অয়তাং (প্রাপ্তি হউক), [কিন্তু] শ্রীগৌরভক্তিং বিনা (শ্রীগৌর-ভক্তি ব্যতীত) মে চেতঃ (আমার চিত্ত) [পূর্বোক্তঃ সর্বং] ন হি বহুমানতে ন হি (এসকল নিশ্চয়ই বহুমানন করে না, নিশ্চয়ই বহুমানন করে না) ॥

**অনুবাদ।** সমগ্র পৃথ্বীমণ্ডলে ‘মহৎ’ ‘মহৎ’ বলিয়াই আমার খ্যাতি হউক, অথবা ভূতলে চিরস্থায়িনী অলৌকিকী সিদ্ধিই আবির্ভূতা হউক, কিম্বা বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বাভীষ্ট কমনীয় চতুর্ভুজত্বই লাভ হউক, কিন্তু গৌরভক্তি ব্যতীত আমার মন কখনই ঐ সকলকে বহুমানন করে না, কখনই বহুমানন করে না ॥ ৬৬ ॥

গৌরভক্তের প্রার্থনা—

চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ-

প্রেমাবেশিত-সর্বভূতহৃদয়েত্যাশ্চর্য্যধামন্বিতি ।

গৌরাঙ্গেতি গুণার্ণবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়ে-

ত্যাশ্রান্তং মম জন্মতো জনিরিয়ং যায়াদ্বিতি প্রার্থয়ে ॥ ৬৭ ॥

**অর্থ।** [হে] চৈতন্য ইতি (‘চৈতন্য’-শব্দে সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ অথবা যিনি সর্বভূত-চিত্ত আকর্ষণ করেন, হে তথাভূত চৈতন্য) [হে] কৃপাময় ইতি (হে দয়াময়) [হে] পরমোদার ইতি (হে মহাবদাত্ত) [হে] নানাবিধপ্রেমাবেশিত-সর্বভূতহৃদয় ইতি (নানাবিধ প্রেমে—দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমে আবেশিত হইয়াছে সর্বভূতের হৃদয় যৎ কর্তৃক হে তথাভূত) [হে] আশ্চর্য্যধামন্বিতি (হে তপ্তকাঞ্চনের ত্রায় পরম-চমৎকার কান্তিধারিন্) [হে] গৌরাঙ্গ ইতি (হে গৌরসুন্দর) [হে] গুণার্ণব ইতি (হে কল্যাণগুণ-বারিধে) [হে] রসরূপ ইতি (হে বিপ্রলস্করসের মূর্তিমান্বিগ্রহ) [হে] স্বনামপ্রিয় ইতি (হে স্বনামপ্রিয় এইরূপ) অশ্রান্তং জন্মতঃ (নিরন্তর কীর্তন করিতে করিতে) মম ইয়ং জনিঃ (আমার এই জন্ম) যায়াং (যাউক) ইতি প্রার্থয়ে (এই মাত্র প্রার্থনা করি) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। ‘হে সর্বভূতচিন্তাকর্ষক,’ ‘হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ  
চৈতন্যচন্দ্র,’ ‘হে দয়ানিধে,’ ‘হে মহাবদাত্ত,’ ‘হে নানাবিধ-প্রেমা-  
বেশিত-সর্বভূতহৃদয়,’ ( অর্থাৎ যিনি দাস্ত্রসখ্যাদি বিবিধ প্রেমে সর্ব-  
ভূত-হৃদয়কে আবিষ্ট করেন ), ‘হে তপ্তকাঞ্চনের ত্রায় পরম চমৎকার-  
কান্তিদারিন্,’ ‘হে গৌরতনুশ্রীহরি,’ ‘হে কল্যাণগুণ-বারিধে,’ ‘হে  
বিপ্রলস্করসের মূর্ত-বিগ্রহ,’ ‘হে স্বনামপ্রিয়,’—এইরূপ নাম কীর্তন  
করিতে করিতে আমার এই জন্ম অতিবাহিত হউক্, ইহাই একমাত্র  
প্রার্থনা ॥ ৬৭ ॥

গৌরভক্তি বিনা রাধা-রতি অসম্ভব—

কদা শৌরে গোরে বপুষি পরমপ্রেমরসদে  
সদেকপ্রাণে নিষ্কপটকৃতভাবোহস্মি ভবিতা ।  
কদা বা তন্ত্রালৌকিকসদনুমানেন মম হৃদ্য-  
কস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৬৮ ॥

অবস্থা। [হে] শৌরে, ( হে কৃষ্ণ, ) [তব—তোমার ] পরম-  
প্রেমরসদে ( পরম—অতুৎকৃষ্ট, প্রেমরসদ—প্রেমরসপ্রদাতা অর্থাৎ উন্নত  
উজ্জল প্রেমরসপ্রদ ) সদেকপ্রাণে (রসিক ভক্তগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ )  
গোরে বপুষি ( গৌর-কলেবরে ) কদা (কখন) নিষ্কপটকৃতভাবঃ ( কপটতা-  
রহিত ভাব ) ভবিতা অস্মি ( হইবে ) কদা বা ( কখনই বা ) তন্ত্র ( সেই  
নিষ্কপটভাবের ) অলৌকিক সদনুমানেন ( অলৌকিক—প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের  
অগোচর, সদনুমানেন—বথার্থীানুমান দ্বারা অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীরাধাপদ-নখ-  
মণি-জ্যোতিঃ উদিত হইয়াছেন, সেই স্থানেই গৌরহরিনিষয়ক ভাব আছে,  
এই অনুমানদ্বারা ) মম হৃদ্যি ( আমার হৃদয়ে ) অকস্মাৎ ( হঠাৎ ) শ্রীরাধাপদ-  
নখমণি-জ্যোতিঃ ( শ্রীরাধার পাদপদ্মে যে নখরূপ মণি তাহার জ্যোতিঃ )  
উদগাৎ ( উদয় হইবে ; “কদা” শব্দযোগে ভবিষ্যৎকালে অততনী প্রতীয় ) ॥

অনুবাদ । হে শূরবংশাবতংস কৃষ্ণ, উন্নত-উজ্জল-প্রেমরস-প্রদাতা রসিকভক্তগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ তোমার গৌরকলেবরে কবে আমার নিষ্কপট রতি হইবে ? কবেই বা সেই নিষ্কপট-রতির অধোক্ষজ বাথার্থ্যানুভূতি দ্বারা শ্রীরাধিকার পদনখমণির জ্যোতিঃ অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদিত হইবে ? ৬৮ ॥

শ্রীচৈতন্যের ধ্যান—

উদ্দামদামনকদামগণাভিরাম-  
মারামরামগবিরামগৃহীতনাম ।  
কারুণ্যধামকনকোজ্জলগৌরধাম  
চৈতন্যনাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ । উদ্দামদামনকদাম ( প্রফুল্ল ‘দামনক’ পুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছেন যিনি তাঁহাকে অর্থাৎ যিনি প্রফুল্ল ‘দামনক’ পুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছেন ) গণাভিরামঃ ( গণান—জনসমূহকে, অভিভূতঃ—সৰ্ব্বতোভাবে, রময়তি—আনন্দ প্রদান করেন অর্থাৎ যিনি জনসমূহকে সৰ্ব্বতোভাবে আনন্দ প্রদান করেন ) আরামরামঃ ( যিনি নিৰ্জনস্থানে থাকিয়া আত্মস্থ অনুভব করেন ) অবিরামগৃহীতনাম ( যিনি নিরন্তর ‘হরেকৃষ্ণ’ ইত্যাদি নাম কীর্তন করেন ), কারুণ্যধাম ( করুণার আধার ) কনকোজ্জলগৌরধাম ( কনকের ত্রায় উজ্জল গৌরবর্ণ ) চৈতন্যনাম পরমং ধাম ( চৈতন্যনামক পরমধাম অর্থাৎ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে ) [পরমং—আমরা] কলয়ামঃ ( ধ্যান করি ) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ । প্রফুল্ল-দমনক-কুসুমমালা-সুশোভিত, জনসমূহেরপূর্ণা-নন্দদায়ক, করুণার আধার, কনকের ত্রায় উজ্জল গৌরকাস্তি ‘চৈতন্য’-নামক পরমধাম অর্থাৎ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে আমরা ধ্যান করি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীনীলাচলস্থিত মহাভাবমগ্ন গৌরহরির ধ্যান—

সদা রঞ্জে নীলাচলশিখরশৃঙ্গে বিলসতো।

হরেরেব ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগম্ ।

সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং যুগদৃশা-

মনঙ্গং গোরাঙ্গং স্মরতু গতসঙ্গং মম মনঃ ॥ ৭০ ॥

অর্থঃ । মম মনঃ (আমার মন) রঞ্জে নীলাচলশিখরশৃঙ্গে (উৎসব-পূর্ণ নীলাচলের শিখরদেশে) সদা (সর্বদা) বিলসতঃ হরেরেব (বিলাসকারী শ্রীজগন্নাথদেবের একমাত্র) ভ্রাজন্মুখকমলভৃঙ্গেক্ষণযুগং ('ভ্রাজৎ'—দেদীপ্যমান, 'মুখকমলং'—মুগপদ্ম, 'তস্মিন্'—তাহাতে, ভৃঙ্গরূপং—'ভৃঙ্গরূপ', 'ঈক্ষণযুগং'—নেত্রযুগল, 'যন্তু'—বাঁহার, তাঁহাকে অর্থাৎ দেদীপ্যমান মুখকমলে বাঁহার নেত্রযুগল ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়াছে তাঁহাকে), সমুত্তুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং (মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমোন্মত-হর্ষ-গর্ভাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে বাঁহার, তাঁহাকে অর্থাৎ বাঁহার মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমে হর্ষগর্ভাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে), যুগদৃশামনঙ্গং (যুগাঙ্কিরমণীগণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কন্দর্পস্বরূপ) গতসঙ্গং (পরমবিরক্ত) গোরাঙ্গং (গোরাঙ্গকে) স্মরতু (স্মরণ করুক) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ । উৎসবপূর্ণ নীলাচল-শিখর-দেশে অলুক্ষণ নীলা-বিলাস-রত জগন্নাথদেবের সুদীপ্ত বদন-কমলে বাঁহার নেত্রযুগল ভৃঙ্গরূপে বর্তমান রহিয়াছে, মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমে বাঁহার হর্ষ-গর্ভাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, এবং যিনি মৌনর্থে যুগনয়নী যুবতীদিগের সম্বন্ধে কন্দর্পস্বরূপ, সেই পরমবিরক্ত (অর্থাৎ স্ত্রীদর্শন প্রভৃতি সন্তোষগরসে অত্যন্ত বিরক্ত আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী) শ্রীগৌরসুন্দরকে আমার মন স্মরণ করুক ॥ ৭০ ॥

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবযুক্ত গৌরহরির স্মরণ —

অলঙ্কারঃ পঙ্কেরুহনয়ননিঃশ্রুদ্দিপয়সাং

পৃষত্তিঃ সন্মুক্তাফলস্বললিতৈর্যস্য বপুষি।

উদঞ্চদ্রোমাক্ষৈরপি চ পরমা যস্য সুষমা

তমালম্বে গৌরং হরিমরুণরোচিসু বসনম্ ॥ ৭১ ॥

অর্থঃ। অরুণরোচিসুবসনং ( অরুণবর্ণ বসন বাঁহার তাঁহাকে ), পঙ্কেরুহনয়ননিঃশ্রুদ্দিপয়সাং সন্মুক্তাফলস্বললিতৈঃ পৃষত্তিঃ ( পদ্মের ত্রায় নয়নবুগল হইতে বিগলিত অতি মনোহর মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দু দ্বারা ), যস্য বপুষি অলঙ্কারঃ ( বাঁহার শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে ), উদঞ্চ-দ্রোমাক্ষৈরপি চ ( উদঞ্চঃ—উদগত হইতেছে যে রোমাঞ্চ অর্থাৎ প্রেমোদগত রোমাঞ্চ প্রভৃতি উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবদ্বারাও বাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদিত হইতেছে ), তং ( সেই ) গৌরং ( গৌরবর্ণ ) হরিং ( শ্রীহরিকে ) আলম্বে ( আশ্রয় করি ) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। বাঁহার বসন অরুণবর্ণ, নয়নপদ্ম-বিনিঃশ্রুত মুক্তাফলসদৃশ মনোহর অশ্রুবিন্দু বাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে এবং মহাভাবোৎস-রোমাঞ্চ প্রভৃতি উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবসমূহও বাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই গৌরাজ শ্রীহরিকে আশ্রয় করি ॥ ৭১ ॥

গৌরহরির নৌন্দর্য্য, পাবনত্ব, শীতলত্ব ও মাধুর্য্য-দাতৃত্ব—

কন্দর্পাদপি স্তম্ভরঃ সুরসরিৎপূরাদহোপাবনঃ

শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুরোমাঞ্চকসারাদপি।

দাতা কল্পমহীকুহাদপি মহাস্নিকো জনন্যা অপি

প্রেম্না গৌরহরিঃ কদা নু হৃদি মে ধ্যাতঃ পদং ধ্যাত্তি ॥ ৭২ ॥

অর্থঃ। কন্দর্পাদপি স্তম্ভরঃ ( ক—ব্রহ্মা, তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে যে অর্থাৎ ব্রহ্মার নৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যরূপ দর্পকেও থর্ব্ব করিতে

পারে যে কন্দর্প, তাহা হইতেও সুন্দর; প্রাকৃত কন্দর্প বা মদন উদ্ব্বেগ ও মোহ উৎপাদন করে; কিন্তু গৌরহরির সৌন্দর্য্য উদ্ব্বেগ ও মোহ বিনাশ করিয়া পরম প্রেমানন্দস্থ অন্ভব করায় ) অহো, (আশ্চর্য্যসূচক) সুরসরিৎপূরাং পাবনঃ ( 'সুরসরিৎ'-শব্দে গঙ্গা, সর্ব্বপাবনশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, তাঁহার 'পূর' অর্থাৎ প্রবাহ হইতেও পাবন যিনি; গঙ্গাপ্রবাহ পাপদমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপহৃদয়কে শোধন করিতে পারেন না; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয় শোধন করিয়া তাহাতে পরমপ্রেমপ্রবাহ উদয় করান—এইজন্ত গঙ্গাপ্রবাহ হইতেও তাঁহার পরম পবিত্রতা ও চমৎকারিতা ) শীতাংশোরপি শীতলঃ ( শীত অর্থাৎ সুস্নিগ্ধ অংশু বাহার—সেই চন্দ্র হইতেও শীতল যিনি; চন্দ্র বাহিরের তমঃ ও তাপাদি বিনাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর জীবের কোটি-কোটি জন্মের অবিদ্যা-অন্ধকাররূপ অন্তঃকরণের তমোরাশি এবং ক্লেশতাপ সম্পূর্ণভাবে দিনষ্ট করিয়া চিন্তকে প্রেমানন্দের সুস্নিগ্ধ কিরণে প্লাবিত করিয়া দেন ) মাদ্বীকসারাদপি সুমধুরঃ ( মাদ্বীকসার অর্থাৎ অমৃত, তাহা হইতেও সুমধুর যিনি; অমৃত-মাদ্বুর্য্য দেবতারাই অন্ভব করিতে পারেন এবং তাহা আশ্বাদনের ফলস্বরূপ ঐ সকল দেবতার প্রাকৃত গর্ব্ব ও মৎসরাদির উৎপত্তি হয়; কিন্তু গৌরমাদ্বুর্য্য দেবতাগণেরও ছল্লভ, তাহা আশ্বাদনের ফলে প্রাকৃত গর্ব্ব-মৎসরাদি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া প্রেমানন্দের আবির্ভাব হয় ), কল্লমহীকহাদপি দাতা ( কল্লবৃক্ষ হইতেও দাতা যিনি; কল্লতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে প্রার্থিত ব্যক্তিকে উহা ফল প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এতদূর মহাবদাণ্ড যে, তিনি অযোগ্য ও অবাচক ব্যক্তিকেও বাচক হইয়া প্রেমাди সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ), জনন্যাঃ অপি মহাস্নিগ্ধাঃ ( জননী হইতেও মহাপ্লেহবান্; জননীর স্নেহ ভাবিকালে বিষমর ফল উৎপাদন করে, যেহেতু উহা নম্বর দেহাদির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহ জীবের আত্মায়

বর্ষিত হয় বলিয়া জীব সেই স্নেহ-সম্বন্ধিত হইয়া পরমপ্রেমানন্দ লাভের  
অধিকারী হন, আরও জননী কেবল নিজ অপত্যের প্রতিই স্নেহ করিয়া  
থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রাণিমাাত্রকে স্নেহরসে সিক্ত করেন ) গৌর-  
হরিঃ ধ্যাতঃ সন্ ( ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া ) কদা নু ( আর কবে )  
মে হৃদি ( আমার হৃদয়ে ) প্রেমা ( স্নেহে ) পদং ধ্যাস্তি ( পদস্থাপন  
করিবেন ) ? ৭২ ॥

**অনুবাদ।** কন্দর্প হইতেও সুন্দর, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহ  
হইতেও অধিক পবিত্র, চন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ, অমৃত হইতেও সুমধুর,  
কল্লুবৃক্ষ হইতেও অতিবদাগ্ধ, জননী হইতেও স্নেহবান্ গৌরহরি ধ্যানের  
বিষয়ীভূত হইয়া স্নেহের সহিত কবে আমার হৃদয়ে পদার্পণ করিবেন ? ৭২ ॥

গৈরিক বসনধারী প্রেমপ্রদাতা গৌরহরির প্রতি প্রীতি—

পুঞ্জং পুঞ্জং মধুরমধুরপ্রেমমাধ্বীরসানাং

দত্তা দত্তা স্বয়মুরুদয়ো মোদয়ন্ বিশ্বমেতৎ ।

একো দেবঃ কটিতটমিলন্মজ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা

ভাসানিভৎসিতনবতড়িৎকোটীরেব প্রিয়ো মে ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ।** মধুর-মধুর-প্রেমমাধ্বীরসানাং ( মধুর হইতেও সুমধুর  
প্রেমামৃত রসের ) পুঞ্জং পুঞ্জং ( রাশি রাশি ) দত্তা দত্তা ( পুনঃ পুনঃ  
প্রদান করিয়া ) এতৎ বিশ্বং ( এই বিশ্বকে ) মোদয়ন্ ( হর্ষপ্রদান করিতে  
করিতে ) কটিতট-মিলন্মজ্জুমঞ্জিষ্ঠবাসা ( মিলন্মজ্জু অতি মনোহর, মঞ্জিষ্ঠা—  
রক্তবর্ণ লতাবিশেষ, তদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র বাহার তিনি অর্থাৎ কটিতটে  
মনোহর গৈরিক বসনধারী ) ভাসানিভৎসিতনবতড়িৎকোটি ( নিজ-  
কান্তিদ্বারা কোটি-কোটি বিদ্যুৎকেও যিনি তিরস্কার করিয়াছেন অর্থাৎ  
কোটি-কোটি বিদ্যুৎ-তিরস্কারী অঙ্গকান্তিবৃত্ত ) স্বয়ং উরুদয়ঃ ( স্বয়ং

পরম দয়ালু ) একঃ দেবঃ এব ( ‘এক’—অদ্বয় বা অসমোর্দ্ধ, ‘দেব’—  
লীলাপরায়ণ পুরুষ ) মে প্রিয়ঃ [অন্ত] ( আমার প্রিয় হউন ) ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ ।** যিনি মধুর হইতেও স্নমধুর প্রেমামৃতরস রাশি রাশি  
পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া এই বিশ্বকে আনন্দিত করিতেছেন, যিনি  
কটিদেশে অতিমনোহর গৈরিকবসন ধারণ করিয়াছেন, বাহার অঙ্গকাস্তি  
কোটি-কোটি নবনোদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছে, সেই স্বয়ং পরমদয়ালু  
অদ্বয়চিল্লীলা-পরায়ণ পুরুষই আমার একমাত্র প্রিয় হউন ॥ ৭৩ ॥

গৌরহরির অনুপম রূপ ও গুণ—

কান্ত্যা নিন্দিতকোটিকোটিমদনঃ শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটা-

বিচ্ছারীকৃতকোটিকোটিশরতুম্মীলতু য়ারচ্ছবিঃ ।

ঔদার্যেণ চ কোটিকোটিশুণিতং কল্পদ্রুমঃ অল্পয়ন্

গৌরোমে হৃদি কোটিকোটিজন্মবাং ভাগ্যৈঃ পদং ধাম্মতি ॥

**অর্থ ।** কান্ত্যা ( কমনীয়রূপ-লাবণ্যদ্বারা ) নিন্দিতকোটি  
কোটিমদনঃ ( যিনি কোটি-কোটি কন্দর্পকেও তিরস্কার করিতেছেন )  
শ্রীমন্মুখেন্দুচ্ছটাবিচ্ছারীকৃতকোটিকোটিশরতুম্মীলতু য়ারচ্ছবিঃ ( শ্রীমন্মুখেন্দু  
—পরম শোভাময় মুখচন্দ্র, ছটা—কাস্তি, তদ্বারা বিচ্ছারীকৃত—মলিনী-  
কৃত, কোটি কোটি শরৎকালীন উদীয়মান তুষারচ্ছবি—তুষার-ধবল  
চন্দ্র অর্থাৎ বাহার পরমশোভাময় চন্দ্রবদনের কাস্তিদ্বারা কোটিকোটি  
শরদীয় চন্দ্রও মলিন হইতেছে ) ঔদার্যেণ চ কোটিকোটিশুণিতং কল্পদ্রুমঃ  
হি অল্পয়ন্ ( বাহার মহাবদাগ্রতায় কোটিনংখ্যক কল্পবৃক্ষও লঘুতা প্রাপ্ত  
হইতেছে ) গৌরঃ ( গৌরসুন্দর ) কোটিকোটিজন্মবাং ( অসংখ্য জন্মের )  
ভাগ্যৈঃ ( স্কৃতিফলে ) মে হৃদি ( আমার হৃদয়ে ) পদং ধাম্মতি ( পদার্পণ  
করিবেন ) [কিং—কি] ? ৭৪ ॥

**অনুবাদ।** যাহার কমনীয় রূপলাবণ্য দ্বারা কোটি-কোটি কন্দর্পও তিরস্কৃত হইতেছে, যাহার পরমশোভাময় মুখচন্দ্রের ছটায় কোটি-কোটি উদীয়মান শরদিন্দুর কান্তিও মলিন হইতেছে, যাহার মহাবদান্ততায় কোটি-কোটি কল্পবৃক্ষও লঘুতাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই গৌরমুন্দর কোটি-কোটি জন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ স্মৃতিফলে আমার হৃদয়ে কি পদার্পণ করিবেন ? ৭৪ ॥

গৌরচন্দ্রের প্রেমাস্বধিবর্দ্ধিনী ও কল্মষনাশিনী অঙ্গকান্তি—

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ

প্রেমানন্দরসাস্বধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ ।

বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং

সাম্মাকং হৃদয়ে চকাস্ত চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥ ৭৫ ॥

**অর্থ।** [যা] সমস্তজগতাং ( সমগ্র জগতের ) অন্তর্ধ্বান্তচয়ং ( অন্তর্ধ্বান্ত—হৃদগত অন্ধকার, চয়—রাশি অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনিচয় ) হঠাৎ উন্মূলয়ন্তী ( অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ করিতে করিতে ) বলাৎ প্রেমানন্দরসাস্বধিং ( প্রেমানন্দরস-সমুদ্রে বলপূর্বক ) নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী ( নিরন্তর উচ্ছলিত করিতে করিতে ) তাপত্রয়েণ বিকলং ( আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে অভিভূত ) বিশ্বং ( বিশ্বকে ) অনিশং অতীব শীতলয়ন্তী ( সর্বদা শূশীতল করিতে করিতে ) সা চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ( সেই চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ) সাম্মাকং ( আমাদিগের ) হৃদয়ে চকিতং চকাস্ত ( হৃদয়ে ক্ষণকালও দীপ্তি লাভ করুন ) ॥ ৭৫ ॥

**অনুবাদ।** যে চৈতন্য-চন্দ্র-চন্দ্রিকা জীবহৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার-রাশি অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ করিতেছেন, প্রেমানন্দরস-সমুদ্রে নিরন্তর বলপূর্বক উচ্ছলিত করিতেছেন এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-তপ্ত বিশ্বকে

অনুক্ষণ স্নিগ্ধ করিতেছেন, সেই চৈতন্য-চন্দ্রচ্ছটা আমাদিগের হৃদয়ে  
ক্ষণকালও দীপ্তিলাভ করুন ॥ ৭৫ ॥

বিভাব, অনুভাবাদি ভাবশাবল্যযুক্ত শ্রীগৌরহরি—

ক্ষণং ক্ষীণং পীনং ক্ষণমহহ সাক্রাং ক্ষণমথ

ক্ষণং স্নেহঃ শীতঃ ক্ষণমনলতপ্তঃ ক্ষণমপি ।

ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিকজল্পন্ ক্ষণমহো

ক্ষণং মুকো গৌরঃ স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ ॥ ৭৬ ॥

অর্থঃ । ক্ষণং ক্ষীণং ( সুদীর্ঘ বিপ্রলম্বভাবে অর্থাৎ মাথুরবিরহে  
শ্রীমতী রাধিকার যে দশা হইয়াছিল, গৌরহরি সেইভাবে মগ্ন হইয়া  
কৃষ্ণবিরহে ক্ষণকাল কৃশ ), ক্ষণং [চ] পীনং ( আবার বিপ্রলম্বে কৃষ্ণ-  
স্ফূর্তি-জন্ম ক্ষণকাল স্থল ), অহহ ( অহো ), ক্ষণং সাক্রাং ( ক্ষণকাল  
আনন্দাশ্রুপূর্ণ ), অথ ( অনন্তর ) ক্ষণং শীতঃ ( কৃষ্ণ-বিরহানলে তপ্ত হইয়া  
পুনরায় কৃষ্ণস্ফূর্তিজন্ম ক্ষণকাল শীতলতাপ্রাপ্ত ), ক্ষণং স্নেহঃ ( কৃষ্ণ-  
স্ফূর্তিতে তাঁহার সঞ্চিত হাশ্ব-পরিহাসজন্ম ক্ষণকাল ঈষৎ হাশ্বমুখ )  
ক্ষণমপি অনলতপ্তঃ ( প্রেমবৈচিত্র্য অর্থাৎ কৃষ্ণসন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার  
ভাবি-বিরহানলে পুনরায় ক্ষণকাল পরিতপ্ত ), ক্ষণং ধাবন্ ( কৃষ্ণ চলিয়া  
যাইতেছেন—এইভাবে বিভোর হইয়া তৎপশ্চাৎ ক্ষণকাল ধাবমান ),  
ক্ষণং স্তব্ধঃ ( পুনরায় স্থানান্তরে গিয়া কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে ক্ষণকাল স্তম্ভিত,  
স্তম্ভ—অষ্টসাত্ত্বিকভাবের অগ্রতম ), অহো ক্ষণং অধিক জল্পন্ ( অহো হে  
লম্পট, হে সতীব্রতবিনাশিন্, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, ক্ষণকাল  
এইরূপ প্রজল্পকারী ) ক্ষণং [চ] মুকো ( কিয়ৎকাল মানভরে মৌনাবলম্বী ),  
[ঈদৃক্] ভগবতঃ দেহঃ ( এতাদৃশ ভগবদ্বিগ্রহ ), গৌরঃ ( গৌরসুন্দর )  
মম [হৃদয়ে] স্ফুরতু ( আমার হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন ) ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ । ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্থল, ক্ষণে প্রেমানন্দাশ্রু-পূর্ণলোচন,  
ক্ষণে হাশ্ববদন, ক্ষণে শীতল, ক্ষণে পরিতপ্ত, ক্ষণে ধাবমান, ক্ষণে স্তম্ভিত,

ক্ষণে বহুভাষী এবং ক্ষণে মৌনী এতাদৃশ কৃষ্ণের গৌর-কলেবর আমার  
হৃদয়ে ক্ষুণ্ণিতলাভ করুন ॥ ৭৬ ॥

দেশ-কাল ও পাত্রাদির বিচার-রহিত, নিরপেক্ষভাবে  
প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরি—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে  
দেয়াদেয়বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ ।  
সত্ত্বো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্লভং  
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥৭৭॥

অর্থঃ । যঃ প্রভুঃ (যে প্রভু ; প্রভু—স্বতন্ত্র ঈশ্বর) পাত্রাপাত্র-  
বিচারণাং (পাত্রাপাত্রের বিচার), ন কুরুতে (করেন না), ন স্বং পরং  
বীক্ষ্যতে (আত্মপর দর্শন করেন না), ন হি দেয়াদেয়বিমর্শকঃ (দেয়াদেয়-  
পরামর্শ বা বিচার করেন না), ন বা কালপ্রতীক্ষঃ (অথবা কালকালেরও  
প্রতীক্ষা করেন না), শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা (শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম  
ও ধ্যানাদি দ্বারা) দুর্লভং ভক্তিরসং (সুদুর্লভ ভক্তিরস) সত্ত্বো দত্তে  
(তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন), সঃ ভগবান্ গৌরঃ এব (সেই ভগবান্  
গৌরসুন্দরই), মে পরং গতিঃ (আমার একমাত্র গতি) ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ । যে প্রভু (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) পাত্রাপাত্রের বিচার,  
আত্মপরদর্শন, দেয়াদেয়-বিচার অথবা কালকাল-প্রতীক্ষা করেন না,  
শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা সুদুর্লভ ভক্তিরস তৎক্ষণাৎ প্রদান  
করেন, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি ॥ ৭৭ ॥

পূর্বোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত—

পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোহপি দুষ্কর্মাণাং  
সীমাপি স্বপচাধমোহপি সততং দুর্কাসনাঢ্যোহপি চ ।  
দুর্দেশপ্রভবোহপি তত্র বিহিতাবাসোহপি দুঃসঙ্গতো  
নষ্টোহপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়া তং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥৭৮॥

অনুবাদ । পাপীয়ান্ অপি ( গোপাল-চাপাল-প্রভৃতি কুঠরোগগ্রস্ত  
অতিশয় পাপী ব্যক্তিও ) হীনজাতিঃ অপি ( দজ্জী-যবন প্রভৃতি নীচ  
জাতিও ) দুঃশীলঃ অপি ( কুস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিও ) দুষ্কর্মাণাং সীমা অপি  
( পরদারহরণ, সুরাপান-প্রভৃতি অতিশয় দুষ্কর্মের চরমসীমায় উপনীত  
জগাই-মাধাইপ্রমুখ ব্যক্তিও ) স্বপচাধমঃ অপি ( চণ্ডাল অপেক্ষা অধম-  
ব্যক্তিও ) সততং দুর্কাসনাঢ্যঃ অপি ( সতত দুর্কাসনারত ব্যক্তিও )  
দুর্দেশপ্রভবঃ অপি চ ( যে স্থানে গঙ্গা নাই অথবা যে স্থানে পাণ্ডবগণ  
গমন করেন নাই, সেই সকল গঙ্গা ও পাণ্ডববর্জিত দুর্দেশে জাত  
ব্যক্তিও ) তত্র বিহিতাবাসঃ অপি ( দুষ্কৃতিফলে সেই সকল দুর্দেশে  
অবস্থানকারী ব্যক্তিও ) দুঃসঙ্গতঃ নষ্টঃ অপি ( দুঃসঙ্গে নষ্ট ব্যক্তিও ) যেন  
কৃপয়া এব উদ্ধৃতঃ ( যাহারই কৃপায় উদ্ধারলাভ করিয়াছেন ), তং গৌরং  
এব ( সেই গৌরসুন্দরকেই ) আশ্রয়ে ( আশ্রয় করি ) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ । গোপাল-চাপাল-প্রভৃতি অতি-পাতকী, দজ্জী-যবন  
প্রভৃতি নীচজাতি, কদর্যস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্কর্মের চরমসীমায় উপনীত  
জগাই-মাধাইপ্রমুখ অকর্ম ও বিকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, কুকুরভোজী চণ্ডাল  
অপেক্ষা অধম জীব, সর্বদা দুর্কাসনারত, গঙ্গা ও পাণ্ডববর্জিত দুর্দেশজাত  
ও দুর্দেশে বসবাসকারী এবং অসংসঙ্গে নষ্টব্যক্তিও যাহার কৃপায় উদ্ধার  
লাভ করিয়াছেন, সেই গৌরসুন্দরকেই আমি একমাত্র আশ্রয় করি ॥ ৭৮ ॥

দ্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দর—

কলিন্দতনয়াতটে ক্ষুরদমন্দবৃন্দাবনং  
বিহায় লবণাস্থুধেঃ পুলিনপুষ্পবাটীং গতঃ ।  
ধৃতারুণপটঃ পরীহৃতসুপীতবাসা হরি-  
স্তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ প্রকটগৌরিমা মে গতিঃ ॥ ৭৯ ॥

অর্থঃ । কলিন্দতনয়াতটে ( কলিন্দ—কলিন্দপর্বত, তাঁহার তনয়া—কন্যা যমুনা, তটে—তীরে, অথবা কলিন্দ অর্থে সূর্য্য, তাঁহার তনয়া—কন্যা যমুনা, তাহার তটে—তীরে, অর্থাৎ যমুনাতটে ) ক্ষুরদমন্দ-বৃন্দাবনং ( প্রকাশমান সুরম্য-বৃন্দাবন ) বিহায় ( পরিত্যাগ করিয়া ), লবণাস্থুধেঃ ( লবণ-সমুদ্রের ), পুলিনপুষ্পবাটীং ( উপকূলস্থ পুষ্পোদ্ভানে ), গতঃ ( যিনি গমন করিয়াছেন, ) পরীহৃতসুপীতবাসা ( যিনি পরমশোভা-ময় পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া ) ধৃতারুণপটঃ ( অরুণবর্ণ বসন ধারণ করিয়াছেন ), তিরোহিতনিজচ্ছবিঃ ( যিনি ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশ নিজ কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া ), প্রকটগৌরিমা ( গৌরকান্তি প্রকট করিয়াছেন ), হরিঃ ( সেই শ্রীহরি ), মে গতিঃ ( আমার গতি ) ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ । যিনি কলিন্দ-নন্দিনী-তটে প্রকাশমান সুরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ-বারিধির-উপকূলস্থ পুষ্পোদ্ভানে গমন করিয়াছেন, যিনি পরমশোভাময় পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া অরুণ-বসন ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজবর্ণ তর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ( আপনার প্রিয়তমা কান্তা শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা ) আচ্ছাদিত করিয়া গৌরকান্তি প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিই আমার একমাত্র গতি ॥ ৭৯ ॥

## অষ্টম বিভাগ

## লোক-শিক্ষা

( ৮০-৯৯ শ্লোক )

সুরেশ্বরগণেরও দুর্লভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভের নিমিত্ত গৌরহরির  
চরণাশ্রয়ের কর্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিন্তুত হরেভক্তিপদবীং  
দবীয়স্তা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্বাং মুনিবরৈঃ ।  
ন বিশ্রান্তশ্চিহ্নে যদি যদি চ দৌলভ্যমিব তৎ  
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্ ॥ ৮০ ॥

অর্থঃ । অরে মূঢ়াঃ ( অরে মূঢ়সকল ), মুনিবরৈঃ দবীয়স্তা দৃষ্ট্যাপ্য  
অপি অপরিচিতপূর্বাঃ ( মুনিগণ দূরদৃষ্টি দ্বারাও পূর্বে বাঁহার পরিচয় লাভ  
করিতে পারেন নাই, সেই ), গূঢ়াং ( নিগূঢ়া ) হরেঃ ভক্তিপদবীং ( শ্রীহরির  
ভক্তিপদবী ) বিচিন্তুত ( অনুসন্ধান কর ), যদি চিহ্নে ন বিশ্রান্তঃ ( যদি  
ভক্তিপদবীকে অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া চিহ্নে বিশ্বাস না হয় ), যদি চ দৌলভ্যম্  
ইব ( আর যদি উহা দুর্লভ বলিয়াই মনে হয় ), তৎ [ সর্বং ] অশেষং  
পরিত্যজ্য ( সেই সকল সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ) গৌরচরণং  
শরণং ব্রজত ( গৌরহরির শ্রীচরণে শরণাগত হও ) ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ । অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি ( হৃদ্যদৃষ্টি ) দ্বারাও  
পূর্বে বাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ়া  
হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর । যদি চিহ্নে বিশ্বাস না হয়, আর যদি  
উহা দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল ( মনোবশ ) সর্বতোভাবে  
পরিত্যাগ করিয়া গৌরহরির শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর ॥ ৮০ ॥

জগন্নাথদর্শনে অশ্রুসিক্ত গৌরহরির প্রণাম—

দধন্মূর্দ্ধন্যূর্দ্ধং মুকুলিতকরাশ্চোজযুগলং  
গলমেত্রাশ্চোভিঃ স্পিতমৃদুগণ্ডস্থলযুগম্ ।  
ভুকুলেনাবীতং নবকমলকিঞ্জকরুচিনা  
পরংজ্যোতির্গৌরং কনকরুচিচৌরং প্রণমত ॥৮১॥

অর্থঃ । মুকুলিতকরাশ্চোজযুগলং ( অঞ্জলিবদ্ধ করপদ্মযুগল )  
মূর্দ্ধি ( শিরোপরি ) উর্দ্ধং ( উর্দ্ধভাবে ) দধৎ ( স্থাপন করিয়া ) গলমেত্রা-  
শ্চোভিঃ ( বিগলিত নেত্রজলের দ্বারা ) স্পিতমৃদুগণ্ডস্থলযুগং ( যাহার  
সুকোমল গণ্ডস্থলযুগল স্নাত হইতেছে ) নবকমলকিঞ্জকরুচিনা ( নবকমল-  
কেশরের দ্বারা কান্তিযুক্ত ) ভুকুলেন ( বস্ত্রদ্বারা ) আবীতং ( সূশোভিত )  
কনকরুচিচৌরং ( কনক অর্থাৎ সুবর্ণ তাহার, রুচি অর্থাৎ কান্তি তাহার  
চৌর অর্থাৎ অপহরণকারী—অর্থাৎ কনককান্তি গ্রহণ করিয়াছেন যিনি,  
সেই ) পরং-জ্যোতিঃ ( পরমব্রহ্ম ) গৌরং ( গৌরসুন্দরকে ) প্রণমত  
( প্রণাম কর ) ॥৮১॥

অনুবাদ । যিনি অঞ্জলিবদ্ধ করপদ্মযুগল শিরোপরি উর্দ্ধ-  
ভাবে স্থাপন করিয়া বিগলিত নেত্রজলে সুকোমল গণ্ডস্থল প্লাবিত  
করিতেছেন, যিনি নবকমলকেশরের দ্বারা কান্তিযুক্ত বস্ত্রে সূশোভিত, সেই  
তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি-সম্বলিত পরমব্রহ্ম গৌরসুন্দরকে তোমরা প্রণাম কর ॥৮১॥

মহাপ্রভুর কৃপা-ব্যতীত উন্নতোজ্জলরসপ্রাপ্তি অসম্ভব—

ভ্রাতঃ কীর্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং  
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্নাথলম্ ।  
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ  
ত্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন হয়ি ॥ ৮২ ॥

অবস্থা । [ অয়ে—হে ] ভ্রাতঃ, গোকুলপতেঃ ( ব্রজরাজ-  
নন্দনের ) উদামনামাবলীং ( পরমপ্রভাববতী নামশ্রেণী ) নাম ( বাক্যা-  
লঙ্কার—স্বীকার বা নিশ্চয়ার্থে ) কীর্তয় ( কীর্তন কর ), যদ্বা ( অথবা )  
তত্ত্ব ( তাঁহার ) দিব্যমধুরং ( দেদীপ্যমান মাধুর্য্যময় ) জগন্মঙ্গলং ( ভুবন-  
মঙ্গল ) রূপং ভাবয় ( শ্রীমূর্ত্তি চিন্তাই কর ), যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ  
( শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ) রূপাদৃষ্টিঃ ( রূপাকটাক্ষ ) স্বয়ি ( তোমাতে ) ন  
পতেৎ ( পতিত না হয় ), হস্ত ( হায়, ) [ তদা—তাহা হইলে ] প্রেমমহা-  
রসোজ্জ্বলপদে ( প্রেমবশতঃ মহান্ অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট রস আছে যে উজ্জ্বলে  
অর্থাৎ শৃঙ্গারে, তাহার পদে অর্থাৎ বিষয়ে,—শৃঙ্গাররসকেই উজ্জ্বল রস  
বলে ) তে ( তোমার ) আশা অপি ন সম্ভবেৎ ( আশাও সম্ভব হইতে  
পারে না ) ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ । হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহা-  
শক্তিমতী নামাবলীই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল  
দিব্যমধুররূপই ধ্যান কর,—যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর  
রূপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বল-  
প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮২ ॥

সর্বসিদ্ধির আকর গৌরচরণে আশ্রয়োপদেশ—

অয়ে ন কুরু সাহসং তব হসন্তি সর্বোত্তমং

জনাঃ পরিত উন্মদা হরিরসাম্বতাস্বাদিনঃ ।

ইদম্ভুতং শৃণু প্রণয়বন্ত প্রস্তু যতে

যদেব নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌরঃ পরম্ ॥ ৮৩ ॥

অবস্থা । অয়ে [ ভ্রাতঃ চৈতন্যপদাশ্রয় বিনা অগ্ৰ সাধনেষু—হে  
ভ্রাতঃ, শ্রীচৈতন্যপদাশ্রয় ব্যতীত অপর সাধনসমূহে ] সাহসং ন কুরু

( সাহস করিও না অর্থাৎ সেই সকলে সহসা প্রবৃত্ত হইও না ) [ যতঃ—  
 যেহেতু ] হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ ( চিত্তবিন্ধহরণশীল হরির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের  
 ভক্তিরসামৃত-আস্বাদননিপুণ ) [ অতএব ] পরিতঃ উন্মাদাঃ ( সর্বতোভাবে  
 উদ্ভগত হইয়াছে মদ অর্থাৎ প্রেমানন্দ ঝাঁহাদের, সেইসকল গৌরভক্তগণ )  
 তব ( তোমার ) সর্বোদ্যমং ( সর্বপ্রকার উত্তমের প্রতি ) হসন্তি ( হাস্য  
 করেন ) ইদং তু নিভৃতং শৃণু ( এই গুহ্যকথাটা শ্রবণ কর ) নিগমেষু ( বেদাদি  
 শাস্ত্রে ) যদেব প্রণয়বস্ত্ত প্রস্তু যতে ( ঝাঁহাকে প্রেমপদার্থ বলিয়া প্রস্তাবিত  
 হয় ) তৎপতিঃ ( তাঁহার পতি অর্থাৎ বিষয় ) অয়ং হি ( নিশ্চয়ার্থে ) পরং  
 ( কেবল ) গৌরং ॥ ৮৩ ॥

**অনুবাদ ।** ওহে, তুমি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-ব্যতীত অপর কোনও  
 সাধনে সহসা প্রবৃত্ত হইও না ; কৃষ্ণ-প্রেম-পীযুষ-রসপানে একান্ত উন্মাদ  
 গৌরজনসমূহ তোমার ঐক্য সর্ববিধ উত্তমকে উপহাস করেন । এখন  
 অতি গোপনীয় একটি কথা শ্রবণ কর,—নিখিল-বেদাদি শাস্ত্রে প্রণয়-বস্ত্ত  
 বলিয়া ঝাঁহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও, এই শ্রীগৌরানন্দই তাহার  
 একমাত্র বিষয় ॥ ৮৩ ॥

শুদ্ধভক্তিরহিত অচিদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরও আরাধ্য শ্রীগৌরহরি—

জ্ঞানাদিবস্তু বিরুচিং ব্রজনাথভক্তি-

রীতিং ন বেদ্বি ন চ সদগুরবো মিলন্তি ।

হা হন্ত হন্ত মম কঃ শরণং বিমুঢ়

গৌরো হরিস্তব ন কর্ণপথং গতৌহস্তু ॥ ৮৪ ॥

**অনুবাদ ।** জ্ঞানাদিবস্তু বিরুচিং ( জ্ঞান—নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, আদি—  
 নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম, অধ্যাত্মযোগ, শুদ্ধবৈরাগ্যাদি, সেইসকল মার্গে বিরুচি-  
 প্রদানকারিণী ) ব্রজনাথভক্তিরীতিং ( শ্রীকৃষ্ণের ভজনপরিপাটী ) ন বেদ্বি

( জানি না ) ন চ [ মম ] সদ্গুরুবঃ মিলন্তি ( অথবা আমার সদ্গুরুও  
লাভ হইতেছে না ) মম কঃ শরণং [ ভবিতা ] ( আমার উপায় কি ) হা হন্ত  
হন্ত ( হায় হায় ! ) [ অরে ] নিমূঢ় ! ( অহে তুমি একজন বিশিষ্ট মূর্থ ! )  
গৌরঃ হরিঃ ( গৌরহরি ) তব কর্ণপথং ন গতৌহস্তু ( কি তোমার কর্ণপথে  
গমন করেন নাই ? অর্থাৎ শীঘ্র গৌরহরির উপাসনাকে তোমার কর্ণপথে  
আনয়ন কর, আর বিলম্ব করিও না ) ॥ ৮৪ ॥

**অনুবাদ ।** নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানাদি-পথে বিতৃষ্ণা-উৎপাদনকারিণী  
যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন-প্রণালী, তাহা ত' আমি জানি না ! সদ্গুরুগণের  
সহিতও ত' আমার সাক্ষাৎকার হইতেছে না ! ( আমার এখন উপায়  
কি ? ) আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব ? হায়, হায়, আঁত মূর্থ তুমি !  
( এখনও তোমার শরণ্য কে, তাহাই স্থির করিতে পারিতেছ না ? )  
গৌরহরির নামটীও কি তোমার কর্ণপথে প্রবেশ করে নাই ? ৮৪ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরকৃপাই প্রার্থনীয়—

বৃথাবেশং কর্ম্মম্বপনয়ত বার্ত্তামপি মনাক্  
ন কর্ণাভ্যর্ণেহপি কচন নয়তাধ্যাত্মসরণেঃ ।  
ন মোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্য্যমধুরঃ  
পুমর্থানাং মৌলির্মিলতি ভবতাং গৌরকৃপয়া ॥ ৮৫ ॥

**অব্রহ্ম ।** কর্ম্মম্ব ( নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে ) বৃথাবেশং ( বৃথা  
অভিনিবেশ ) অপনয়ত ( দূরে পরিত্যাগ কর ), অধ্যাত্মসরণেঃ ( অধ্যাত্ম—  
আরোহবাদীর ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার, তাহার সরণি অর্থাৎ মার্গ,  
তাহার ) মনাক্ বার্ত্তামপি ( অল্পমাত্র বার্ত্তাও ) কচন ( কোন সময়ে )  
কর্ণাভ্যর্ণেহপি ( কর্ণের অভ্যর্ণে অর্থাৎ সমীপেও ) ন নয়ত ( আনয়ন  
করিও না ) দেহাদৌ ( দেহাদিতে ; ‘আদি’ শব্দে তৎসম্বন্ধী স্ত্রীপুত্র দেশ-

সমাজ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুতে ) মোহং ন ভজত (মোহ করিও না), [তদা—তাহা হইলে] পরমাশ্চর্য্যামধুরঃ (সর্বোৎকৃষ্ট চমৎকারকারী মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যে আস্বাদ্য) পুমর্থানাং মৌলিঃ (পুরুষার্থশিরোমণি—পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমা) ভবতাং (তোমাদের) গৌররূপয়া (গৌরসুন্দরের রূপায়) মিলতি (মিলিবে—বর্ত্তমানসামীপ্যে লট) ॥ ৮৫ ॥

**অনুবাদ।** নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্মে রুথা অভিনিবেশ—দূরে পরিহার কর; আরোহ-বিচারপথের অতি অল্পমাত্র কথাও কদাচ তোমার কর্ণদ্বারের নিকটেও আসিতে দিও না এবং দেহ ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না; তাহা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের রূপায় তোমাদের পুরুষার্থশিরোমণি পরমাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-ময় রূপ-প্রেমা লাভ হইবে ॥ ৮৫ ॥

স্ত্রীসন্তাষণ, স্বর্গাভিলাষ, শাস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতির তুচ্ছত্ব ও

একমাত্র গৌরপদাশ্রয়ের শ্রেষ্ঠত্ব—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলগ্নহহ তীর্থাটনিকয়া।

সদা যোষিদ্ভ্যাশ্রয়ান্ত্রসত বিতথাং থুংকুরু দিবম্।

তৃণম্নগ্না ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং

নটন্তুং গৌরাজং নিজরসমদাদম্মুদিতটে ॥ ৮৬ ॥

**অনুবাদ।** অহহ সদা যোষিদ্-ব্যাভ্রাঃ ত্রসত (সর্বদা স্ত্রীরূপা ব্যাভ্রীর নিকট হইতে সাবধান হও; যদি প্রশ্ন হয়, ‘যোষিৎকে ব্যাভ্রীর সহিত তুলনা করায় ‘স্ত্রীসন্তাষণ’ নিষিদ্ধ হইল, তাহা হইলে সস্ত্রীক-কৃত-যাগাদি-ধর্ম্মাচরণ-ব্যতীত কিরূপেই বা স্বর্গপদবী লাভ হইবে?—এই প্রশ্নাশঙ্কায়ই বলিতেছেন—) বিতথাং (মিথ্যাভূতা অর্থাৎ নশ্বর) দিবং (স্বর্গকে) তৃণম্নগ্নাঃ (তৃণপ্রায় তুচ্ছ মনে করিয়া) থুংকুরু (তৎপ্রতি থুংকার

নিষ্কেপ কর) [আচ্ছা, স্বর্গসুখ না হয় নখর হইল, আমরা যোগশাস্ত্রাভ্যাস করিয়া যোগাদি সাধন করিব, তাহাতে ত' সর্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে—এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন] শাস্ত্রাভ্যাসৈঃ অলম্ ( শাস্ত্রাভ্যাস বৃথা ) [ কারণ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া যোগাভ্যাসকারিগণের সিদ্ধি ত' দূরের কথা, শ্রেষ্ঠ যোগাকৃত ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত পতনের কথা শ্রুত হয়—যাহার সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ অনিশ্চয়তা এবং যাহার অভ্যাসও অত্যন্ত দুঃখজনক, সেইরূপ কার্যে প্রয়োজন কি ? ] [বদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তীর্থ-নিষেবন ত' অধিক সুখকর ? আমরা তীর্থসেবা করিয়া জ্ঞানাদি লাভ করিব এবং তৎকালে মোক্ষের অধিকারী হইতে পারিব—এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন] তীর্থাটনিকয়া [চ] অলং ( তীর্থপর্য্যটনে প্রয়োজন কি ? ) [কারণ প্রথমতঃ তীর্থপর্য্যটনে পরিশ্রম, দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মী ও জ্ঞানীর—ধামাপরাধ বর্তমান থাকায় তাহাদিগের তীর্থভ্রমণ ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব—চেষ্টা মাত্র—তাহা হইলে কি কর্তব্য, তাহাই এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন] ধন্যঃ, ( হে প্রেমধনপ্রাপ্তিযোগ্য পুরুষগণ, ) [ যুগ—তোমরা ] নিজরস-মদাৎ অম্বুধিতে ( স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমরসোৎসব-আনন্দে নীলাচলে সাগর-কূলে ) নটন্তং ( নৃত্যশীল ) সন্ন্যাসিকপটং ( সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী ) কিল ( নিশ্চয়ার্থে ) গৌরাজং শ্রয়ত ( গৌরাজকেই আশ্রয় কর ) ॥ ৮৬ ॥

**অনুবাদ ।** বাধিনী কামিনী-সঙ্গ হইতে সর্বদা সাবধান হও ; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ( কালবিপ্লুত ) স্বর্গপদে খুংকার প্রদান কর ; রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর ; আর তীর্থ-পর্য্যটনেই বা কি লাভ ?—তাহা হইতেও বিরত হও । ( ঐ দেখ ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাজ নীলাচল-নীলাম্বুধিতে নিজ কৃষ্ণ-স্বরূপের প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন !—হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, ( যাও, যাও ) তোমরা তাহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

কষ্টসাধ্য যোগাদিমার্গে বিফল-চেষ্টা-পরিত্যাগপূর্বক

গৌরানুরতিই উপদেশসার—

কিং তাবদ্বত দুর্গমেষু বিফলং যোগাদিমার্গেষ্বহো

ভক্তিং কৃষ্ণপদান্বজে বিদধতঃ সৰ্বার্থমানুষ্ঠত ।

আশা প্রেমমহোৎসবে যদি শিবব্রহ্মাত্মনভ্যেহুভুতে

গৌরে ধামনি দুর্কিগাহমহিমোদারে তদা রজ্যতাম্ ॥৮৭

অনুব্র। বত (খেদে) অহো (সম্বোধনে) [অহো ভ্রাতরঃ—হে ভ্রাতৃ-

গণ, ] দুর্গমেষু যোগাদিমার্গেষু ( কৃচ্ছু সাধ্য অষ্টাঙ্গ-যোগাদি পন্থায় ) কিং

তাবৎ বিফলং [ অনুসন্ধানং ক্রিয়তে ! ] ( বুঝা যুরিয়া কি লাভ ! ) কৃষ্ণ-

পদান্বজে ভক্তিং বিদধতঃ ( কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিবিধানকারীর ) সৰ্বার্থং

( সৰ্বার্থশিরোমণি প্রেম অথবা সৰ্ব-পদার্থের মধ্যে বাহা একমাত্র অর্থ

অর্থাৎ প্রয়োজন যে প্রেমধন, তাহা ) আনুষ্ঠত ( বলপূর্বক গ্রহণ কর ;

সম্যকরূপে লুটিয়া লও ) শিবব্রহ্মাত্মনভ্যে ( শিব-ব্রহ্মাদির দুস্ত্রাপ্য )

অভুতে প্রেমমহোৎসবে যদি আশা [বর্জিতে] (আশা থাকিয়া থাকে), তদা

( তাহা হইলে ) দুর্কিগাহ মহিমোদারে গৌরে ধামনি ( দুজ্জের মহিমা

বাহার এবং যিনি উদার অর্থাৎ মহাবদাত্ত, সেইরূপ গৌরশুন্দরে )

রজ্যতাম্ ( অনুরক্ত হও ) ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ। অহে ভ্রাতৃবৃন্দ, কৃচ্ছু সাধ্য অষ্টাঙ্গ-যোগাদি-

পন্থার বুঝা অনুসন্ধান করিয়া কি ফল ! কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-বিধান-

কারীর সৰ্বার্থ প্রেমধন লুষ্ঠন কর। শিব-ব্রহ্মাদিরও দুস্ত্রাপ্য পরমাশ্চর্য্য

প্রেমানন্দোৎসবে যদি তোমার আশা থাকে, তাহা হইলে মহাবদাত্ত

দুজ্জের-মহিম গৌরহরিতে অনুরক্ত হও ॥ ৮৭ ॥

গৌরভক্তির ফলই রাধাদাত্ত—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ ।

তথাতথোৎসর্পতি হৃদকস্মাৎ রাধাপদান্তোজসুধানুরাশিঃ ॥

অব্রহ্ম । কৃতপুণ্যরাশিঃ ( পুঞ্জ পুঞ্জ স্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ ) গৌর-  
পদারবিন্দে ( শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে ) যথা যথা ( যেরূপ যেরূপ ) ভক্তিঃ  
বিন্দেত ( ভক্তিলাভ করেন ), অকস্মাৎ [ তস্ম—তাহার ] হৃদি ( হৃদয়ে )  
তথা তথা ( সেইরূপ সেইরূপ ) রাধাপদাস্তোজ-সুধামুরাশিঃ ( শ্রীরাধার  
পদরূপ অস্তোজ—পদ্ম, তাহার সুধারূপ অমুরাশি—সমুদ্র অর্থাৎ শ্রীরাধা-  
পাদপদ্মসুধাসমুদ্রঃ ) উৎসর্পতি ( উদ্গত হইয়া থাকে ) ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ । পুঞ্জ পুঞ্জ স্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে  
যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের  
প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

গৌরচরণাশয়ের উৎকর্ষতা—

অপারম্ভ প্রেমোজ্জ্বল-রসরহস্যামৃতনিধে-  
নিধানং ব্রহ্মেশাচ্চিত ইহ হি চৈতন্যচরণঃ ।

অতস্তং ধ্যায়ন্তঃ প্রণয়ভরতো যাস্তু শরণং

তমেব প্রোন্মত্তাস্তমিহ কিল গায়ন্তু কৃতিনঃ ॥ ৮৯ ॥

অব্রহ্ম । চৈতন্যচরণঃ ( চৈতন্যচরণ ) হি ( যেহেতু ) ব্রহ্মেশাচ্চিতঃ  
( শিববিরিক্ষিরও আরাধ্য ), অপারম্ভ ( অপার ) প্রেমোজ্জ্বলরসরহস্যামৃত-  
নিধেঃ ( উজ্জ্বল প্রেমরসরহস্যরূপ অমৃত সাগরের ) নিধানং ( আধার ),  
অতঃ ( অতএব ) কৃতিনঃ ( স্কৃতিমান্ অর্থাৎ সারগ্রাহি-পুরুষগণ ) ইহ  
( এই কলিকালে ) প্রণয়ভরতঃ ( প্রণয়ভরে ) তং ( সেই চৈতন্যচরণ )  
ধ্যায়ন্তঃ ( ধ্যান করিতে করিতে ) তমেব ( সেই চৈতন্যচরণেরই ) শরণং  
যাস্তু ( শরণাগত হউন্ ), প্রোন্মত্তাঃ [ সন্তঃ ] ( অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া ) তং  
( চরণাম্বুজ-মহিমা ) কিল ( নিশ্চিত ) ইহ ( এইকালেই ) গায়ন্তু ( গান  
করুন ) ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্যচরণ শিব-বিরিক্ষিরও আরাধ্য, অপার-  
উন্নত-উজ্জ্বলরস-রহস্যামৃত-সাগরের আধার । অতএব এই কলিকালে

সারগ্রাহী স্মৃতিমান্ পুরুষগণ প্রণয়ভরে সেই চৈতন্যচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারই শরণাগত হউন্ এবং এইকালেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাই ( চৈতন্যচরণ-মহিমাই ) কীর্তন করুন ॥ ৮৯ ॥

ত্রিদিগু-গোস্বামীর গৌরভক্তি-প্রচার-প্রণালী ; সৰ্ব্বধর্ম্য পরিত্যাগ-

পূর্বক গৌরচরণানুরক্তিই একমাত্র কর্তব্য—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য

কৃৎস্না চ কাকুশতম্বেতদহং ব্রবীমি ।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ-

গৌরান্ধচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ ৯০ ॥

অর্থঃ । দন্তে তৃণকং নিধায় ( দন্তে অতি ক্ষুদ্র তৃণ ধারণ-পূর্বক ; ইহার দ্বারা কীর্তনপ্রচারক ত্রিদিগু-গোস্বামীর ‘তৃণাদপি সূনীচতা’ স্মৃতিত হইতেছে, কারণ যে তৃণকে জগতের লোক পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, সেই তৃণগণের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র তৃণটী তিনি তাঁহার দন্তে ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ উহাকেও শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিতে-ছেন ) পদয়োঃ নিপত্য ( পদযুগলে পতিত হইয়া ; ইহা দ্বারা গৌরকথা-প্রচারক ত্রিদিগু-গোস্বামীর ‘অমানী’-ধর্ম্য স্মৃতিত হইতেছে—ব্রহ্মসন্ন্যাসীর আশ্রয় তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া নিজকে ‘নারায়ণ’ জ্ঞান করেন না অথবা কর্মজড় স্মার্ত্তকুলের বিচারের আশ্রয় তিনি জগতের সর্বজীবের স্বরূপদর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি স্থূললিঙ্গদেহের প্রাকৃত-বিচারে আবদ্ধ নহেন, তাই তিনি সকলের নিকটই ‘অমানী’ হইয়া সত্যকথা কীর্তন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ) কাকুশতং কৃৎস্না চ (শত শত কাকুশাদ সহকারে ; ইহা দ্বারা কীর্তনপ্রচারক ত্রিদিগু-গোস্বামীর ‘তরুর আশ্রয় সহিষ্ণুতা’ স্মৃতিত হইতেছে ; জগতের বহির্মুখ জনগণ কিছুতেই সত্যকথা গুনিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকেও ত্রিদিগু-গোস্বামিগণ

কাকুতি মিনতি করিয়া হরিকথা শ্রবণ করাইতে উৎসুক ) এতৎ অহং  
ব্রবীমি ( আমি ইহা বলিতেছি ) হে সাধবঃ ( হে সাধুগণ, ইহা দ্বারা  
কীর্তন-প্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোষ্ঠামীর ‘মানদ’-ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে ) সকল-  
মেব বিহার্য দূরাং ( সকলই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া ; আপনারা  
সাধু বটে, কিন্তু যে সকল বস্তু লইয়া আপনাদের অন্তরে ‘সাধু’-অভিমান  
বা জগতের নিকট সাধু বলিয়া পরিচয়, সেই সকল কর্ম্ম, জ্ঞান, সাংখ্য-  
যোগ, ফল্গুবেরাগ্য, চতুর্কর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন এবং বাবতীর সৎ ও অসৎ  
ক্লেশেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিকূল-চেষ্টা বা বাসনা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া )  
চৈতন্যচন্দ্রচরণে ( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মে ) অনুরাগঃ কুরুত ( অনুরাগ  
করুন ) ॥ ৯০ ॥

**অনুবাদ** । হে সাধুগণ, আমি ( ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ) দস্তে তৃণ  
ধারণ-পূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতি-  
সহকারে এইমাত্র বলিতেছি ( ভিক্ষা চাহিতেছি ), আপনারা সমস্তই  
( আপনারদের মনঃকল্লিত সকল সাধুত্ব বা ধর্ম্মকেই ) দূর হইতেই পরি-  
ত্যাগ-পূর্ব্বক ( দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জন-পূর্ব্বক ) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনু-  
রাগবিশিষ্ট হউন ॥ ৯০ ॥

পরম-নিগূঢ় প্রেমামৃতাস্বাদরূপা গৌরকৃপা বৈকুণ্ঠে ও দুর্লভ—

অহো ন দুর্লভা মুক্তি ন'চ ভক্তিঃ সুদুর্লভা ।

গৌরচন্দ্র-প্রসাদস্ত বৈকুণ্ঠেহপি সুদুর্লভঃ ॥ ৯১ ॥

**অর্থ** । [বদি প্রশ্ন হয়—মুক্তি, ভক্তি ( ঐশ্বর্য্যময়ী বৈধী-ভক্তি )  
প্রভৃতি সকল ত্যাগ করিয়া কি জগুই বা গৌরপাদপদ্মে অনুরাগবিশিষ্ট  
হইব?—এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন ] অহো, মুক্তিঃ ন দুর্লভা ( ওহে,  
সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় দুর্লভ বস্তু নহে, কারণ উহা জ্ঞানমিশ্রা বৈধী-  
ভক্তি দ্বারাই সুলভ ), ভক্তিঃ ন সুদুর্লভা ( ভক্তিও অত্যন্ত দুর্লভ নহে ;

কারণ বৈধসাদন দ্বারা বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-সেবা লাভ হয় ) গৌরচন্দ্র প্রসাদস্ত ( কিন্তু গৌরচন্দ্রের প্রসন্নতা অর্থাৎ গৌরপ্রসাদ হইতে প্রকটীভূত পরম নিগূঢ় প্রেমামৃতাস্বাদ ) বৈকুণ্ঠেইপি স্নহল্লভঃ ( বৈকুণ্ঠেও স্নহল্লভ ) ॥ ৯১ ॥

**অনুবাদ ।** শুদ্ধজ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মসামুজ্য অথবা জ্ঞানমিশ্রা বৈধী-ভক্তিসাধ্য সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় ছল্লভ নহে । বৈধভক্তিসাধ্য নারায়ণ-সেবা স্নহল্লভাও নহে । কিন্তু গৌরকৃপা ( গৌরকৃপা ত্রিবিধা—( ১ ) অনর্থনিবৃত্তিরূপা নিশ্চিন্তা, ( ২ ) ভক্তিসিদ্ধান্তরসপ্রাপ্তিরূপা রসদা, ( ৩ ) মাধুর্য্য-মর্যাদা-প্রাপ্তিরূপা সমদা ) বৈকুণ্ঠেও স্নহল্লভা । কেন না, বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ-পার্বদগণও গৌরকৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

চৈতন্যভক্তেরই মধুর স্বভাব, জগৎ-পূজাত্ম, কারুণ্য ও

সহিষ্ণুতাদি জগদাকর্ষক-গুণাবলী সম্ভব—

**ভজন্তু চৈতন্যপদারবিন্দং ভবন্তু সন্ততিরসেন পূর্ণাঃ ।**

**আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং মাধুর্য্য-সৌভাগ্য-দয়া-ক্ষমাত্মৈঃ ॥৯২॥**

**অর্থ ।** চৈতন্যপদারবিন্দং ভজন্তু ( শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করন্ ) সন্ততিরসেন চ পূর্ণাঃ ভবন্তু ( সর্বোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে অর্থাৎ অনর্পিতর উন্নত-উজ্জ্বল-রসে আপ্নুত হউন্—চৈতন্যপাদপদ্ম আশ্রয়েই একমাত্র তাহা সম্ভব ) মাধুর্য্যসৌভাগ্যদয়াক্ষমাত্মৈঃ ( মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুর-স্বভাব, সৌভাগ্য অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমাস্বাদন, দয়া অর্থাৎ জীবমাত্রেই সেই প্রেমবিতরণ, ক্ষমাত্মৈঃ তৃণাদপি স্তনীচতা প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণ দ্বারা ) ত্রিজগৎ ( ত্রিলোককে ) বিচিত্রং ( বিচিত্র প্রকারে ) আনন্দয়ন্তু ( আনন্দিত করন্ ) ॥ ৯২ ॥

**অনুবাদ।** আপনারা চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন,

সর্কোৎকৃষ্ট অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জল-রসে আপ্ত হউন এবং মাধুর্য্য

(মধুর স্বভাব), সৌভাগ্য (সর্কোৎকৃষ্ট প্রেমাঙ্গাদন), কারুণ্য (বহির্ন্যুথ-

জীবকে ক্লেশানুখী-করণ বা নাম-প্রচার), ক্ষমা (তরুর ত্রায় সহিষ্ণুতা)

প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা ত্রিভুবনকে আনন্দ-বৈচিত্র্য দান করুন ॥ ৯২ ॥

একমাত্র গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত সংসারোত্তরণ, সঙ্কীর্ণন-রসাস্বাদন ও

প্রেমসম্পত্তিলাভ অসম্ভব—

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্রাং

সঙ্কীর্ণনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ ।

প্রেমান্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-

শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু ॥ ৯৩ ॥

**অর্থ।** যদি সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং স্রাং (যদি কাহারও

সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ ‘সংসারের পার হইয়া

ভক্তির সাগরে’ ডুবিবার অভিলাষ থাকে) মনশ্চেৎ সঙ্কীর্ণনামৃতরসে রমতে

(সঙ্কীর্ণনামৃত-রসমাধুরীতে যদি মন রমণ করিতে ইচ্ছা করে) যদি

প্রেমান্বুধৌ বিহরণে চিত্তবৃত্তিঃ স্রাং (যদি প্রেমরসসাগরে বিহারার্থ

চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে) [তদা—তাহা হইলে] চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং

প্রযাতু (শরণ গ্রহণ কর) ॥ ৯৩ ॥

**অনুবাদ।** যদি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে,

যদি সঙ্কীর্ণনামৃত-রস-মাধুরীতে রমণ করিতে মন হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে

বিহার করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে

শরণাগত হও ॥ ৯৩ ॥

সর্কোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত, প্রেমভক্তি ও বৈরাগ্য গৌরভক্তগণেই আবদ্ধ—

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধয়ন্তু যথা তথা ।

চৈতন্যচরণান্তোজভক্তিনভ্যসমং কুতঃ ॥ ৯৪ ॥

**অন্বয়।** জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি (জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তি প্রভৃতি) যথাতথা (যে কোন প্রকারে) সাধয়ন্তু (সাধন বা উৎপাদন করুক), [কিন্তু] চৈতন্যচন্দ্রচরণাস্তোত্রভক্তিলভাসমং (চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয় তাদৃশ অর্থাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণাশ্রিত ভক্তগণের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যতত্ত্বজ্ঞান, তৎফলে অন্ত্র বিরাগ এবং উন্নত-উজ্জল-ভক্তিরস) কুতঃ (আর কোথায়? অর্থাৎ আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না) ॥ ৯৪ ॥

**অনুবাদ।** (লোকে) জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রকারেই উৎপন্ন করুক না কেন, চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়, সেরূপ আর কোথায়? অর্থাৎ সেরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ৯৪ ॥

চৈতন্যভক্তের সংসারে গতাগতিমাত্রই লাভ—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।

ন ভজেৎ সর্ব্বতোমূর্ত্ত্যুরূপাশ্রমমরোত্তমৈঃ ॥ ৯৫ ॥

**অন্বয়।** ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) অচৈতন্যং (চেতনতা-রহিত অর্থাৎ স্বরূপামূর্ত্তিরহিত বা বিভূচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীন) বিশ্বং (সমগ্র জগৎ) অমরোত্তমৈঃ (শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ দ্বারা) উপাশ্রমং (উপাশ্রম) চৈতন্যং ঈশ্বরং (চৈতন্য ঈশ্বরকে অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা চৈতন্যকে) যদি ন ভজেৎ (ভজনা না করে), [তদা—তাহা হইলে] সর্ব্বতঃ মূর্ত্তাঃ (সর্ব্বপ্রকারে মূর্ত্তা) [ভবতি—লাভ হইয়া থাকে] ॥ ৯৫ ॥

**অনুবাদ।** এই কৃষ্ণভক্তিহীন বহির্মুখ জগৎ যদি শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবোত্তমগণেরও উপাশ্রম সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে

ভজনা না করে, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে মরণমাত্রই লাভ হইয়া থাকে  
অর্থাৎ তাহার জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদি কৰ্ম্মফলভোগই  
করিতে থাকে ॥ ৯৫ ॥

চৈতন্যচন্দ্রে অতাল্লভক্তিমান্ পুরুষও ইন্দ্রাদি দেবগণকে  
দাসত্বে নিযুক্ত করিতে সমর্থ—

আশা যস্য পদদ্বন্দ্বে চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ ।

তস্যেন্দ্রো দাসবদ্ভাতি কা কথা নৃপকীটকে ॥ ৯৬ ॥

অর্থঃ । চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ ( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ) পদ-  
দ্বন্দ্বে ( চরণযুগলে ) যস্য আশা ( যাহার আশা ), তস্য ( তাহার নিকট )  
ইন্দ্রঃ [অপি] দাসবৎ ভাতি ( ইন্দ্রও দাসের ত্যায় প্রকাশিত হন )  
[অন্তে—অন্ত] নৃপকীটকে ( ক্ষুদ্র কীটতুল্য নৃপতি-সম্বন্ধে ) কা কথা  
( কি কথা ) ! ৯৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে যাহার আশা  
বর্তমান, তাহার নিকট সুরপতিও দাসের ত্যায় প্রতিভাত হন, অন্ত ক্ষুদ্র  
কীটতুল্য নৃপতির কথা কি ? ৯৬ ॥

গৌরভজন-চিন্তামণির মহাজনগণ নিজভরণপোষণচিন্তাস্বৃত্ত—

যস্য আশা কৃষ্ণচৈতন্যে নৃপদ্বারি কিমর্থিনঃ ।

চিন্তামণিষয়ং প্রাপ্য কো মূঢ়ো রজতং ব্রজেৎ ॥ ৯৭ ॥

অর্থঃ । যস্য অর্থিনঃ (যে যাচকের) কৃষ্ণচৈতন্যে আশা [বর্ত্তে]  
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লাভের আশা আছে) [তস্য—তাহার] নৃপদ্বারি (রাজদ্বারে)  
কিং ( প্রয়োজন কি ? ) চিন্তামণিং প্রাপ্য ( চিন্তামণি লাভ করিয়া ) মূঢ়ঃ  
অয়ং কঃ ( এমন মূঢ় কে ? ) রজতং ব্রজেৎ ( রজতের নিমিত্ত গমন  
করে ) ? ৯৭ ॥

**অনুবাদ।** যে বাচকের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-ধনে অভিলাষ রহিয়াছে, রাজদ্বারে তাঁহার প্রয়োজন কি? চিন্তামণি লাভ করিয়াও রজতের নিমিত্ত (দূর দেশে) গমন করিয়া থাকে, এমন মুর্থ কে আছে? ৯৭॥

জগতে গৌরভক্তব্যতীত প্রেমোন্মত্তপুরুষ আর কেহ নাই—

ধ্যায়ন্তো গিরিকন্দরেষু বহবো ব্রহ্মানুভূয়াসতে  
যোগাভ্যাসপরাশ্চ সন্তি বহবঃ সিদ্ধা মহীমণ্ডলে ।  
বিজ্ঞানশৌর্য্যধনাদিভিঃ বহবো জল্পন্তি মিথ্যোদ্ধতাঃ  
কো বা গৌরকৃপাং বিনাত্ত জগতি প্রেমোন্মদো নৃত্যতি ॥

**অনুবাদ।** গিরিকন্দরেষু (পর্বত-গুহায়) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) ধ্যায়ন্তঃ (নির্কিংশেষ-ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে) ব্রহ্ম অনুভূয় (ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া) আসতে (অবস্থান করিতেছেন) চ (এবং) মহীমণ্ডলে (পৃথিবীমণ্ডলে) যোগাভ্যাসপরাঃ (অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসরত) বহবঃ সিদ্ধাঃ (অগ্নিমাди সিদ্ধিলব্ধ বহুব্যক্তি) সন্তি (বর্তমান আছেন) বিজ্ঞানশৌর্য্য-ধনাদিভিঃ চ (এবং বিজ্ঞান-বল-ধনাদি দ্বারা) মিথ্যোদ্ধতাঃ (মিথ্যা বিষয়ে প্রমত্ত) বহবঃ (বহুব্যক্তি) জল্পন্তি (বৃথা জল্পনে প্রবৃত্ত আছেন), [কিন্তু] গৌরকৃপাং বিনা (গৌরকৃপা ব্যতীত) জগতি (জগতে) কঃ বা (কেই বা) অতঃ (আজ) প্রেমোন্মদঃ (প্রেমোন্মত্ত) [সন্—হইয়া] নৃত্যতি (নৃত্য করিতেছেন)? ৯৮ ॥

**অনুবাদ।** গিরিকন্দরে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত বহু ধ্যান-তৎপর জ্ঞানযোগী ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং পৃথিবী-মণ্ডলে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসপরায়ণ অগ্নিমাदिसिद्धিলব্ধ বহুপুরুষ বর্তমান আছেন, আরও বহুব্যক্তি প্রাকৃত বিজ্ঞান-বল-ধনাদি অনত্য-বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া বৃথা প্রজল্পে প্রবৃত্ত আছেন; কিন্তু গৌরহরির কৃপা ব্যতীত জগতে আজ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রেমোন্মদে নৃত্য করিতেছেন? ৯৮ ॥

গৌরভক্ত কাশীবাস-গয়াশ্রাদ্ধাদি তুচ্ছ-অভিলাষশূন্য—

কাশীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো  
মুক্তিঃ শুভ্রীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ ।  
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেহপি ক ভীতিঃ  
শ্রীপুত্রাদৌ যদি কৃপয়তে দেবদেবঃ স গৌরঃ ॥ ৯৯ ॥

অর্থঃ । যদি দেবদেবঃ ( যদি দেবতাগণেরও উপাশ্র ) সঃ গৌরঃ  
( সেই গৌরসুন্দর ) কৃপয়তে ( কৃপা করেন ), [ তদা—তাহা হইলে ]  
কাশীবাসীন্ অপি ( কাশীবাসিগণকে অর্থাৎ যাহারা নির্ভেদমুক্তি লাভের  
জন্তু কাশীবাস অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ) ন গণয়ে ( গণনা  
করি না ), কিং গয়াং মার্গয়াম ( গয়াধামই বা কি নিমিত্ত অন্বেষণ  
করিব ? অর্থাৎ ফলকামী কস্মীর ত্রায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি প্রদান  
করিবার জন্তু গৌরভক্ত গয়া-শ্রাদ্ধাদির জন্তু ব্যস্ত নহেন ) যদি মে  
মুক্তিঃ ( যদি আমার সম্বন্ধে মুক্তিই ) শুভ্রী-ভবতি ( শুভ্রি-তুল্য হয় )  
[ তহি—তাহা হইলে ] কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ ( অত্র ত্রিবর্গাদিকলের আর  
কথা কি ! ) মহারৌরবে অপি ( আর মহারৌরবেও ) [ যদি ] ত্রাসাভাসঃ  
ন স্ফুরতি ( লেশমাত্রও ভয় না হয় ), [ তদা—তাহা হইলে ] শ্রীপুত্রাদৌ  
( শ্রীপুত্রাদি বিষয়ে ) ক ভীতিঃ ( ভয় কোথায় ) ? ৯৯ ॥

অনুবাদ । ব্রহ্মশিবাদি দেবতাগণেরও প্রভু সেই শ্রীগৌরসুন্দর  
যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে কাশীবাসীদিগকেও গণনা করি না, গয়া-  
ধাম অন্বেষণই বা কি জন্তু করিব ? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুভ্রিতুল্য  
প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম এই ত্রিবর্গের কথা আর কি ?  
আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে  
শ্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায় ? ৯৯ ॥

## নবম বিভাগ

## শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা

( ১০০—১০৯ শ্লোক )

গৌরহরির রূপ-গুণ-মাধুর্য-বীৰ্য্য-ঐদার্য্য দ্বারা সর্বোৎকর্ষতা-বর্ণন—

মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ প্রেমসিন্ধুজগদাপ্লবোদয়মঃ ।

কোহপি দিব্যনবহেমকন্দলীকোমলো জয়তি গৌরচন্দ্রমাঃ ॥

অনুব্র। মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ ( মত্ত তরুণ সিংহের গ্রায় প্রভাবশালী অর্থাৎ কলিনিগ্রহে যিনি মত্ত সিংহযুবকের গ্রায় বিক্রমশালী ), প্রেমসিন্ধু-জগদাপ্লবোদয়মঃ ( প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া জগৎ প্লাবিত করিবার জন্ত চেষ্টাযুক্ত ), দিব্যনবহেমকন্দলীকোমলঃ ( দিব্য—মনোহর, নবহেমকন্দলীকোমল—নবপ্রস্ফুটিত হেমকন্দলীর গ্রায় সুকোমল ) কঃ অপি গৌরচন্দ্রমাঃ ( কোনও অনির্কচনীয় গৌরচন্দ্র ) জয়তি ( সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ) ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ। কলিনিগ্রহে মত্ত তরুণ সিংহের গ্রায় প্রভাব-বিশিষ্ট মনোহর নব-প্রস্ফুটিত-সুবর্ণকলিকা হইতেও সুকোমল, প্রেম-সিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বপ্লাবনে চেষ্টাবিশিষ্ট কোন অনির্কচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্রমা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০০ ॥

রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাহ্লাদন-বাৎসল্যোদার্য্য-

গান্ধীৰ্য্য-মাধুর্য্যের সর্বোৎকর্ষতা—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-

বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে ।

গান্ধীৰ্য্যেহস্তোদ্ধিকোটিমধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধবীককোটি-

র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥

অম্বর । [ যঃ—যিনি ] সৌন্দর্য্যে ( লাভণ্যে ) কামকোটঃ  
 ( কোটি কন্দর্প অর্থাৎ বাঁহার লাভণ্যরাশি অসংখ্য মদনকেও দিক্কার করে )  
 সকলজনসমাহ্বাদনে ( সর্বজীবের সুস্নিগ্ধতাবিধানে ) চন্দ্রকোটঃ ( কোটি-  
 চন্দ্র অর্থাৎ অগণিত চন্দের স্নিগ্ধতাকেও তুচ্ছ করে ) বাৎসল্যে ( স্নেহে )  
 মাতৃকোটঃ ( কোটি মাতা অর্থাৎ অসংখ্য মাতার বৎসলতাকেও বর্ক  
 করে ) ঔদার্য্যসারে ( বদান্ততার পরাকাষ্ঠায় ) ত্রিংশবিটপিনাং কোটিঃ  
 ( কোটি কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ অগণিত কল্পতরুর বদান্ততাকেও দিক্কার করে )  
 গান্তীর্ঘ্যে ( গন্তীরতায় ) অস্তোধিকোটঃ ( কোটিসমুদ্র অর্থাৎ বাঁহার  
 গান্তীর্ঘ্য সহস্র সহস্র সমুদ্রের গন্তীরতাকেও পরাভূত করে ) মধুরিমণি  
 ( মাধুর্য্যে ) সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটঃ ( কোটি অমৃতসার, দুগ্ধসার ও  
 মধুসার ; ‘মাধ্বীক’-শব্দে—মধুজাত সুরা, এইস্থানে ‘সুধা’-শব্দ দ্বারা  
 ‘অমরত্ব’ ও ‘অপূর্ব্ব আশ্বাদনত্ব’, ‘ক্ষীর’-শব্দ দ্বারা ‘তুষ্টি’ ও ‘পুষ্টি’ এবং  
 ‘মাধ্বীক’-শব্দ দ্বারা ‘প্রেমান্নভূতা’ সূচিত হইয়াছে ) প্রণয়রসপদে  
 ( শৃঙ্গার-রসবিষয়ে ) দশিতাশ্চর্য্যকোটঃ ( যিনি কোটি চমৎকারিতা  
 প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসকোবিদ-প্রদর্শিত শৃঙ্গার-রসমাধুর্য্য  
 অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত প্রণয়রস কোটিগুণে অধিক চমৎকারিতা-  
 বিশিষ্ট ) সঃ দেবঃ গৌরঃ ( সেই লীলাময় গৌরসুন্দর ) জীরাৎ ( জয়যুক্ত  
 হউন্ ) ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ । যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্প, সর্বজীবের সুস্নিগ্ধতা-  
 বিধানে কোটি চন্দ্র, স্নেহে কোটি মাতা, বদান্ততার পরাকাষ্ঠায় কোটি  
 কল্পতরু, গান্তীর্ঘ্যে কোটি সমুদ্র, মাধুর্য্যে কোটি অমৃতসার, কোটি দুগ্ধসার  
 ও কোটি মধুসার, শৃঙ্গার-রসবিষয়ে কোটি চমৎকারিতা- ( রসবৈচিত্র্য )-  
 প্রদর্শক, সেই লীলাময় গৌরহরি জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১০১ ॥

শিব-ব্রহ্মাদিরও বিস্ময়প্রদ স্বীয় ভক্তবৃন্দের নিকট নিজ-মহিমা-  
প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরহরি—

স্বপাদান্তোজৈকপ্রণয়নহরীসাদনভূতাং  
শিবব্রহ্মাদীনামপি চ স্মমহাবিস্ময়ভূতাম্ ।  
মহাপ্রেমাবেশাং কিমপি নটতামুন্মদ ইব  
প্রভুর্গৌরো জীয়াং প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥ ১০২ ॥

অনুব্র। স্বপাদান্তোজৈকপ্রণয়নহরীসাদনভূতাং ( স্বীয় পাদপদ্ম-  
যুগলের, একা—সর্বোৎকর্ষিণী, প্রণয়নহরী—ভাবতরঙ্গ, হৃদয়ে তাহা  
প্রকট করিবার নিমিত্ত যে সাদন. সেই সাদনভক্তগণের অর্থাৎ স্বীয়  
পাদপদ্মযুগলের সর্বোৎকর্ষিণী প্রেমলহরী হৃদয়ে প্রকট করিবার জন্য যে  
সকল সাদনভক্তগণ বিরাজিত, তাহাদের ) শিবব্রহ্মাদীনাম্ অপি চ ( শিব-  
ব্রহ্মাদিরও ) স্মমহাবিস্ময়ভূতাং ( নিরতিশয় বিস্ময়প্রদানকারী ) মহা-  
প্রেমাবেশাং ( মহাভাবে আবেশ নিবন্ধন ) উন্মদঃ ইব ( উন্মত্তের স্থায় )  
কিমপি নটতাং ( আশ্চর্য্য নৃত্যকারি-ভক্তগণের ) প্রকটপরমাশ্চর্য্যমহিমা  
( পরমাশ্চর্য্যমহিমা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ) প্রভুঃ ( স্বতন্ত্র  
ঈশ্বর ) গৌরঃ ( গৌরসুন্দর ) জীয়াং ( জয়হুত্বে ইউন্ ) ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ। স্বীয় পাদপদ্মযুগলের সর্বোৎকর্ষিণী প্রেমভক্তি-  
লহরীপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সাদনভক্তিতে অবস্থিত ভক্তগণের এবং  
শিব-ব্রহ্মাদিরও অত্যন্ত বিস্ময়প্রদানকারী মহাভাবে আবেশ-নিবন্ধন  
উন্মত্তের স্থায় চমৎকার নৃত্যশীল ভক্তগণের পরমাশ্চর্য্য-মহিমা যিনি  
প্রকাশ করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সর্বোৎকর্ষের সহিত  
বিরাজ করুন ॥ ১০২ ॥

অতিবিক্রম, তেজঃ, কাণ্টি, স্নিগ্ধতা, গতিমাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-

পূর্ব্বক গৌরহরির উৎকর্ষতা বর্ণন—

মাথুৎ কোটিমৃগেন্দ্রহৃষ্টিবস্তিগ্নাং শুকোটিচ্ছবিঃ

কোটীন্দুটশীতলো গতিজিতপ্রোন্নতকোটিদ্বিপঃ ।

নান্না দুর্গতকোটিনিস্কৃতিকরো ব্রহ্মাদিকোটিশ্বরঃ

কোট্যৈতশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ । মাথুৎ কোটিমৃগেন্দ্রহৃষ্টিবস্তিঃ ( কোটি মত্ত কেশরীর হৃকারের গ্রার যাহার শব্দ ) তিগ্নাং শুকোটিচ্ছবিঃ ( কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় অঙ্গকাণ্টিবিশিষ্ট ) কোটীন্দুটশীতলঃ ( কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশীতল ) গতিজিতপ্রোন্নতকোটিদ্বিপঃ ( কোটি মত্তহস্তীর গতি অপেক্ষাও সুন্দরগতিবিশিষ্ট ) নান্না ( ‘হরেকৃষ্ণ’ প্রভৃতি মহামন্ত্র অথবা ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’, ‘বিশ্বম্ভর’ প্রভৃতি নামের দ্বারা ) দুর্গতকোটিনিস্কৃতিকরঃ ( কোটি দুর্দশাগ্রস্তব্যক্তির নিস্তারক ) ব্রহ্মাদিকোটিশ্বরঃ ( কোটি কোটি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর ) কোট্যৈতশিরোমণিঃ ( কোটি কোটি অদ্বৈতবাদী-দিগের উপাশ্রয় নির্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রতীতির পরম পরাকাষ্ঠা পরমব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ঘনীভূত নরাকার পরব্রহ্ম ) শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ( শ্রীশ্রীশচীনন্দন ) বিজয়তে ( সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করন্ ) ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ । কোটি মত্তকেশরীর হৃকারের গ্রার গন্তীর স্বরবৃত্ত, কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় কাণ্টিধারী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশীতল, কোটি মত্তগজেন্দ্র-গমন অপেক্ষা সুন্দর গতিবিশিষ্ট, ‘হরেকৃষ্ণ’-প্রভৃতি নাম-সঙ্কীর্তন দ্বারা কোটি দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির নিস্তারক, কোটি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, কোটি অদ্বৈতবাদিগণের উপাশ্রয়, নির্বিশেষ-ব্রহ্মের পরম পরাকাষ্ঠা পরম ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-স্বরূপ শ্রীশ্রীশচীনন্দন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৩ ॥

হৃদয়ের অন্ধকার-নাশক নিগূঢ় প্রেম-রসাস্বাদনমার্গ-প্রকাশক

গৌরপ্রদীপ—

যো মার্গো দূরশূন্যো বত ইহ বলবৎকণ্টকো যোতিতুর্গো  
মিথ্যার্থভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দনিঃশৃন্দকো যঃ ।  
সত্ত্বঃ প্রত্যোতয়ন্তং প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদগুহায়াঃ  
কোহপ্যন্তর্ধান্তহন্তা স জয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ । ইহ ( এই জগতে ) যঃ দূরশূন্যঃ ( বাহা ‘দূর’ অর্থাৎ  
প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর ও শূন্য অর্থাৎ কন্ধ্যাদি চেষ্টার ছায় প্রাকৃত স্থলভাব-  
রহিত ) [ যো বা—অথবা যাহা ] বত ( খেদে ) বলবৎকণ্টকঃ ( শুদ্ধজ্ঞান  
ও মিত্য-নৈমিত্তিক কন্ধ্যাগ্ররূপ কণ্টকে অবরুদ্ধ ) [ অতঃ—অতএব ]  
যঃ অতিতুর্গঃ ( বাহা দুস্প্রবেশনীয়, তুর্গম ) যঃ মিথ্যার্থভ্রামকঃ ( মিথ্যার্থ—  
অসত্যবিষয়, তাহাতে সত্যত্বরূপে জ্ঞানোৎপাদক অর্থাৎ বাহা মিছাভক্তি  
বা ছলভক্তি প্রভৃতিকেই “ভক্তি” বলিয়া স্থরিগণেরও ভ্রমোৎপাদন  
করে ) যঃ সপদি রসময়ানন্দ-নিঃশৃন্দকঃ ( যাহা আশু প্রেমানন্দরস-  
প্রবাহক ) মার্গঃ ( পন্থা ) তং ( সেই পন্থাকে ) সত্ত্বঃ ( তৎক্ষণাৎ )  
প্রত্যোতয়ন্ ( প্রকৃষ্টরূপে উদ্দীপ্ত করিয়া ) হৃদগুহায়াঃ ( হৃদয়গুহার )  
অন্তর্ধান্তহন্তা ( অজ্ঞানান্ধকারনাশক ) স্নেহবান্ ( স্নেহপূর্ণ, দীপ পক্ষে—  
‘স্নেহ’ শব্দে তৈল ) নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ ( নবদ্বীপে দীপ্যমান প্রদীপস্বরূপ )  
কোহপি ( কোনও এক অনির্কচনীয় পুরুষ ) সঃ জয়তি ( জয়যুক্ত  
হউন ) ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ । যে ভক্তিমার্গ প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর এবং কন্ধ্যা-  
দির ছায় বাহাড্বরশূন্য, হায় ! বাহা শুদ্ধজ্ঞান ও কন্ধ্যাগ্ররূপ কণ্টকে  
অবরুদ্ধ সূতরাং অতিশয় তুর্গম, বাহা মিথ্যাবিষয়ে সত্যত্বরূপে ভ্রমোৎ-  
পাদক এবং আশুপ্রেমানন্দরসপ্রবাহক, সেই ভক্তিমার্গকে যিনি সত্ত্ব

উদীপ্ত করিয়া চিত্তগুহার অন্তঃস্থলীয় অজ্ঞানান্নকার বিনাশ করেন এবং  
 যিনি ভক্তিমহিমা-প্রকটকারী, সেই স্নেহ-পূর্ণ নবদ্বীপ-প্রদীপ কোন  
 এক অনির্বচনীয় পুরুষ জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৪ ॥

নবদ্বীপ-প্রদীপ নিত্য জাজ্বল্যমান—

দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো

জ্যোতিঃ কন্দলসদ্যসন্মধুরিমা বাহ্যন্তরধ্বান্তহং ।

সস্নেহাশয়বর্ত্তিদিব্যবিসরত্তেজাঃ সূবর্ণদ্যুতিঃ

কারুণ্যাদিহ জাজ্বলীতি স নবদ্বীপপ্রদীপোহদ্ভুতঃ ॥ ১০৫ ॥

অম্বয় । কুতর্কশলভান্ ( কুতর্করূপ পতঙ্গসকলকে ) দূরাং এব  
 ( দূর হইতেই ) দহন্ ( দগ্ধ করিতে করিতে ) কোটীন্দুসংশীতলঃ ( কোটি  
 চন্দ্র অপেক্ষা ও সূশীতল ) জ্যোতিঃকন্দলসদ্য ( জ্যোতিঃপুঞ্জের আবাসস্থল )  
 সন্ম-মধুরিমা ( সন্ম—উৎকৃষ্ট, মধুরিমা—মাধুর্য্য অর্থাৎ অতিশয় মধুর )  
 বাহ্যন্তরধ্বান্তহং ( বাহ্য ও অভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক ) সস্নেহাশয়বর্ত্তি-  
 দিব্যবিসরত্তেজাঃ ( সস্নেহ—স্নেহের সহিত বর্ত্তমান—অপরপক্ষে য্বতাদি  
 দ্রববস্তুর সহিত বর্ত্তমান, যে আশয় অন্তঃকরণ—অপরপক্ষে আধার, তাহাই  
 বর্ত্তি—শলাকা, তাহা হইতে ‘দিব্যবিসরত্তেজঃ’ দিব্য—সুন্দররূপে, ‘বিসরৎ’  
 নির্গত হইতেছে তেজঃ বাহার তিনি, অর্থাৎ স্নেহহইতেলের সহিত বর্ত্তমান  
 অন্তঃকরণরূপ বর্ত্তিকা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাহার তেজ নির্গত হইতেছে )  
 সূবর্ণদ্যুতিঃ ( সূবর্ণকান্তিবিশিষ্ট ) অদ্ভুতঃ ( অপ্রাকৃত ) সঃ নবদ্বীপপ্রদীপঃ  
 ( সেই নবদ্বীপ-প্রদীপ ) কারুণ্যাং ( করুণাবশতঃ ) ইহ ( এই প্রপঞ্চে )  
 জাজ্বলীতি ( দেদীপ্যমান্ আছেন ) ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ । যে অপ্রাকৃত-প্রদীপ দূর হইতেই কুতর্করূপ পতঙ্গ-  
 সমূহকে দগ্ধ করিতেছেন, বাহ্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সূশীতল ও জ্যোতিঃ-  
 পুঞ্জের আবাসস্থল, অতিশয় স্নিগ্ধ, বাহ্যভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক, স্নেহবৃত্ত

অন্তঃকরণরূপ বর্জিকা হইতে বাহার দিব্যতেজো বিনির্গত হইতেছে এবং বাহার কান্তি স্রবণের ত্রায়, সেই নবদীপ-প্রদীপ (গৌরসুন্দর) রূপাপূর্বক এই প্রপঞ্চে দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ১০৫ ॥

বিভাবাদি সাত্ত্বিকভাব-শোভিত গৌরহরি—

চীৎকারৈর্দশদিক্জুখং মুখরয়ন্নট্টহাসচ্ছটা-

বীচীভিঃ স্ফুটকুন্দকৈরবগণপ্রোদ্ভাসি কুর্বন্নভঃ ।

সর্বাস্বং পবনোচ্চলচ্চলদলপ্রায়প্রকম্পং দধ-

মন্তঃ প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতির্গৌরো হরিঃ শোভতে ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ । চীৎকারৈঃ ( চীৎকার দ্বারা—হর্ষবিবাদ জন্ত অত্যন্ত উৎকর্ষার সহিত উচ্চারিত শব্দদ্বারা ) দশদিক্জুখং ( দশদিক্ ) মুখরয়ন্ ( মুখরিত—প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ) অট্টহাসচ্ছটাবীচীভিঃ ( অট্ট-হাস্তের কান্তিলহরী দ্বারা ) নভঃ ( গগনমণ্ডলকে ) স্ফুটকুন্দকৈরবগণ-প্রোদ্ভাসি কুর্বন্ ( স্ফুটিত কুন্দ ও কুমুদ পুষ্প দ্বারা পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে ) পবনোচ্চলচ্চলদলপ্রায় প্রকম্পং ( পবনোচ্চল—বায়ু দ্বারা চালিত, চলদল—অশ্বখবৃক্ষ, তৎপ্রায়—তাহার ত্রায়, প্রকম্পং—প্রকম্পিত ) সর্বাস্বং ( সর্বাস্ব ) দধং ( ধারণ করিয়া ) প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতিঃ ( প্রেমরসোন্মদ—প্রেমোন্মত্ত হর্ষগর্ভ, তদ্বারা আর্প্লুতগতি—বিবিধ গতির মধ্যে উল্লক্ষন বা উদ্ভগ্ন নৃত্যরূপ গতিবিশেষ অর্থাৎ প্রেমরসোন্মত্ত-হর্ষগর্ভমতে মত্ত হইয়া উদ্ভগ্ন নৃত্যশীল ) মন্তঃ গৌরঃ হরিঃ শোভতে ( মত্ত গৌরহরি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ) ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ । হর্ষবিবাদে অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইয়া, উচ্চ শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে, অট্ট-অট্ট-হাসচ্ছটালহরী দ্বারা বিকসিত কুন্দ ও কুমুদ-কুসুমের ত্রায় গগনমণ্ডল পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে, বায়ুচালিত চঞ্চল অশ্বখতরুর ত্রায় প্রকম্পিত অঙ্গসমূহ ধারণ-

পূর্বক প্রেমরসোথ হর্ষগর্ভাদিগদে উদ্ভূত নৃত্যশীল মত্ত গৌরহরি সর্বোৎ-  
কর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

শচীগর্ভসিদ্ধুমাঝে উদিত নিষ্কলঙ্ক, প্রেমামৃত-বর্ষণকারী গৌরচন্দ্র—  
নির্দোষশ্চারুন্মত্তোবিধুতমলিনতা বক্রভাবঃ কদাচি-  
ল্লিঃশেষপ্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযুষবর্ষী ।

উদ্ভূতঃ কোহপি ভাগ্যোদয়রুচিরশচীগর্ভদুষ্কামুরাশে-  
ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিতপদরুচিভাতি গৌরান্ধচন্দ্রঃ ॥

অব্রহ্ম । নির্দোষঃ ( নির্দোষ—কলঙ্করহিত অথবা ‘নির’ নাই  
দোষা রাত্রির বা অন্ধকারের অপেক্ষা বাঁহার, তিনি—সদা প্রকাশমান )  
চারু-নৃত্যঃ (মনোহর নৃত্যশীল) বিধুতমলিনতা বক্রভাবঃ (মলিনতা ও বক্র-  
ভাবশূন্য) নিঃশেষ-প্রাণিতাপত্রয়হরণমহাপ্রেমপীযুষবর্ষী (সর্বজীবের তাপত্রয়  
দূর করিবার নিমিত্ত প্রেম-পীযুষবর্ষণকারী) ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বাদিত-  
পদরুচিঃ (ভক্তদিগের চিত্তচকোর, তদ্বারা আস্বাদিত পদ—কিরণ, রুচি—  
মাধুরী, অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর বাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করে )  
কোহপি গৌরান্ধচন্দ্রঃ (কোন অনির্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরচন্দ্র) ভাগ্যোদয়-  
রুচিরশচীগর্ভদুষ্কামুরাশেঃ (ভাগ্যোদয়—ভাগ্যের উদয়, রুচির—পরম-  
সুন্দরী, শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে) উদ্ভূতঃ (উদিত) [সন্—  
হইয়া] ভাতি (দীপ্তিলাভ করিতেছেন) ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ । নিষ্কলঙ্ক সদোদিত, মনোহর নৃত্যশীল, মলিনতা ও  
বক্রভাবশূন্য, সর্বজীবের তাপত্রয় দূরীকরণার্থ প্রেম-পীযুষবর্ষণকারী, ভক্ত-  
গণের চিত্তচকোরস্বাদিত-কিরণ-মাধুরী (অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর  
বাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন) কোন অনির্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্র  
ভাগ্যবতী ও পরমা সুন্দরী শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরাক্ষি হইতে উদিত  
হইয়া দীপ্তিলাভ করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্বরসে বিহ্বলা শ্রীমতী রাধিকার ভাবে নিমগ্ন

শ্রীগৌরহরি—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপর্যদা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তঃ

মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুছরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতম্ ।

উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণকরুণোদগীর্ণহাহেতি রাবো

গৌরঃ কোহপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নচ্চকাস্তি ॥ ১০৮ ॥

অন্বয় । ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নঃ [ সন্ ] ( কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবামৃত-জলবিমগ্ন হইয়া ) নয়নপর্যদা ( অশ্রুধারার ) পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তঃ ( পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগকে ) সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ ( পুনঃ পুনঃ সেচন করিতে করিতে ) অহো ! ( আহা ! ) দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতং ( দীর্ঘনিঃশ্বাসসমূহ ) প্রতিমুছঃ ( প্রতিক্ষণে ) মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ ( বারম্বার পরিত্যাগ করিতে করিতে ) উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ ( উচ্চক্রন্দন করিয়া ) করুণ-করুণোদগীর্ণহাহেতি রাবঃ ( যিনি অতি করুণ-রসসূচক ‘হা’ ‘হা’ এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন ) কঃ অপি গৌরঃ ( কোন এক অনির্কচনীর পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর ) চকাস্তি ( নিজভাব প্রকাশ-পূর্বক সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ) ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ । যিনি ব্রজে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধিকার মহা-ভাবামৃত-জলধিতে মগ্ন হইয়া নয়নজলে পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশের প্রান্ত-ভাগকে পুনঃ পুনঃ সিঞ্জন করিতেছেন, অহো ! ) যিনি মুছমুছঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, অতি করুণ রসসূচক ‘হা’ ‘হা’ এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, এতাদৃশ কোন এক অনির্কচনীর পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিজভাব প্রকাশ-পূর্বক সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥

রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি—

বিভ্রদ্বর্ণং কিমপি দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং  
 দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপালবালঃ ।  
 আবিস্কুৰ্বন্ কচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং  
 সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুৰ্ভাতি গৌরাজ্জচন্দ্রঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ। দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং ( অগ্নি হইতে উথিত তপ্ত সুবর্ণ-  
 সারের ছায় ) কিং অপি বর্ণং ( অনির্কচনীয় বর্ণ ) বিভ্রং ( ধারণ করিয়া )  
 দৃপ্তগোপালবালঃ [ সন্ ] ( দৃপ্ত—উদ্দীপ্ত অর্থাৎ প্রকাশিত, গোপাল-  
 বাল—বালগোপাললীলা, অর্থাৎ বালগোপাললীলা প্রকাশ করিয়া )  
 কিং অপি দিব্যাকারং ( অনির্কচনীয় চিন্ময়বিগ্রহ ) কলয়ন্ ( ধারণ  
 করিয়া ) কচিৎ অবসরে ( কোন সময়ে ) তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং ( সেই সেই  
 অতিশয় চমৎকারিণী লীলা ) আবিস্কুৰ্বন্ ( প্রকাশ করিয়া ) সাক্ষাদ্রাধা-  
 মধুরিপুবপুঃ ( সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু ) গৌরাজ্জচন্দ্রঃ ( শ্রীগৌর-  
 সুন্দর ) ভাতি ( পরমশোভায় শোভিত হইতেছেন ) [ শ্রীল স্বরূপ-  
 গোস্বামীও বলিয়াছেন,—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে  
 রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যপ্রযুক্ত  
 রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান । সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি  
 একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট । ] ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ। দহনোত্তীর্ণ-তপ্তকাক্ষনসারের ছায় কোনও এক  
 অনির্কচনীয় বর্ণ ধারণ-পূর্বক বালগোপাললীলাপ্রকাশ, কখনও বা কোন  
 এক অনির্কচনীয় চিন্ময়বিগ্রহে অতিশয় চমৎকারিণী কৈশোরলীলা  
 আবিস্কার-পূর্বক সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর দীপ্তি  
 পাইতেছেন ॥ ১০৯ ॥

## দশম বিভাগ

## অবতার-মহিমা

( ১১০—১৩০ শ্লোক )

বজ্রতুলা কঠিন হৃদয়কে ও দ্রবকারী কৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ  
গৌরাবতারের মহিমা—

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরী  
পরীতানাং পাটৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভূতাম্ ।  
অহো বজ্রপ্রায়ঃ হৃদপি নবনীতায়িতমভূ-  
নু গাং লোকে যস্মিন্ভবতরতি স গৌরো মম গতিঃ ॥ ১১০ ॥

অর্থঃ । নৃগাং লোকে ( মনুষ্যলোকে অর্থাৎ প্রপঞ্চে ) যস্মিন্  
অবতরতি [ সতি ] ( যিনি অবতীর্ণ হইলে ) অহো ! পুরুভিঃ পাটৈঃ  
( স্তুমহৎ পাপপুঞ্জ দ্বারা ) পরীতানাং ( পরিবৃত ) এষাং তনুভূতাং অপি  
( এই সকল দেহধারিগণের সম্বন্ধেও ) ভগবন্নামলহরী ( শ্রীকৃষ্ণের নাম-  
তরঙ্গ অর্থাৎ “হরেকৃষ্ণ” “হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি শ্রীনাম-পরিপাটী ) অকস্মাৎ  
এব ( সহসাই ) আবির্ভবতি ( প্রকাশিত হইয়াছেন ), বজ্রপ্রায়ঃ হৃৎ  
অপি ( কর্ণজ্ঞানাदि অথবা নানা প্রকার অনর্থ দ্বারা বজ্রের গ্রাস কঠিন  
হৃদয়ও ) নবনীতায়িতং অভূৎ ( নবনীতের গ্রাস স্নেহে কোমল ও  
দ্রবীভূত হইয়াছে ), সঃ গৌরঃ ( সেই গৌরসুন্দর ) মম গতিঃ [ ভবতু ]  
( আমার গতি হউন্ ) ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ । মনুষ্যলোকে যিনি অবতীর্ণ হইলে, অহো ! স্তুমহৎ  
পাপপুঞ্জে পরিবৃত দেহধারিগণের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণনাম-তরঙ্গ অকস্মাৎ  
প্রকাশিত হইয়াছেন এবং অপরাধ-কঠিন অশ্মসার হৃদয়ও নবনীতের গ্রাস  
স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি হউন্ ॥

গৌরাবতারে সাধনমাত্র-রহিত নিষিদ্ধাচাররত ব্যক্তিগণের ও

প্রেমানন্দ-প্রাপ্তি—

ন যোগো ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মা

ন বেদা নাচারঃ ক নু বত নিষিদ্ধাভ্যুপরতিঃ ।

অকস্মাচ্চৈতন্যেহবতরতি দয়াসারসদয়ে

পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুণ্ঠতি জনঃ ॥ ১১১ ॥

অনুব্রহ্ম । অকস্মাৎ দয়াসারসদয়ে চৈতন্যে ইহ অবতরতি [ সতি ]

( অকস্মাৎ ইহ-জগতে পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে ) [ বস্তু—

বাঁহার ] ন যোগঃ ন ধ্যানং ন চ জপতপস্ত্যাগনিয়মাঃ [ সন্তি ] ( যোগ,

ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ ও নিয়ম কিছুই নাই ) ন বেদাঃ ন আচারঃ

( বেদাধ্যয়ন ও সদাচারও নাই ) নিষিদ্ধাভ্যুপরতিঃ বত ক নু ( হায় !

নিষিদ্ধাদি কস্মৈ নিবৃত্তিই বা কোথায় ! অর্থাৎ বাঁহার পাপকস্মৈ নিবৃত্তিও

নাই ) [ তাদৃশঃ ] জনঃ ( তাদৃশ ব্যক্তি ) পুমর্থানাং মৌলিং পরং ( পুরুষাণ-

শিরোমণি উৎকৃষ্টপ্রেম ) মুদা ( দৃষ্টচিন্তে ) লুণ্ঠতি ( লুণ্ঠন করিতেছেন ) ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ । পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ

অবতীর্ণ হইলে বাঁহার যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন,

সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না, হায় ! এমন কি, বাঁহার পাপাদি

কস্মৈ নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি

পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিতেছেন ! ১১১ ॥

কর্মাঙ্কড়-স্মার্ত্ত ও যোগীদিগের কঠিন চিন্তকেও দ্রবকারী

গৌরাবতারের মহিমা—

মহাকর্মাশ্রোতো নিপতিতমপি স্বেৰ্য্যময়তে

মহাপাষণেভ্যোহপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্ ।

নটতুর্দ্ধং নিঃসাধনমপি মহাযোগমনসাং

ভুবি শ্রীচৈতন্যেহবতরতি মনশ্চিত্তবিভবে ॥ ১১২ ॥

অশ্রয় । চিত্রবিভবে ( চিত্র—আশ্চর্য্য, বিভব—সামর্থ্য যাঁহার, ভাবে সপ্তমী ; আশ্চর্য্যবিভবযুক্ত ) শ্রীচৈতন্যে ভুবি অবতরতি [ সতি ] ( শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে ) [ কশ্মিকুলে—কশ্মিকুলের ] মনঃ ( মন ) মহাকর্ষ্মশ্রোতানিপতিতং অপি ( মহাকর্ষ্মরূপ প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও ) স্থৈর্য্যং অরতে ( গৌরসুন্দরের প্রেম লাভ করিয়া স্থিরতাপ্রাপ্ত হইতেছে ) [ এবং ] মহাপাষণেভ্যঃ অতি কঠিনং অপি ( মহাপাষণ হইতেও অতিশয় কঠিন হইলেও ) [ মনঃ ] দ্রবদশাং এতি ( মন ভক্তিরস দ্বারা দ্রবতাপ্রাপ্ত হইতেছে ), মহাযোগমনসাং অপি ( মহা-যোগাদিসাধনে মন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের, তাঁহাদিগেরও ) [ মনঃ—মন ] নিঃসাধনং ( যোগাদি হইতে বিরত হইয়া ) উর্দ্ধং নটতি ( উর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ যোগাদি অক্ষজসাধন পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ চিত্তব্রিলাসরাজ্যে প্রেমানন্দাস্বাদন করিতেছে ) ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ । আশ্চর্য্যবিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কশ্মিকুলের মন মহাকর্ষ্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেমলাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তি-রসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে । মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি ( অক্ষজ )-সাধন হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ অধোক্ষজ চিত্তব্রিলাস-রাজ্যে প্রেমানন্দাস্বাদন করিতেছে ॥ ১১২ ॥

গৌরাবতারে বিষয়ী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের নিজ-নিজ-ধৰ্ম্ম

পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক প্রেমরসোন্মত্ততা—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা  
যোগীন্দ্রা বিজহুর্গুণশ্লিষ্যমজক্লেশং তপস্তাপসাঃ ।  
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-  
মাৰিকুৰ্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাণ্ড্র আসীদ্রসঃ ॥১১৩॥

অস্বপ্ন। চৈতন্যচন্দ্রে পরাং ভক্তিব্যোগপদবীং আবিস্করতি [সতি]  
 ( শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রেষ্ঠা ভক্তিব্যোগপদবী অর্থাৎ রাগানুগীয় ভজনমার্গ  
 আবিস্কার করিলে ) বিষয়িণঃ ( প্রাকৃত-বিষয়রসে মগ্ন ব্যক্তিগণ )  
 জীপুল্লাদিকথাং ( জীপুল্লাদির ভরণপোষণসম্বন্ধিনী গ্রাম্যকথা ) জহঃ  
 ( ত্যাগ করিয়াছিলেন ) বুধাঃ ( পণ্ডিতগণ অর্থাৎ দার্শনিক, আলঙ্কারিক,  
 নৈয়ায়িক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ) শাস্ত্রপ্রবাদং ( শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ )  
 [ জহঃ—পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ], যোগীন্দ্রাঃ ( যোগিশ্রেষ্ঠগণ ) মরুন্নিয়মজং  
 ক্লেশং ( মরুৎ—পবন, নিয়ম—বশীকরণ, তজ্জগ্ত ক্লেশ অর্থাৎ প্রাণায়াম-  
 কুস্তকাদি দ্বারা স্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণ-বায়ু নিরোধজন্ত সাধন-ক্লেশ )  
 বিজহঃ ( বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন ) তাপসাঃ ( তপস্বিগণ )  
 তপঃ ( তপস্তা ) [ জহঃ—ত্যাগ করিয়াছিলেন ], যতয়ঃ চ যতিগণও  
 অর্থাৎ নির্ভেদজ্ঞানসন্ন্যাসিগণও ) জ্ঞানাভ্যাসবিধিং ( নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান )  
 জহঃ ( পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ), [ তদা—তখন ] অন্তঃ রসঃ ন এব  
 আসীৎ ( ভক্তিরস ব্যতীত অন্ত কোন রসই ছিল না, অর্থাৎ বিষয়িগণের  
 প্রাকৃত-রস, আলঙ্কারিক, দার্শনিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রাকৃত-  
 শাস্ত্ররস, যোগিগণের পারমাত্ম্যরস, নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের নির্বিশেষ-  
 ব্রহ্মরস—কোনটাই ‘অদ্বয়জ্ঞানরসের’ নিকট ‘রস’ বলিয়া বোধ হইল  
 না; কারণ রতিরূপা ভগবৎসম্বন্ধিনী প্রবৃতি বা স্থায়িত্ব, ‘নিভাব’  
 ‘অনুভাব’, ‘সাদ্বিক’ ও ‘ব্যভিচারী—এই চতুর্বিধ সামগ্রীর মিলনে  
 যে চমৎকার ভক্তিরস উৎপাদন করে, তাহার নিকট অত্যাশ্রিত প্রাকৃত  
 বা খণ্ডরস ‘রস’-পদবাচ্যই হইতে পারে না ) ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিব্যোগ-পদবী আবিস্কার করিলে  
 প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ জীপুল্লাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,  
 পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ  
 প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছিলেন, তপস্বি-

গণ তাঁহাদের তপস্বী ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানু  
সন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অত্র কোন  
প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই ॥ ১১৩ ॥

গৌরাবতারে বেদগুহ উন্নতোজ্জল-রসপ্রচার ও সৰ্ব্ব-সাধারণের  
প্রেমপ্রাপ্তি—

অভূদগেহে গেহে তুমুলহরিসঙ্কীৰ্ত্তনরবো  
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রব্যাতিকরঃ ।  
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী  
দবীয়ন্তান্মায়াদপি জগতি গোরেহবতরতি ॥ ১১৪ ॥

অন্বয় । জগতি ( জগতে ) গোরে অবতরতি [ সতি ] ( গৌরসুন্দর  
অবতীর্ণ হইলে ) গেহে গেহে ( গৃহে গৃহে ) তুমুলহরিসঙ্কীৰ্ত্তনরবঃ  
অভূৎ ( তুমুল হরিসঙ্কীৰ্ত্তনের রোল উথিত হইয়াছিল ) দেহে দেহে  
( প্রতি শরীরেই ) বিপুলপুলকাশ্রব্যাতিকরঃ ( বিপুল অর্থাৎ পরিপুষ্ট,  
রোমাঞ্চ-অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকবিকার, ব্যতিকর—সমূহ ) বভৌ ( শোভা  
পাইয়াছিল ), স্নেহে স্নেহে ( প্রেম-পরিপাকই স্নেহ ; প্রেমভক্তির  
গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে ) আন্ময়াৎ অপি ( 'আন্ময়'-শব্দে শ্রুতি  
বা বেদ, তাহা হইতেও ) দবীয়সী ( অর্থাৎ সুদূরতরা ) পরমমধুরোৎকর্ষ-  
পদবী অপি ( পরমা ও মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও ) [ প্রকটীভূতা—প্রকাশিতা  
হইয়াছে ] ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ । শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে  
তুমুল হরিসঙ্কীৰ্ত্তনের রোল উথিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্র-  
কদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির  
অগোচর পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

প্রেম-রসবত্নায় ভুবন-প্লাবনকারী চৈতন্যাবতারের মহিমা—

অকস্মাদেবৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ

মহাপ্রেমান্তোষেঃ কিমপি রসবত্নাভিরখিলম্ ।

অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈরলমভূ-

চমৎকারঃ কৃষ্ণে কনকরুচিরাজেহবতরতি ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ। কনকরুচিরাজে কৃষ্ণে অবতরতি [ সতি] (সর্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনককান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হইলে ) মহাপ্রেমান্তোষেঃ ( মহাপ্রেমবারিধির ) কিমপি রসবত্নাভিঃ (রসবত্না দ্বারা) অখিলং এতৎ ভুবনং ( এই নিখিল-জগৎ ) অভিতঃ (সর্বদিকে) অকস্মাৎ এব প্লাবিতং অভূৎ ( অকস্মাৎই প্লাবিত হইয়াছিল ), অকস্মাচ্চ অদৃষ্টা-শ্রুতচরবিকারৈঃ ( এবং অকস্মাৎ যাহা পূর্বে দৃষ্ট ও শ্রুত হয় নাই এবম্ভূত প্রেমবিকার দ্বারা ) অলং ( অত্যন্ত ) চমৎকারঃ অভূৎ ( চমৎকৃত হইয়াছিল ) ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ। সর্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হইলে মহাপ্রেমবারিধির রসবত্নায় এই নিখিল-জগৎ অকস্মাৎ সর্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুত-চর প্রেম-বিকারদ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল ॥ ১১৫ ॥

গৌরাবতারে পণ্ডিতাভিমানী কক্ষী, তপস্বীরও প্রেম-প্রাপ্তি—

উদগ্ধব্রুন্তি সমস্তশাস্ত্রমভিতো দুর্বারগর্ভায়িতা

ধন্যশ্লোকধিয়শ্চ কৰ্ম্মতপসাদ্যুচ্চাবচেষু স্থিতাঃ ।

দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন হরেনামানি বামাশয়াঃ

পূর্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ ॥১১৬॥

অনুব্র। দুর্বার গর্ভারিতাঃ [ জনাঃ ] ( দুর্নিবার গর্বে গর্ভারিত ব্যক্তিগণ ) সমগ্রশাস্ত্রং ( সমগ্র শাস্ত্র ) অভিভাঃ ( সর্বতোভাবে ) উদ্গৃহস্তি ( সংগ্রহ করিতেন অথবা আমরা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে ?—এইরূপ অহঙ্কার করিতেন ) ধনুশ্মত্ৰাধিঃ চ ( এবং ষাঁহার নিজ নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন ) কস্মতপসা-দ্যচ্চাবচেষু স্থিতাঃ ( স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কস্ম তথা তপস্যা সাংখ্যযোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ) কেচন ( কোন কোন ব্যক্তি ) দ্বিত্রাণ্যেব ( দুইতিনবার মাত্র ) হরেঃ নামানি ( হরির নামাবলী ) জপন্ত ( জপ করিতেন ), [ তত্রাপি তে—তত্রাপি তাঁহারা ] বামাশয়াঃ ( কুটিলচিত্ত অর্থাৎ কস্মমার্গে রত ) [ আসন্—ছিলেন ] [ এবং ] সর্বং পূর্বম্ [ আসীৎ ] ( পূর্বে এই সকল অবস্থা ছিল ) সম্প্রতি ( এখন ) গৌরচন্দ্রে উদিতো [ সতি ] ( গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে ) প্রেমাপি সাধারণঃ [ অভূৎ ] ( প্রেমও সাধারণ হইল অর্থাৎ আপামর সর্বজনে প্রেম প্রাপ্ত হইল ) ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্বে গর্ভিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ ‘আমি সর্বশাস্ত্রবিৎ, আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই’—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থদ্বারা এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কস্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবারমাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে ‘প্রেম’ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল ॥ ১১৬ ॥

গৌরাবতারে বালক, বৃদ্ধ, জড়মতি, অন্ধ, বধির প্রভৃতিরও

প্রেম-রসোন্মত্ততা—

দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাজসেবে

বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি স্মধুরপ্রেমপীযুষবীচীঃ ।

কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বধুঃ কো বরাকঃ

সর্বেষামৈকরশ্মং কিমপি হরিপদে ভক্তিভাজাং বভূব ॥১১৭॥

অবস্থা । সুরপ্রার্থ্যপাদাজসেবে ( সুরগণ বাঁহার পাদপদ্ম-সেবা-  
বাঞ্ছা করেন, সেই ) চৈতন্যনামনি ( চৈতন্যনামধেয় ) দেবে ( লীলাময়-  
পুরুষ অথবা যিনি রাধিকার ভাবাপ্তীকার-পূর্বক স্বমাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে  
অভিলাষ করেন, ) অবতরতি [ সতি ] ( অবতীর্ণ হইলে ) বিশ্বদ্রীচীঃ  
( বিশ্বব্যাপিনী ) স্মধুর-প্রেমপীযুষবীচীঃ ( অতি স্মধুর প্রেমপীযুষলহরী )  
প্রবিস্তারয়তি [ সতি ] ( প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে কঃ বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ  
( কি বালক, কি বৃদ্ধ ) কঃ জড়মতিঃ কা বধুঃ ( কি জড়মতি, কি  
জীলোক ) কঃ বরাকঃ ( কি শোচনীয় নীচ ব্যক্তি ) ইহ ( সংসারে )  
সর্বেষাং ভক্তিভাজাং ( সর্বভক্তিভাজনদিগের ) হরিপদে ( শ্রীহরিচরণে )  
কিমপি ঐকরশ্মং বভূব ( কি প্রকার অপূর্ব প্রেমরস হইয়াছিল অর্থাৎ  
সকলেরই শ্রীহরি-চরণে এক অপূর্ব অদ্বয়জ্ঞান-রস উদ্ভিত হইয়াছিল ) ॥১১৭॥

অনুবাদ । সুরগণ বাঁহার পাদপদ্ম-সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই  
লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী স্মধুর  
প্রেমপীযুষলহরী ( সর্বত্র ) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে কি বালক, কি বৃদ্ধ,  
কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই  
ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব চমৎকারময়  
অদ্বয়জ্ঞানরস উদ্ভিত হইয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

গৌরাবত্বায়ে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ও নিত্যাসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ-  
বর্গের আবির্ভাব—

সর্বৈ শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি  
প্রাপ্তা দেবহনায়ুধোহপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃক্ষয়ঃ ॥  
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোহপি প্রকট। গোপালগোপ্যাদয়ঃ  
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেহবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ১১৮ ॥

অর্থঃ । পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরে শ্রীগৌরচন্দ্রে (প্রেমরসরসিক-  
শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র) ভুবি (পৃথিবীতে) অবতরতি  
[সতি] (অবতীর্ণ হইলে) সর্বৈ শঙ্করনারদাদয়ঃ (শঙ্কর, নারদাদি  
সকলেই অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি-রূপে) ইহ (এই প্রপঞ্চে) আয়াতাঃ  
(আগমন করিয়াছিলেন), স্বয়ং শ্রীঃ অপি (স্বয়ং লক্ষ্মীও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া  
ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) প্রাপ্তা (আবির্ভূতা হইয়াছিলেন), দেবহনায়ুধঃ  
অপি (স্বয়ং ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেবও)  
মিলিতঃ (নিত্যানন্দস্বরূপে বিরাজ করিতেছিলেন) তে বৃক্ষয়শ্চ (বাদ্যগণও  
শচী, জগন্নাথমিশ্র প্রভৃতি-রূপে) জাতাঃ (অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)  
কিং ভূয়ঃ (আর অধিক কি বলিব) ব্রজবাসিনঃ গোপালগোপ্যাদয়ঃ  
অপি (নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদি-  
প্রমুখ সখিগণ, ব্রজগোপীগণ এবং ‘আদি’ শব্দে যোগমায়া প্রভৃতি  
শক্তিগণ সকলেই) প্রকটঃ (প্রকটিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার  
নিত্যাসিদ্ধ ভক্তগণ সকলেই গৌরলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন) ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ । প্রেমরসরসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র  
ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর, নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস  
প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করিয়াছিলেন । স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া  
ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ; স্বয়ং ভগবান্ হইতে

অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেব ( পাষণ্ডদমনবান্ না নিত্যানন্দ রায়-  
রূপে ) বিরাজ করিতেছিলেন । বাদবগণও ( শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে )  
প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ,  
রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাসকল এবং গোপী-  
প্রমুখ শক্তিগণ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্শদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ  
হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

গৌরাবতারে নিত্যসিদ্ধ পার্শদবর্গের পূর্বাপেক্ষা অধিক

প্রেমানন্দপ্রাপ্তি—

ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজ-

স্তং পাদাজ্জদ্বিতয়সবিধে সৰ্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ ।

প্রাপুঃ পূৰ্ব্বাধিকতর মহাপ্রেমপীযুষলক্ষ্মীং

স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে ॥ ১১৯ ॥

অন্বয় । হেমগৌরে ( তপ্তকাঞ্চনদ্ব্যতি শ্রীগৌরসুন্দর ) অদ্ভুতম্  
স্বপ্রেমাণং ( অলৌকিক স্বীয় প্রেম ) জগতি ( পৃথিবীতে ) বিতরতি  
[সতি] ( বিতরণ করিলে ) ভৃত্যাঃ ( দাসগণ ) স্নিগ্ধাঃ ( সখিগণ )  
অতিসুমধুরপ্রোজ্জ্বলোদারভাজঃ ( অতি সুমধুর—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত মাধুর্য্য-  
ময়, প্রোজ্জ্বল—উন্নত-উজ্জ্বল, উদার—মনোহর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য  
কেবল মাধুর্য্যময় উন্নত-উজ্জ্বল মনোহর রসের সেবিকা প্রেমসীবর্গও )  
সৰ্ব্ব এব ( সকলেই ) তংপাদাজ্জদ্বিতয়সবিধে ( তাঁহার পাদপদ্মযুগল  
সন্নিধানে ) অবতীর্ণাঃ [সন্তঃ] ( অবতীর্ণ হইয়া ) পূৰ্ব্বাধিকতরমহাপ্রেম-  
পীযুষলক্ষ্মীং ( কৃষ্ণলীলার প্রেম হইতেও অধিকতর মহাভাবরূপ প্রেমামৃত-  
সম্পত্তি ) প্রাপুঃ ( লাভ করিয়াছেন ) ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ । তপ্তকাঞ্চনদ্ব্যতি শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয়  
অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল

মধুর রসের নিত্যসিদ্ধসেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—ইহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম  
সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বের ( কৃষ্ণলীলার ) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও  
মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

কুবিষয়নিষ্ঠ কঠিনহৃদয় ব্যক্তি ও অজ্ঞজনের প্রেমপ্রাপ্তি বর্ণন-  
পূর্বক গৌরাবতার-মহিমাসার-বর্ণন—

হসন্ত্যুচ্চৈরুচ্চৈরহহ কুলবধোহপি পরিতো  
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ ।  
তিরস্কুর্ষন্ত্যজ্ঞা অপি সকল শাস্ত্রজ্ঞসমিতিং  
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্ত্বেহদ্ভুতমহিমসারেহবতরতি ॥ ১২০ ॥

অনুব্র। অদ্ভুত মহিমসারে (অতি অলৌকিক পরম মহিমান্বিত)  
শ্রীচৈতন্ত্বে ( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ) ক্ষিতৌ ( পৃথিবীতে ) অবতরতি [সতি]  
( অবতীর্ণ হইলে ) অহহ ( অহো ) কুলবধঃ অপি ( কুলবধূগণও )  
উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ হসন্তি ( অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে ), কুবিষয়-  
গ্রাবঘটিতাঃ অপি ( কুৎসিত বিষয়, গ্রাব—পাষণ, ঘটিতাঃ—তদ্বারা  
নির্ম্মিতহৃদয়, অর্থাৎ ভোগপর কুৎসিত বিষয়-শিলাঘটিত কঠিন হৃদয়ও )  
পরিতঃ ( সর্বতোভাবে ) দ্রবীভাবং গচ্ছন্তি ( দ্রবীভূত হইতেছে ) অজ্ঞাঃ  
অপি ( অজ্ঞব্যক্তিগণও ) সকলশাস্ত্রজ্ঞসমিতিং ( সকলশাস্ত্রজ্ঞ সমাজকে )  
তিরস্কুর্ষন্তি ( তিরস্কার করিতেছে ) ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ। অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও ( লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণ-  
প্রেমে ) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষণ-  
নির্ম্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ  
ব্যক্তিগণও ( চৈতন্ত্যরূপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ) সকল শাস্ত্রজ্ঞ

সমাজকেও ধিকার করিতেছে ( অর্থাৎ অপরাবিজ্ঞানিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিকার প্রদান করিতেছে ) ॥ ১২০ ॥

চৈতন্যাবতারের পূর্বে সর্বনাশারণের উন্নতোজ্জল-রসের অপ্রাপ্তি—

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্বং যদেষাং  
খর্ব্বা সর্বার্থসারেহপ্যকৃত নহি পদং কুষ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ ।  
গন্তীরোদারভাবোজ্জলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ  
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেহবতীর্ণে ॥

অনুবাদ । ইহ ( এই প্রপঞ্চ ) পূর্বে ( চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে ) সকলবিদাং অপি ( সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগেরও ) প্রায়ঃ চৈতন্যং ( চৈতনের বৃত্তি কৃষ্ণসেবারূপ চৈতন্য ) ন আসীৎ ( ছিল না ) যৎ ( যেহেতু ) এষাং ( ইহাদের ) খর্ব্বা কুষ্ঠিতা [ চ ] ( অল্পা ও সন্দেহপ্রবণা ) বুদ্ধিবৃত্তিঃ ( বুদ্ধিবৃত্তি ) সর্বার্থসারেহপি ( সর্ব—সকল, অর্থ—পুরুষার্থের বা চতুর্কর্গের সার পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমেও ) পদং ( বিষয় অর্থাৎ মতি ) ন হি অকৃত ( করেন নাই ), [ কিন্তু ] ইদানীং ( সম্প্রতি ) গৌরচন্দ্রে ( চৈতন্যচন্দ্রে ) করুণয়া ( কৃপাপূর্বক ) জগতি ( জগতে ) অবতীর্ণে [ সতি ] ( অবতীর্ণ হওয়ায় ) কেষাং ( কাহাদের ) গন্তীরোদার-ভাবোজ্জলরস-মধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ ( গন্তীর—সুহৃকোষ, উদার—পরম চমৎকারকারী, ভাব—বিভাব ও অনুভাব, উজ্জলরস—শৃঙ্গাররস, মধুর-প্রেমভক্তি, তাহাতে প্রবেশ অর্থাৎ সুহৃকোষ পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রী-পুষ্টা উন্নত-উজ্জল-মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে প্রবেশ ) ন আসীৎ ( না হইয়াছে ) ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ । চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চ সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চৈতন্য-বৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল । ইহারা সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই,

যেহেতু ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্য ও সন্দেহপ্রবণ। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্বক জগতে উদ্ভিত হওয়ার সুদুর্লভ, পরমচমৎকার-বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্ঠা উন্নতোজ্জ্বল মধুররসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে ! ১২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য ও রাধারস-বিস্তারের নিমিত্ত গৌরাবতার—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্যমুট্কৃষ্ণিতং

শ্রীবৈয়াসকিনা ছুরম্বরতয়া রাসপ্রসঙ্গেহপি যৎ ।

যদ্রাধারতিকেলি-নাগররাসাস্বাদৈক-সম্ভাজনং

তদ্বস্তপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেহবতীর্ণো हरिः ॥ ১২২ ॥

অন্বয়। শ্রীবৈয়াসকিনা অপি ( বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবকর্তৃকও ) যত্র রাসপ্রসঙ্গে ( রাসলীলা-প্রসঙ্গে ) শ্রীমদ্ভাগবতস্য ( শ্রীমদ্ভাগবতের ) যং পরমং তাৎপর্যং ( শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলারসের পরম তাৎপর্য যে প্রেম ) ছুরম্বরতয়া ( ছুরবগাহতাহেতু অর্থাৎ সেই লীলারাসাস্বাদন ও তত্ত্ববেদন-পাত্রাভাবনিরন্ধন ) উট্কৃষ্ণিতং ( আভাসমাত্র দেওয়া হইয়াছে, বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই ) যৎ [ চ ] রাধারতিকেলি-নাগররাসাস্বাদৈক-সম্ভাজনং ( শ্রীমতীরাধিকার রতিকেলি—নিকুঞ্জ-সুরতলীলার, নাগর—পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার রাসাদি লীলামাধুরী আস্বাদনের একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পাত্র ) তদ্বস্তপ্রথনায় ( এই ছই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত ) हरिः ( শ্রীকৃষ্ণ ) গৌর-বপুষা ( গৌর কলেবরে ) লোকে ( ইহ-জগতে ) অবতীর্ণঃ ( অবতীর্ণ হইয়াছেন ) ॥

অনুবাদ। বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলার পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি

লীলা-মাধুরী-আশ্বাদনের একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই ছই বস্তু বিস্তার  
করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥১২২॥

গৌরাবতারে সকলের দাস্ত-সখ্যাদি প্রেম-সম্পত্তি ও সর্বোৎকৃষ্ট

রাধাদাস্ত-প্রাপ্তি—

কেচিদাস্তমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে

শ্রীদামাদিপদং ব্রজানুজদৃশাং ভাবাঞ্চ ভেজুঃ পরে ।

অন্তে ধন্যতমা ধরন্তি সুধিরো রাধাপদান্তোকহং

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্ত কাঃ সম্পদঃ ॥১২৩॥

অর্থঃ । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ ( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ) করুণয়া  
( কৃপা দ্বারা অর্থাৎ কৃপায় ) লোকস্ত কাঃ সম্পদঃ ( লোকের কোন্ কোন্  
সম্পদ ) [ ন বভূবুঃ—না হইয়াছে ? ] উদ্ধবমুখাঃ কেচিৎ দাস্তং অবাপুঃ  
( উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ রক্তক, পত্রকাদির দাস্ত্যভাব  
প্রাপ্ত হইয়াছেন ) পরে ( অন্ত কেহ কেহ ) শ্লাঘ্যং শ্রীদামাদিপদং লেভিরে  
( প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির সখ্যাপদ লাভ করিয়াছেন ), পরে চ ব্রজানুজদৃশাং  
ভাবান্ ( এবং কেহ কেহ ব্রজগোপীদিগের ভাব ) ভেজুঃ ( প্রাপ্ত  
হইয়াছেন ), অন্তে ধন্যতমাঃ সুধিরঃ ( অন্তে ধন্যতম সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ )  
রাধাপদান্তোকহং ( শ্রীরাধাপাদপদ্মমাধুরী ) ধরন্তি ( আশ্বাদন করিতেছেন ) ॥

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় লোকের কোন্ কোন্  
সম্পদই বা লাভ না হইয়াছে ? উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে ( কৃষ্ণলীলার  
উদ্ধব-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া ) কেহ কেহ  
রক্তক, পত্রকাদির ব্রজদাস্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা প্রশংসনীয়  
শ্রীদামাদির বিশস্ত সখ্যাপদ এবং কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত  
হইয়াছেন । কিন্তু অপর ধন্যতম সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ রাধাপাদপদ্মমাধুরী  
আশ্বাদন করিতেছেন ॥ ১২৩ ॥

মুনিগণ-প্রচারিত মনোধর্ম্মোথ-মতবাদ এবং ভগবৎ-প্রণীত ও প্রচারিত  
ভক্তিধর্ম্ম বা বাস্তব-সত্যে পার্থক্য ; গৌর-প্রচারিত  
প্রেম-ভক্তিই বেদপ্রতিপাদ্য পরমার্থ—

সর্বজ্ঞৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্ত্বমতে যুক্তিভিঃ  
পূর্ব্বং নৈকতরত্র কোহপি স্মৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ ।  
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ  
শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্বা ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ । সর্বজ্ঞৈঃ ( সর্বজ্ঞ ) মুনিপুঙ্গবৈঃ ( মুনিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা )  
তত্ত্বমতে ( তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত ) যুক্তিভিঃ ( যুক্তিতর্কদ্বারা )  
প্রবিততে [ সতি ] ( প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে ) পূর্ব্বং ( পূর্বে ) কঃ  
জনঃ অপি ( কোন ব্যক্তিও ) একতরত্র ( একদেশী সিদ্ধান্তে ) স্মৃঢ়ং বিশ্বস্তঃ  
( স্মৃঢ় বিশ্বাসী ) ন আসীৎ ( ছিলেন না ), সম্প্রতি ( ইদানীং ) অপ্রতিম-  
প্রভাবে গৌরাঙ্গচন্দ্রে ( অতুল প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র ) উদিতে  
[ সতি ] ( উদিত হইলে ) পুনঃ ( পুনরায় ) পরমঃ শ্রুত্যর্থঃ ( শ্রুতি-  
সকলের প্রতিপাদ্য পরমার্থ ) হরিভক্তিঃ এব ( একমাত্র হরিভক্তিই )  
কৈর্বা ( কাহাদিগের দ্বারাই বা ) ন নির্দ্ধার্য্যতে ( নির্দ্ধারিত হয় নাই ? )  
[ অর্থাৎ মুনিগণের মনোধর্ম্মোথ পরস্পর বিবদমান মতবাদ-সমূহ হৈতুক-  
তর্কাদি দ্বারা স্থাপিত হইলেও তাহারা নিজেরাই নিজ-নিজ-মতে সন্ধিগ-  
চিত্ত ; কিন্তু সনাতনপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সনাতন-  
ভক্তি-ধর্ম্ম শ্রুতিসিদ্ধ নিরন্তরকুহক বাস্তব-সত্য ] ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ । সর্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক  
দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্বে সেই সকল  
পক্ষপাতিনী যুক্তিতে স্মৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না । সম্প্রতি অপ্রতিম-  
প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে  
বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছে ? ১২৪ ॥

প্রেমরস-সুধানিধি ও প্রেমবত্নায় বিশ্ব-নিমজ্জনকারী গৌরহরির

মহিমা—

বিশ্বং মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈক-

পাথোনিধৌ সকলমেব নিমজ্জয়ন্তম্ ।

গৌরান্ধচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়ঃ

কঞ্চিদ্বিচিত্রমনুভাবমহং স্মরামি ॥ ১২৫ ॥

**অর্থঃ ।** গৌরান্ধচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়ঃ ( গৌরান্ধচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্রকান্ত-মণির ছটার ) মহাপ্রণয়সাধুসুধারসৈকপাথোনিধৌ ( প্রেম-পরিপাক ক্রমে স্নেহ, মান ও প্রণয় হইয়া থাকে, প্রণয় বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ রাগ, অনুরাগ, ভাব ও অনুভাব হইয়া থাকে, অতএব ‘মহাপ্রণয়’ বলিতে ‘মহাভাবরূপ প্রেম’, সাধু—উৎকৃষ্ট, সুধারস—অমৃতরস, এক—প্রধান, পাথোনিধি—সমুদ্র অর্থাৎ মহাপ্রণয়রূপ উৎকৃষ্ট সুধাসিন্ধুতে ) সকলমেব বিশ্বং ( সমগ্র বিশ্বকে ) নিমজ্জয়ন্তং ( নিমজ্জন করিতে করিতে অর্থাৎ নিমজ্জনকারী ) কঞ্চিং ( অনির্বচনীয় ) বিচিত্রং ( আশ্চর্য্য ) অনুভাবং ( অনুভাব—প্রভাব ) অহং ( আমি ) স্মরামি ( স্মরণ করিতেছি ) ॥ ১২৫ ॥

**অনুবাদ ।** যাহা সমগ্র বিশ্বকে মহাপ্রণয়রূপ সর্বোৎকৃষ্ট সুধারসসিন্ধুতে নিমগ্ন করিতেছে, আমি সেই গৌরচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্রকান্ত-মণির ছটার অনির্বচনীয় আশ্চর্য্য প্রভাব স্মরণ করিতেছি ॥ ১২৫ ॥

প্রেমবত্নায় জগৎ-প্লাবনকারী একমাত্র শ্রীগৌরহরি—

অতিপুণ্যেরতিস্কৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোহপি পূর্বৈঃ ।

এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাক্রৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্ ॥ ১২৬ ॥

**অবস্থা।** অতিপুণ্যৈঃ ( অতিশয় পুণ্যবান্ অর্থাৎ সদাচারী )  
 অতিসুকৃতৈঃ ( বিশেষ সুরুতিশালী, সুরুত অর্থাৎ ধর্ম আছে যাহাদের )  
 পূর্বেঃ ( এইরূপ প্রাচীন মহাপুরুষগণ দ্বারা ) কঃ অপি [ জনঃ ] ( কোন  
 ব্যক্তি ) কৃতার্থীকৃতঃ ( কৃতার্থ হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন ) [ চৈতন্যচন্দ্র—চৈতন্যচন্দ্রের দ্বারা ] যং বিশ্বং ( যেরূপ  
 বিশ্ব ) প্রেমাকৌ ( প্রেম-সমুদ্রে ) নিমজ্জিতং ( নিমজ্জিত হইয়াছে ),  
 এবং ( এইরূপ ) [ প্রাক্—পূর্বে ] কৈঃ অপি ন কৃতং ( আর কাহারও  
 দ্বারা কৃত হয় নাই ) ॥ ১২৬ ॥

**অনুবাদ।** বিশেষ সদাচারী ও পরম ধার্মিক প্রাচীন মহাপুরুষ-  
 গণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ  
 হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত  
 করিয়াছেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই ॥ ১২৬ ॥

নীচ, অবোধ্যজনে অযাচিতভাবে প্রেমপ্রদাতা গৌরহরির

কৃপা-মহিমা—

ধর্মো নির্ধাৎ দধদনুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং

সংবিভ্রাণো দধদিহ হি হৃত্তিষ্ঠতীবাশ্মসারম্ ।

নীচো গোপ্লাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ

কো বা জানাত্যহ গহনং হেমগৌরাজ্জরজম্ ॥ ১২৭ ॥

**অবস্থা।** ধর্মো ( ধর্মবিষয়ে ) অনুপমাং ( অতুলনীয় ) নির্ধাৎ  
 ( নৈরন্তর্য্য বা বিশ্বাস ) দধৎ [ অপি ] ( ধারণ করিয়াও ), গরিষ্ঠাং  
 ( শ্রেষ্ঠা ) বিষ্ণুভক্তিং ( শ্রীবিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি ) সংবিভ্রাণঃ  
 [ অপি ] ( সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়াও ) অশ্মসারং ইব ( লৌহের  
 ত্রায় সুরুতিন ) হং ( হৃদয় ) দধৎ ( ধারণ-পূর্বক ) ইহ ( এই

প্রপঞ্চে ) তিষ্ঠতি ( অবস্থান করে ) ; [ অথচ গৌরকৃপয়া—কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ] গোব্লাং অপি নীচঃ [ জনঃ ] ( গোঘাতী অপেক্ষাও নীচ অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি ) অহো ! অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা ) জগৎ প্রাবয়তি ( বিশ্বকে প্রাবিত করিতেছে ) অহহ ! ( আহা ! ) কঃ বা ( কেই বা ) গহনং হি হেমগোরাঙ্গরঙ্গং ( কাঞ্চন-কান্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের দুর্কিগাহ রঙ্গ ) জানাতি ( জানিতে পারে ! ) ॥ ১২৭ ॥

**অনুবাদ ।** ধর্মবিষয়িনী অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা ভক্তি সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লোহের গ্রায় সুকঠিন হৃদয় ধারণ-পূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে ; ( কিন্ত শ্রীগৌরহরির কৃপায় ) অহো ! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়া ব্যক্তি ( পাপপ্রবৃত্তি হইতে দরুতোভাবে মুক্ত হইয়া ) অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা বিশ্ব প্রাবিত করিতেছে । আহা ! কেই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরান্গসুন্দরের দুর্কিগাহ রঙ্গ জানিতে পারে ! ১২৭ ॥

বাল্য, পোগণ্ডাদি লীলা এবং বিপ্রলম্ব-রস-মগ্ন শ্রীরাধিকার ভাবপ্রকাশ-পূর্বক জগৎ-বিস্মাপক শ্রীগৌরহরি—

কচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্  
কচিদ্ভাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যাভির্নুদিতঃ ।

কচিদ্ভিঙ্গন্ বালঃ কচিদপি চ গোপালচরিতো

জগদ্গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগন্তীরমহিমা ॥ ১২৮ ॥

**অবহাষ ।** বহুগন্তীরমহিমা ( বহু—বিপুল, গন্তীর—দুস্তর্ক্য বা দুরব-গাহ, এতাদৃশ মহিমা অর্থাৎ প্রভাব বাহার ) [সঃ—সেই] গৌরঃ (গৌর-সুন্দর) জগৎ বিস্মাপয়তি (জগৎকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছেন), কৃষ্ণাবেশাৎ (শ্রীকৃষ্ণ আবেশ-হেতু) কচিৎ (কখনও) বালঃ [সন্] (বালক হইয়া) রিঙ্গন্ (জানু দ্বারা চণ্ডক্রমণ করিয়া), কচিৎ অপি চ (কখনও বা) গোপাল-

চরিতঃ [ সন্ ] ( গোপালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া ), কচিং ( কখনও বা ) বহুভঙ্গীঃ ( বহুপ্রকার ভঙ্গী ) অভিনয়ন্ ( অভিনয় করিয়া ) নটতি ( নৃত্য করিতেছেন ), কচিং ( কখনও ) রাধাবিষ্টঃ [ সন্ ] ( কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ) হরিহরিহরীত্যাতিবিকৃতঃ ( ‘হরি’ ‘হরি’ ‘হরি’ এইরূপ উক্তি-পূর্বক বিরহ-পীড়াজনিত আতিসহকারে ক্রন্দন করিতেছেন ) ॥ ১২৮ ॥

**অনুবাদ ।** বিপুলদূরবগাহ-প্রভাব শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বকে বিস্ময়া-  
বিষ্ট করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ  
করিয়া জাহ্নু দ্বারা চঙ্ক্রেণ করিতেছেন, কখনও বা গোপালকের  
চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য  
করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া  
“হরি” ! “হরি” !! “হরি” !!!—এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আতি-সহকারে  
রোদন করিতেছেন ॥ ১২৮ ॥

উন্নতোজ্জলরসে জগৎ নিমজ্জনকারী গৌরহরির প্রতি নিষ্ঠা—

বেলায়াং লবণাস্থধেমধুরিমপ্রাগ্ভাবসারক্ষুর-  
ল্লীলায়াং নববল্লবীরসনিধেরাবেশয়ন্তী জগৎ ।  
খেলায়ামপি শৈশবে নিজরুচা বিশ্বৈকসংমোহিনী-  
মূর্তিঃ কাচন কাঞ্চনদ্রবময়ী চিত্তায় মে রোচতে ॥ ১২৯ ॥

**অনুবাদ ।** লবণাস্থধেঃ ( লবণ-সমুদ্রের ) বেলায়াং ( তীরদেশে ),  
শৈশবে অপি খেলায়াং ( শৈশব-ক्रीড়াতেও ) নিজরুচা ( স্বীয় কাস্তি  
দ্বারা ) বিশ্বৈকসংমোহিনী ( বিশ্বের একমাত্র সম্মোহন-কারিণী ) নব-  
বল্লবীরসনিধেঃ ( ‘নববল্লবী’ শব্দে নবীনা গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা, তাহার  
রসনিধি অর্থাৎ রসের আধারস্বরূপ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের ) মধুরিম-  
প্রাগ্ভাবসারক্ষুরল্লীলায়াং ( মধুরিমণি অর্থাৎ মাধুর্য্যে যে প্রাগ্ভাব—

পূর্বভাব অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার  
যে পরম-চমৎকারময় প্রেম, তাহার সার, তাহা দ্বারা স্মৃতিমতী যে লীলা  
অর্থাৎ রসরাজ মহাভাবময় কৃষ্ণের শ্রীরাধাভাবে যে দিব্যোন্মাদ-লীলা,  
তাহাতে ) জগৎ আবেশরস্তু ( আশ্রয়-জগৎকে আবিষ্ট করিতেছেন ),  
কাচন কাঞ্চনদ্রবময়ী ( এবস্থিধা এক অপূর্ণা গলিতকাঞ্চনময়ী ) মূর্তিঃ  
( মূর্তি ) মে ( আমার ) চিত্তায় রোচতে ( চিত্তের রুচির বিষয় হইতেছেন ) ॥

**অনুবাদ ।** গৌরহরির যে মূর্তি স্বকান্তি-প্রভাবে শৈশব-ক্রীড়াতে ও  
আশ্রিত-বিশ্বের একমাত্র সন্মোহনকারিণী এবং যে শ্রীমূর্তি কিনোরীশ্রেষ্ঠা  
শ্রীবার্হতানবীর রসের আধার রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নাধুর্য্যের পূর্বভাবের  
অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার যে  
পরমচমৎকারময় প্রেম, তাহার ) সার দ্বারা স্মৃতিমতী লীলার ( অর্থাৎ  
রসরাজ মহাভাবময় কৃষ্ণের রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ-লীলায় ) আশ্রয়-জগৎকে  
আবিষ্ট করেন, লবণ-জলধির তীরে সেই গলিতকাঞ্চনময়ী এক অপূর্ণা  
শ্রীমূর্তি আমার রুচির বিষয় হইতেছেন ॥ ১২৯ ॥

উজ্জলরস, বৃন্দাবন-মাধুরী ও রাধামহিমার একমাত্র প্রকাশক

শ্রীগৌরহরি--

✓ প্রেমা নামাভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্মিন্নাম্মাং মহিমনঃ  
কো বেত্তা কস্মিন্নব্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ ।  
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-  
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥ ১৩০ ॥

**অর্থ ।** প্রেমা নাম ( প্রেম নামক ) অভুতার্থঃ ( পরম-পূর্বার্থ )  
[ প্রাক্—ইতঃপূর্বে ] কস্মি ( কাহার ) শ্রবণপথগতঃ ( শ্রবণের গোচরী-  
ভূত হইয়াছিল ? ) কঃ [ বা ] নাম্মাং মহিমনঃ ( নামের মহিমা ; কস্মৈ ৬ষ্ঠী )

বেত্তা [ শ্রী ৭ ] ( জ্ঞাতা ছিলেন ? ) বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুরীষু ( বৃন্দা-  
বনের বিপিনা, অর্থাৎ গহনা—দুস্ত্রবেশ্যা যে সকল মহতী মাধুরী, সেই  
সমুদয়ে ) কস্ত্র প্রবেশঃ ( কাহারই বা প্রবেশ ছিল ? ) কো বা ( কেই  
বা ) পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমাং রাধাং ( অধিকৃত-মহাভাব-রূপ শ্রেষ্ঠরস,  
তাহার যে চমৎকার মাধুর্য্য, তাহার সীমা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা বাহাতে, সেই  
শ্রীমতী রাধিকাকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী পরম-চমৎকারিণী  
সর্বোত্তমাবস্থা বা বিপ্রলস্তে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা পরিপূর্ণভাবে  
একমাত্র শ্রীমতীতেই প্রকাশিত, সেই শ্রীরাধাকে উপাশ্র-বিষয়রূপে )  
জানাতি ( জানিত ? ) একঃ চৈতত্ত্বচন্দ্রঃ ( একমাত্র শ্রীচৈতত্ত্বচন্দ্র ; ‘চন্দ্র’  
শব্দের দ্বারা কৈতবরূপ তমো-বিনাশকত্ব এবং প্রেমামৃতবর্ষিত্ব সূচিত  
হইয়াছে ) পরম-করণয়া ( পরম-উদার্য্য বশতঃ ) সর্বং আবিষ্কার ( এই  
সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন ) [ শ্রীমন্ত্তিবিনোদ ঠাকুর “শ্রীমন্মহাপ্রভুর  
শিক্ষা” গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের উপসংহারে এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া  
লিখিয়াছেন, “অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদগুরু শ্রীচৈতত্ত্বদেবই  
আনিয়াছেন, পূর্বে কেহ জানেন নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই  
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই শ্লোকের অবতারণা” ] ॥ ১৩০ ॥

**অনুবাদ ।** ‘প্রেম’ নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর  
হইয়াছিল ? কেই বা শ্রীনাথের মহিমা জানিত ? কাহারই বা  
বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল ? কেই বা পরমচমৎকার  
অধিকৃতমহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ধভানবীকে ( উপাশ্র-বস্তুরূপে )  
জানিত ? এক চৈতত্ত্বচন্দ্রই পরম উদার্য্যালীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত  
আবিষ্কার করিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

## একাদশ বিভাগ

### শ্রীগৌর-রূপোল্লাস-নৃত্যাদি

( ১৩১—১৩৬ শ্লোক )

ব্রহ্মাদির বন্দা, তর্কের অগোচর, বেদ-গুহ, অপ্রূর্ব-নৃত্যশীল,  
পরম-ব্রহ্ম শ্রীগৌরহরি—

পূর্ণপ্রেমরসামৃতাক্লিলহরী-লোলান্ধগৌরচ্ছটা

কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বরবিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতম্ ।

তুল্লঙ্ক্যাং শ্রুতিকোটভিঃ প্রকটয়ন্মূর্তিঃ জগন্মোহিনী-

মাশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি পরংব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি ॥ ১৩১ ॥

অর্থঃ । পূর্ণপ্রেমরসামৃতাক্লিলহরী-লোলান্ধগৌরচ্ছটাকোট্যা-  
চ্ছাদিতবিশ্বঃ ( পরিপূর্ণ-প্রেমরসামৃতসমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা লোল অর্থাৎ  
কম্পযুক্ত যে অঙ্গ, তাহার যে গৌরচ্ছটাকোটি অর্থাৎ গৌরকান্তিকোটি,  
তদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে বিশ্ব যে পরব্রহ্ম কর্তৃক সেই পুরুষ ) ঈশ্বর-  
বিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতং ( ‘ঈশ্বর’ শব্দে দেবাদিদেব মহেশ্বর, ‘বিধি’ শব্দে  
ব্রহ্মা এবং ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কর্তৃক সম্যাক্রূপে স্তুত ) শ্রুতিকোটভিঃ  
তুল্লঙ্ক্যাং ( শ্রুতিসমূহ দ্বারা তুল্লঙ্ক্যা অর্থাৎ শ্রুতিগুহ ) জগন্মোহিনীঃ  
মূর্তিঃ ( ভুবনমোহিনী মূর্তি ) প্রকটয়ং ( প্রকটিত করিয়া ) মাশ্চর্য্যং পরং  
ব্রহ্ম ( লোকবিশ্বয়কর পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ) লবণোদরোধসি ( লবণ-সমুদ্রের  
তটদেশে ) স্বয়ং নৃত্যতি ( স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন ) ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ । যিনি পরিপূর্ণ-প্রেম-রস-সুখ-সমুদ্র-তরঙ্গ-কম্পিত-  
গৌরকান্তিকোট দ্বারা বিশ্বকে আবৃত করিয়াছেন এবং বাঁহাকে শিব-

বিরিঞ্চি-ব্যাসাদি মনীষিগণ নিরন্তর স্তব করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য  
পরম-ব্রহ্ম শ্রীগৌরমুন্দর ত্রাতিকোটী-গুহা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকট  
করিয়া স্বয়ং লবণাস্থিতটে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

নিজ-নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনসহ নৃত্যশীল শ্রীগৌরকৃষ্ণ—

কোহয়ং পটুধটীবিরাজিতকটিদেশঃ করে কঙ্কণং

হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োৰ্ব্বিজ্জলং পদে নূপুরম্ ।

উদ্ধাকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরণোৎফুল্লমল্লীশ্রগা-

পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ॥ ১৩২ ॥

অন্বয় । পটুধটীবিরাজিতকটিদেশঃ ( বাহার কটিদেশে পটু বস্ত্র  
বিরাজিত ) করে কঙ্কণং ( হস্তে কঙ্কণ ) বক্ষসি হারং ( বক্ষঃস্থলে হার )  
শ্রবণয়োঃ কুণ্ডলং ( শ্রবণযুগলে কুণ্ডল ) পদে নূপুরং ( চরণে নূপুর ) বিজ্জলং  
( ধারণ করিয়া ), উদ্ধাকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরণোৎফুল্লমল্লীশ্রগাপীড়ঃ ( উদ্ধা-  
ভাবে নিবদ্ধ কুণ্ঠিত কেশসমূহে প্রফুল্ল-মল্লিকা-মালা-শোভিত-চূড়া বাহার,  
তাদৃশ ) কঃ অরং গৌরনাগরবরঃ ( কোন্ অনিষ্টচর্চনীয় এই 'গৌর'—গৌর-  
বর্ণ, 'নাগরবর'-শব্দে পরমরসিকশিরোমণি ; অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় লীলা-  
ভিনয়কারী রসিক-শিরোমণি কৃষ্ণই গৌর ) নিজৈঃ নামভিঃ ( নিজ-নাম-  
কীৰ্ত্তনের সহিত ) নৃত্যন্ ( নৃত্য করিতে করিতে ) ক্রীড়তি ( ক্রীড়া  
করিতেছেন ) ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ । কটিদেশে পটুবস্ত্র, করযুগলে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার,  
কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, উদ্ধভাবে নিবদ্ধ কুণ্ঠিত কেশদামে প্রফুল্ল-  
মল্লিকামালা-রচিত চূড়া ধারণ করিয়া কে এই অপূর্ব্বাবতার পরমরসিক-  
শিরোমণি গৌরবর্ণ পুরুষ নিজ নামকীৰ্ত্তনের সহিত নৃত্য করিতে করিতে  
ক্রীড়া করিতেছেন ? ১৩২ ॥

গৌরহরির নৃত্য—দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণেরও হর্ষ-বিস্ময়োৎপাদক—

দেবা হ্রুদ্ভুভিবাদনং বিদধিরে গন্ধর্ব্বমুখ্যা জগুঃ  
সিদ্ধাঃ সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছাদয়ন্ ।  
দিব্যস্তোত্রপরা মহর্ষিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থনিজ-  
প্রেমোন্মাদিনি তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ১৩৩ ॥

অর্থঃ । নিজপ্রেমোন্মাদিনি শ্রীগৌরচন্দ্রে ( নিজপ্রেমে উন্মত্ত  
শ্রীগৌরচন্দ্র ) ভুবি ( পৃথিবীতে ) তাণ্ডবং ( নৃত্য ) রচয়তি [ নতি ]  
( রচনা অর্থাৎ প্রকাশ করিলে ) দেবাঃ ( দেবতাগণ ) হ্রুদ্ভুভিবাদনং  
( হ্রুদ্ভুভি-বাদন ) বিদধিরে ( করিয়াছিলেন ), গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ ( প্রধান  
প্রধান গন্ধর্ব্বসকল ) জগুঃ ( গান করিয়াছিলেন ), সিদ্ধাঃ ( সিদ্ধগণ )  
সন্ততপুষ্পবৃষ্টিভিঃ ( নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ) ইমাং পৃথ্বীং ( এই পৃথিবীকে )  
সমাচ্ছাদয়ন্ ( সম্যক্রূপে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন ), দিব্যস্তোত্রপরাঃ  
( মনোহর স্তোত্রপাঠে নিপুণ ) মহর্ষিনিবহাঃ ( মহর্ষিসকল ) প্রীত্যা,  
( প্রীতি-সহকারে ) উপতস্থঃ ( স্তব করিয়াছিলেন ) ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ । নিজ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে  
উদ্ভগু-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবতাগণ হ্রুদ্ভুভি-বাদন করিতে লাগিলেন  
প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্কীর্ণন আরম্ভ করিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি  
দ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন, মনোহর স্তোত্র-পাঠকুশল-মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির  
সহিত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৩ ॥

মহাভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরহরি—

ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্ছতি  
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি ।  
ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং  
মহাপ্রণয়সাধুনা বিহরতীহ গোৱো হরিঃ ॥ ১৩৪ ॥

অব্রহ্ম। মহাপ্রণয়সীধুনা গৌরো হরিঃ (মহাপ্রণয়—মহাভাব, সীধু—অমৃতরস, তদুপলক্ষিত অর্থাৎ মহাভাববৃদ্ধ গৌরহরি; উপলক্ষণে তৃতীয়া) ইহ (এই প্রপঞ্চে) বিহরতি (বিহার করিতেছেন); ক্ষণং হাসতি (ক্ষণে হাস্ত করিতেছেন), ক্ষণং রোদিতি (ক্ষণে রোদন করিতেছেন) অথ ক্ষণং মূর্ছতি (কখনও মূর্ছিত হইতেছেন) ক্ষণং লুঠতি (কখনও ভূমিতে লুঠিত হইতেছেন), ক্ষণং ধাবতি (কখনও ধাবিত হইতেছেন) অথ ক্ষণং নৃত্যতি (কখনও নৃত্য করিতেছেন), ক্ষণং শ্বসিতি (কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন) ক্ষণং উদার হা হা রুতিং মুঞ্চতি (কখনও ‘হা’ ‘হা’ এইরূপ মহৎ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন) ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃতরসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্ত করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও মূর্ছিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুঠিত হইতেছেন, কখনও দ্রুতগমন করিতেছেন, আবার কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও বা ‘হা’ ‘হা’ এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেছেন, (এইরূপ নানাভাবে) প্রপঞ্চে বিহার করিতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

রাধাদাস্তে সর্বজীবের অনুরাগোৎপাদনকারী শ্রীগৌরহরি—

অশ্রুগাং কিমপি প্রবাহনিবহৈঃ ক্ষৌণীং পুরঃ পঙ্কিলাং  
কুর্ক্বন্ পাণিতলে নিধায় বদরাপাণ্ডুং কপোলস্থলীম্ ।  
আশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি বসন্ শোণং দধানোহংগুকং  
গৌরীভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতলুতে রাধাপদাজে রতিম্ ॥ ১৩৫

অব্রহ্ম। লবণোদরোধসি (লবণ-সমুদ্রের উপকূলে) বসন্ (উপবেশন করিয়া) আশ্চর্য্যং (অদ্ভুত) শোণং অংগুকং (‘শোণ’—রক্তবর্ণ, অংগুক—বস্ত্র) দধানঃ (ধারণ করিয়াছেন; শ্রীমতী রাধিকাতেও কৃষ্ণানুরাগরূপ অরুণবর্ণ বসনধারণের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে)

পানিতলে ( করতলে ) বদরাপাণ্ডুং ( বদরফলের ত্রায় দ্বৈতং পাণ্ডুবর্ণ )  
 কপোলস্থলীং ( গগুস্থল ) নিধায় ( স্থাপন করিয়া ) অশ্রুণাং ( নয়ন-  
 জলের ) কিং অপি প্রবাহনিবহৈঃ ( কিরূপ আশ্রব্য প্রবাহসমূহ দ্বারা )  
 পুরঃ ক্ষৌণিং ( সম্মুখস্থ ভূমিকে ) পঙ্কিলাং ( কর্দমাক্ত ) কুর্কন্ ( করিয়া )  
 স্বয়ং হরিঃ ( স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ) গৌরীভূয় ( গৌরান্ধ ইত্যা ) রাধা-  
 পদাঙ্গে ( রাধাপাদপদ্মে ) রতিং বিস্তরুতে ( রতি বিস্তার করিতেছেন ) ॥

**অনুবাদ ।** স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকার-পূর্বক  
 গৌরান্ধরূপে লবণ-জলধির উপকূলে উপদেশনপূর্বক গৈরিক বসনধারণ  
 ও করতলে বদরফলের ত্রায় দ্বৈতং পাণ্ডুবর্ণ বিবর্ণ ( বৈবর্ণ্যভাব-হ্যাতক )  
 গগুস্থল স্থাপন করিয়া নয়নজলপ্রবাহে সম্মুখস্থ ভূমি কর্দমাক্ত করিতে  
 করিতে রাধাপাদপদ্মে রতি বিস্তার করিতেছেন ॥ ১৩৫ ॥

অটুহাস্ত প্রভৃতি নানা অনুভাব প্রকাশ-পূর্বক উদ্ভট-নৃত্যশীল  
 শ্রীগৌরহরি—

পাদাঘাতরবৈর্দিশো মুখরয়ন্ নেত্রান্তসাং বিন্দুভিঃ

ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্নহো বিষদয়ন্নটুটুহাসৈর্নভঃ ।

চন্দ্রজ্যোতিরুদারসুন্দরকটিব্যালোলশোণাশ্বরঃ

কো দেবো লবণোদকূলকুসুমোত্তানে মুদা নৃত্যতি ॥ ১৩৬ ॥

**অন্বয় ।** অহো ! পাদাঘাত রবৈঃ ( পাদাঘাত রবে অর্থাৎ নৃত্যা-  
 নুভাব দ্বারা ) দিশঃ মুখরয়ন্ ( দশদিক্ মুখরিত করিয়া ) নেত্রান্তসাং  
 ( নেত্রজলের ) বিন্দুভিঃ ( বিন্দুদ্বারা ) ক্ষৌণিং ( পৃথ্বীতল ) পঙ্কিলয়ন্  
 ( কর্দমাক্ত করিয়া ) অটুটুহাসৈঃ ( অটু অটু হাস দ্বারা ) নভঃ ( নভো-  
 মণ্ডল ) বিষদয়ন্ ( শুক্লবর্ণ করিতে করিতে ) চন্দ্রজ্যোতিঃ ( চন্দ্রের ত্রায়  
 গৌরকান্তি ) উদারসুন্দরকটিব্যালোলশোণাশ্বরঃ ( সুন্দর কটিদেশে লক্ষমান  
 মনোহর গৈরিকবসনধারী ) লবণোদকূলকুসুমোত্তানে ( লবণ-সমুদ্ভূতীর-

বর্তী পুষ্পোত্থানে ) কঃ দেবঃ ( কোন্ লীলাপরায়ণ পুরুষ ) মুদা (আনন্দ-সহকারে ) নৃত্যতি ( নৃত্য করিতেছেন ) ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ । অহো ! পদাব্যাহার-রবে দশদিক মুখরিত, অশ্রুবিन्दু-দ্বারা পৃথ্বীতল কর্দমান্ত এবং অট্ট-অট্ট-হাস্তে নভোমণ্ডলের শুভ্রতা সম্পাদন করিতে করিতে চক্রেয় ত্রায় গৌরবাস্তিবিশিষ্ট, কচির কটিতে টে লক্ষ্মান্ মনোহর গৈরিক বসনধারী কোন্ লীলাময় পুরুষ লবণ-জলধির উপকূলস্থ পুষ্পোত্থানে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৩৬ ॥

## দ্বাদশ বিভাগ

### শোচক

( ১৩৭—১৪৩ শ্লোক )

উপনিষদাদির অনুসন্ধেয়, শ্রীব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়ের ও  
দুজ্জৈয়-প্রেম গৌরভক্তের অনার্যাস-লভ্য—

সৰ্বৈরান্মায়চূড়ামণিভিরপি ন সংলক্ষ্যতে বৎস্বরূপং  
শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা স্তুমধুরপদবী কাপি যন্ত্যতিরম্যা ।  
যেনাকস্মাজ্জগৎ শ্রীহরিরসমদিরামন্তমেতদ্যদ্যায়ি  
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স কিমু মম গিরাং গোচরশ্চেতসো বা ॥১৩৭

অনুবাদ । সৰ্বৈঃ আন্মায়চূড়ামণিভিঃ অপি ( নিখিল ক্রতি-মৌলি-রত্নমালা অর্থাৎ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহের দ্বারাও ) বৎস্বরূপং ( বাঁহার স্বরূপ ) ন সংলক্ষ্যতে ( সম্যগরূপে জানা যায় না, ) যন্তু (বাঁহার) কাপি (অনর্পিতচরী) স্তুমধুরপদবী (অত্যাশ্বাদনীয় পদবী অর্থাৎ উপদেশমার্গ) শ্রীশব্রহ্মাণ্ডগম্যা (‘শ্রী’-শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীসম্প্রদায়ের মূল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্যের উপাশ্রয়, ‘ঈশ’ শব্দে রুদ্র

অর্থাৎ রুদ্র-সম্প্রদায়ের মূলগুরু শুক্লদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপাশ্রয়, ‘ব্রহ্মা’—ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূলগুরু অর্থাৎ শুক্লদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্নামদেবের উপাশ্রয়, ‘আদি’-শব্দে চতুঃসন-সম্প্রদায়ের মূলগুরু সনক-সনন্দনাদি অর্থাৎ নিষাদিত্যের ইষ্টদেব, তাঁহাদের দ্বারাও অগম্য অর্থাৎ তাঁহারাও যে পদবীতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই), [ অথচ ] অতিরম্য (সুখসেব্য অর্থাৎ গৌর-ভক্তজনে সুলভ), বেন (যে গৌরসুন্দরের দ্বারা) অকস্মাৎ (অপ্রত্যাশিতভাবে) এতৎ জগৎ (এই বিশ্ব) শ্রীহরিরসমদিরামন্তঃ ব্যাধারি (‘শ্রী’-শব্দে সর্বলক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা, ‘হরি’ শব্দে কৃষ্ণ; শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-মদিরার মত্ত হইয়াছে)। সঃ শ্রীমৎ চৈতন্যচন্দ্রমম গিরাৎ চেতসঃ বা (আমার বাক্যসমূহের ও চিত্তের) গোচরঃ কিম্ [ স্মাৎ ] (কি গোচরীভূত হইবেন?) ॥ ১৩৭ ॥

**অনুবাদ।** নিখিল-শ্রুতিমৌলি রত্নমালা বাহার স্বরূপ সম্যগ্ রূপে নির্দেশ করিতে পারেন না, বাহার অনর্পিতচরী অত্যাশ্বাদনীয়া পদবী শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্রাদিরও তুজেরা অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি-সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ দূরে থাকুন, তাঁহাদের মূলগুরুবর্গও যে উন্নতোজ্জল প্রেমপদবীর কথা জানেন না, অথচ বাহা তাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত্রগণের অতি সুখসেব্য অর্থাৎ গৌরভক্তগণের নিকট অতিসুসভ এবং যিনি অকস্মাৎ এই জগৎকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-মদিরায় মত্ত করিয়াছেন, সেই পরম-শোভাবিকাশী চৈতন্যচন্দ্রমা কি আমার বাক্য ও মনের গোচরীভূত হইবেন? ১৩৭ ॥

গৌরহরির লীলা সঙ্গোপনে পুনরায় ভক্তিমার্গের বিশৃঙ্খলতা—

জাড্যং কৰ্ম্মসু কুত্রচিৎজপতপো যোগাদিকং কুত্রচিদ্  
গোবিন্দার্চনবিক্রিয়ঃ কচিদপি জ্ঞানান্তিমানঃ কচিৎ ।  
শ্রীভক্তিঃ কচিদুজ্জ্বলাপি চ হরের্বাদ্ভাত্র এব স্থিতা  
হা চৈতন্য কুতো গতোহসি পদবী কুত্রাপি তে নৈক্ষ্যতে ॥

অবস্থা । হা চৈতন্য (হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কুতঃ গতৌহসি (তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে?) তে (তব) পদবী (শুদ্ধ নিগূঢ় পরমোজ্জলরস-ভক্তিমার্গ) কুত্রাপি (কোন সম্প্রদায় মধ্যে) ন দ্রষ্টব্যে (দৃষ্ট হয় না); কুত্রচিৎ (কোন সম্প্রদায়ে) কৰ্ম্মজড়তা (কৰ্ম্মজড়তা), কুত্রচিৎ জপতপঃ যোগাদিকং (কোন সম্প্রদায়ে তপ, জপ, যোগাদি), কচিদপি গোবিন্দার্চনবিধিঃ (কোন সম্প্রদায়ে অর্চনমার্গে গোবিন্দপূজন-বিধি) কচিৎ জ্ঞানাভিমানঃ (কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি) কচিৎ চ হরেঃ (এবং কোথায়ও শ্রীহরির) উজ্জনাপি শ্রীভক্তিঃ (উজ্জলভক্তি) বাঙ্মাত্রৈ এব স্থিতা (বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ কেহই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন না) ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ । হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে ! তোমার শুদ্ধ নিগূঢ় উন্নতোজ্জলরস-ভক্তিমার্গ আর কোন সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয় না । কোন সম্প্রদায়ে কৰ্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপ, জপ, যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে অর্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজন-বিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞান-মিশ্রভক্তি এবং কোথায়ও বা উজ্জলভক্তি আচারবিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩৮ ॥

গৌরহরির লীলা-সঙ্গোপনে ভক্তগণের হৃদয়-বেদনা—

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুতকনকগৌরো হরিরভু-

অহিন্মা তশ্চৈব প্রণয়রসমগুং জগদভুং ।

অভুতুচ্ছৈরুচ্ছৈস্তমূলহরিসংকীৰ্ত্তনবিধিঃ

স কালঃ কিং ভূয়োইপ্যহহ পরিবর্তেত মধুরঃ ॥ ১৩৯ ॥

অবস্থা । যত্র (যে কালে) দ্রুত-কনকগৌরো হরিঃ (গলিত স্তবর্ণকান্তির গায় গৌরবর্ণ শ্রীহরি) অভিব্যক্তঃ অভুং (প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন,) [ তদা—সেইকালে ] তশ্চৈব মহিমা (তাঁহার মহিমা-

দ্বারাই ) জগৎ ( ভূমণ্ডল ) প্রণয়রসমগ্নং অভূৎ ( প্রণয়রসে মগ্ন হইয়াছিল )  
উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ তুমুলহরিসঙ্কীৰ্ত্তনবিধিঃ [ চ ] অভূৎ ( এবং উচ্চৈঃস্বরে  
তুমুলহরিসঙ্কীৰ্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্তিত হইয়াছিল ) অহহ ( হায় ) সঃ মধুরঃ  
কালঃ ( সেই মধুর কাল ) অপি কিং ভূয়ঃ পরিবর্তেত ( পুনরায় কি  
আসিবে ) ? ১৩৯ ॥

**অনুবাদ ।** যে-কালে গগিত-কনককাস্তি গৌরতনু শ্রীহরি  
প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী  
প্রণয়রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্তিত  
হইয়াছিল । হায় ! সেই মধুরকাল আর কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে ? ১৩৯ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীহরিনাম প্রভৃতি গৌরহরির ভাবোদ্দীপক

বস্তু-দর্শনে ভক্তহৃদয়ে গৌরবিবহ—

সৈবেয়ং ভূবি ধন্যগৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্মুধেঃ

সোহয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্ত্যগ্ৰেব নামানি তু ।

নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো

হা চৈতন্য কৃপানিধান তব কিং বীক্ষ্যে পুনর্বৈভবম্ ॥ ১৪০ ॥

**অনুবাদ ।** ভূবি ( পৃথ্বীতলে ) সৈব ইয়ং ধন্য-গৌড়নগরী ( সেই এই  
ধন্য গৌড়নগরী ) সৈব অম্মুধেঃ বেলাপি ( সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিযুক্ত-  
তীর ), সঃ অয়ং ( সেই এই ) শ্রীপুরুষোত্তমঃ ( শ্রীজগন্নাথদেব ; মধুপতেঃ  
( শ্রীকৃষ্ণের ) তানি এব নামানি তু ( ‘তরেক্ষ্য’ প্রভৃতি সেই সকল নামও )  
[ বর্ততে—বর্তমান রহিয়াছেন ], ‘হরি’ ! ‘হরি’ ! ( খেদে ) কুত্রাপি  
( কোথাও ) তাদৃশঃ প্রেমোৎসবঃ ( তাদৃশ প্রেমোৎসব ) নো নিরীক্ষ্যতে  
( দৃষ্ট হইতেছে না ! ) হা চৈতন্য ! [ হা ] কৃপানিধান ! ( হা চৈতন্য !  
হা কৃপানিধে ! ) তব বৈভবং ( তোমার ঐশ্বর্য ) পুনঃ কিং বীক্ষ্যে  
( পুনর্বার কি দর্শন করিতে পাইব ) ? ১৪০ ॥

**অনুবাদ।** পৃথিবীতে সেই এই ধন্য গোড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিব্যুক্ত-তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল ‘হরেকৃষ্ণাদি’ নামও বর্তমান, হরি ! হরি !! কিন্তু কোথাও ত’ তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। তা চৈতন্য, তা কৃপানিধে, তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবে ? ১৪০ ॥

## শ্রীগৌরহরিশ্রী পরতত্ত্ব

গৌরহরি অংশ নহেন, কিন্তু পূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন—

যদি নিগদিতগীনাংশবদগৌরচন্দ্রে।

ন তদপি স হি কশ্চিচ্ছক্তিলীলাবিকাশঃ ।

অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশে-

রনধিগতমহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥ ১৪১ ॥

**অবস্থা।** নিগদিত-গীনাংশবদ গৌরচন্দ্রঃ যদি অপি [ স্ত্রাং ] ( যদি গৌরচন্দ্রকে প্রতিকথিত গীন, বরাহ প্রভৃতি অংশাবতারের দ্বারা বল ) তং ন হি ( তাহা তিনি নিশ্চয়ই নহেন, ) সঃ ( মৎস্তাদি অংশাবতার ) কশ্চিৎ শক্তিলীলাবিকাশঃ ( কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ ) [ অরং গৌরচন্দ্রঃ—এই গৌরচন্দ্র ] অনধিগতমহত্ত্বঃ ( বাহার মহত্ত্ব অবিদিত, সেই ) অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশেঃ ( অতুল—অসমোর্ক, সর্বশক্তিসমম্বিত আশ্চর্য্য লীলাপ্রকাশের দ্বারা ) পূর্ণঃ এব ( নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে ) অবতীর্ণঃ ( আবিভূত হইয়াছেন ) ॥ ১৪১ ॥

**অনুবাদ।** যদি বল গৌরচন্দ্র প্রত্যুক্ত গীনাদি অংশাবতারের দ্বারা, বস্তুতঃ তাহা তিনি নহেন ; কেননা, মৎস্তাদি-অংশাবতার কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই অবিদিত-মহিম গৌরচন্দ্র অপ্ৰতিম-সর্বশক্তিসমম্বিত আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ ॥ ১৪১ ॥

## উপসংহার

স্বয়ংভগবান্ গৌরহরি শিব-ব্রহ্মাদিরও আদি ও অচিন্ত্য শক্তিমান্—

ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি মহাপ্রভুঃ ।

মুগ্ধবালোদিতং শ্রদ্ধা স্নিক্কাহবশ্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥

অনুব্রহ্ম । ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্যমহিমাপি ( ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাঁহাদের আদি 'শ্রীনারায়ণ', তাহা অপেক্ষা ও পরম-চমৎকারকারী অসমোদ্ধ প্রভাব যাহার সেই ) মহাপ্রভুঃ ( শ্রীমদমহাপ্রভু ) মুগ্ধবালোদিতং ( মূঢ় বালকোচিত বাক্য ) শ্রদ্ধা ( শ্রবণ করিয়া ) অবশ্যং ( নিশ্চয়ই ) স্নিক্কাঃ ভবিষ্যতি ( স্নিক্কা হইবেন অর্থাৎ কৃপা-পূর্ব্বক আমার প্রতি স্নেহবিধান করিবেন ) ॥

অনুবাদ । শিব-বিরিঞ্চিরও আদি অর্থাৎ কারণ শ্রীনারায়ণ হইতেও অধিক চমৎকারকারী, অসমোদ্ধ প্রভাবশালী শ্রীমদমহাপ্রভু এই মূঢ়-বালকোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই স্নিক্কা হইবেন অর্থাৎ কৃপা-করিয়া আমার প্রতি স্নেহবিধান করিবেন ॥ ১৪২ ॥

গৌরহরির কৃপাই একমাত্র প্রার্থনীয়—

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ স্মবুদ্ধ্যা ।  
যথা তথা জল্পতু বালভাবাত্তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু ॥

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুলমুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-

গৌরপার্বদপ্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-পাদ-

বিরচিত-দ্বাদশ-বিভাগাত্মক-শ্রীশ্রীচৈতন্য-

চন্দ্রামৃতং সমাপ্তম্ ।

অনুব্র। [ ময়া ] শাস্ত্রং ন দৃষ্টং ( আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই, ) গুরবঃ ( বহুসম্প্রদায়ের বহু উপদেষ্টাকে ) ন দৃষ্টাঃ ( দর্শন করি নাই অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করি নাই, ) স্মৃক্যা ( স্মৃক্তি দ্বারা ) বুধেঃ অপি ( শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিতও ) ন বিবেচিতং ( বিচার করি নাই ), [ তথাপি শ্রীগৌরহরিরিষ্যার্থা মম বাণী—তথাপি গৌরহরিসম্বন্ধীয় আমার বাক্য ] বাণভাবাং ( মূৰ্খত্ব প্রযুক্ত ) যথা তথা [ বা ] জল্পতু ( বাহা তাহা বলুক ), গৌরহরিঃ ( গৌরসুন্দর ) তথৈব ( তাহাতেই ), মে প্রসীদতু ( আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ) ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ। আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই, বহু উপদেষ্টার নিকটও উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিতও শাস্ত্রালাপ করি নাই, তথাপি মূৰ্খত্ব-প্রযুক্ত আমার বাক্য গৌরহরি সম্বন্ধে যে কোনরূপেই বর্ণন করুক না কেন, তাহাতেই শ্রীগৌরহরি আনার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ১৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সম্পূর্ণ ।

সমাপ্তশ্চায়াং প্রবৃত্তঃ ।



ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ନଥମନି-ସୁଧାରମ୍ଭି-ରମ୍ୟା ପ୍ରକାଶେ-  
ଦ୍ବିଲୋକ୍ୟାନ୍ତର୍ଜାତ-ଜଡ଼ିମଞ୍ଜାଳନାୟୋନ୍ମିଷନ୍ତିଃ ।  
ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରେମାସୁଧିନହରିକାପୁରପୁରେଣ ଭୂୟୋ  
ଜାତ୍ୟଂ ଚକ୍ରେ ତମିହ ତଦହୋ ସେବତାଂ ଜୀବଲୋକଃ ॥

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଚରିତ-ମହାକାବ୍ୟଃ ।



# শ্রী শ্রী নবদ্বীপ-শতকম্

নবদ্বীপ ভক্তিবোধে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণ—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং  
মৃদঙ্গাদৈর্য যন্ত্রেঃ সজজনসহিতং কীর্তনপরম্ ।  
সদোপাশ্রয়ং সর্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং  
ভজাগস্তং নিত্যং শ্রবণমননাত্মর্চন-বিদৌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । যিনি রাধা-ভাব-বিভাবিত, পুরটরুন্দর-কীর্তি-সুবলিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি বস্ত্রসহযোগে-সঙ্গ-সহ কীর্তনপরায়ণ, যিনি সকল জীবের নিত্যোপাশ্রয়, সেই কলিমলবিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে মননাদি অর্চন-বিধিক্রমে ( নবদ্বীপ ভক্তিদ্বারা ) আমরা ভজন করি ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদ্বক্ত ( চামাঃ ) “ব্রহ্মপুরহ” চিহ্নিত-

প্রকটিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ--

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্য। বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং ✓  
স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল বদিসুসদনম্ ।  
সিতদ্বীপক্ষেত্রো বিরলরসিকোহরং ব্রজবনং  
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিহ্নদিতম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । ‘ছান্দোগ্য’ নামক উপনিষদে বাহ্য ‘পরব্রহ্মপুর’ নামে উক্ত, স্মৃতি বাহ্যকে ‘বিসুসদন-বৈকুণ্ঠ’ বদিতা কীর্তন করেন,

অনুবাদ । শ্রীগৌরধামের অত্যন্ত মতিমা বেশান্তে শ্রুত হয় না, অহো ! সেই অদংশান্তে স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে ; যে সকল থল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাবনের বিষয় না হয় ॥ ৪ ॥

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ পূরক অন্তর্দীপ

শ্রীমাদভগবদ্গীতা একমাত্র আশ্রয়দায়ক—

অনমলমিহ যোষিদ্গর্দভী সঙ্গরঙ্গ-  
রনমলমিহ বিভাপত্য-বিজ্ঞা-বশোভিঃ ।  
অনমলমিহ নানা-সাধনায়াম-দুঃখে-  
ভবতু ভবতু চান্তর্দীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।** এই প্রপঞ্চে যোষিদ্-গর্দভী-সঙ্গরঙ্গ আর প্রয়োজন কি ? প্রাকৃত-সম্পৎ, যন্তান, বিজ্ঞা ও প্রতিষ্ঠাদির আর আবশ্যকতা কি ? আর নানাবিধ প্রাকৃত সাধনায়ামজনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি ? মানব শ্রীঅন্তর্দীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউক ॥ ৫ ॥

শ্রীমাদভগবদ্গীতা গৌরকিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন—

ভূমির্ষত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রজ্যোতিরত্মস্টা  
নানাচিত্রমনোহরং খগমুগাত্মাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্ ।  
বল্লীভুরুহজাতয়োহিদ্ভুততমা বত্র প্রসূনাদিভি-  
স্তম্ভে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মাদ্যাপুরং জীবনম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।** যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জলরত্নের প্রভাৱ দীপ্তিমতী, যে ধান চিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আনন্দ, অথবা যে দাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্যানিনাদে মুগ্ধরিত, যে স্থানে ফুলকলে তরুণতারাজি পরমাদ্বুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়ানিলাভূমি শ্রীমাদভগবদ্গীতা আমার জীবন ॥ ৬ ॥

## (২) গোদ্রুমদ্বীপ

গোদ্রুম-ধাম-বাস-নিষ্ঠা—

✓ মিলন্তু চিন্তামণিকোটী-কোটয়ঃ  
 স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ ।  
 তথাপি তদ্গোদ্রুম-ধূলি-ধূসরং  
 ন দেহমন্ত্রত্ৰ কদাপি বাতু মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক আর বাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিবৃত্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক আর বাহাই হউক । অর্থাৎ বহিঃ প্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ-জ্ঞানী স্বয়ং-শ্রীহরিকে পাঠিয়েছে বলিয়া মনে করুক আর বাহাই করুক । কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুম-ধাম-ধূলি-ধূসরিত আমার দেহ বেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া অথ কোথায় ও না যার ॥ ৭ ॥

## (৩) মধ্যদ্বীপ

গৌরমুন্দরের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল মধ্যদ্বীপ বর্ণন—

রূপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপলীলা বিচিত্রা  
 রূপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্ ।  
 কলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব  
 বিহরতি জনবন্ধু যত্র মধ্যাহ্নকালে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । শ্রীমদ্বাহ্ন প্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপলীলা আমার উপর রূপা বর্ণন করুন । আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ রূপা-বিতরণ করুন । যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরমতীর্থের রূপাকল্পলতিকা আমাতে তেমনই কলবতী হউন ॥ ৮ ॥

## (৪) কোলদ্বীপ

গঙ্গার উপকূলস্থ ‘কোলদ্বীপ’ বা ‘কুলিয়া’—

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপকান্তাররাজী

সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেবপ্রণম্য ।

খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-

স্থল-গিরি-হৃদিমীনামভুতৈঃ সৌভগার্থৈঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পুরুত এবং হৃদসমূহের অদ্বুত সৌন্দর্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সুরদেব-প্রণম্য শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তার-রাজি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

## (৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদক্রমদ্বীপ

সকেন্দ্রিয়ে ধাম-সেবালালসা—

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ ! দৃক্ ! পশ্য মোদক্রমশ্রী-

জিহ্বে ! গৌরস্থলগুণগগান্ কীর্তয় শ্রোত্রগৃহান্ ॥

গৌরাটব্য্য ভজ পরিমলং শ্রাণ ! গাত্র ! ভ্রমস্মিন্

গোড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌরকেলিস্থলীষু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । হে চরণ ! তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর ; হে লোচন ! তুমি মোদক্রমদ্বীপের সৌন্দর্য্য দর্শন কর ; হে রসনে ! তুমি ক্রতিপথগত শ্রীগৌরধাম-গুণাবলী অনুকীৰ্তন কর ; হে নাসিকে ! তুমি শ্রীগৌর-বনের সুরভি আশ্রাণ কর ; হে গাত্র ! তুমি এই গোড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে পুলকিত হইয়া বিলুপ্তিত হও ॥ ১০ ॥

প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম-নিষ্ঠা—

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোহপি কলিতো

বদীয়ন্ত্রৈবাখিলনিগম-দুর্ল্লক্ষ্য-সরণৌ ।

নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযুষ-জলধৌ

মহাশ্চর্য্যোন্মীলন মধুরিমনি চিত্তং লগতু মে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । এই জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে বাহার গন্ধদেশও পাওয়া যায় না, বাহার পথ নিখিলবেদ-তর্লক্ষ্য, বাহার মধুরিমা মহাশ্চর্য্য-বিকাশী, অহো ! বাহা অমিত মহিমার অনিরসিকুস্বরূপ, সেই নবদ্বীপ-বনেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হউক ॥ ১১ ॥

রসপীঠ গৌরবন—

মহোজ্জল-রসোন্মদ-প্রণয়-সিকু-নিশ্চন্দ্রিনী

মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী ।

রসেন সমপিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া

চকাস্ত হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গোড়াটবী ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । পরমোজ্জল-রসোদ্বেগিত-প্রণয়জন্যধির প্রসবনস্বরূপ শ্রীরাধারমণের পরমমধুর ক্রীড়ারঞ্জে আনন্দদায়ক, রসে সমাক্ষিত (রসপীঠ) শ্রীহরির পরমধাম গোড়াকানন ভুবনপূজ্যা শ্রীমতী রাধা সহ আমার হৃদয়ে প্রোদ্ভাসিত হউন ॥ ১২ ॥

( ৭ ) জহ্নুদ্বীপ

জন্ম-জন্ম তরুণ্যরূপে জহ্নুদ্বীপ-বাস-লাগনা—

জন্মনি জন্মনি জহ্নুপ্রমভূবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্ ।

অপি তৃণগুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । নবদ্বীপের যে স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্রভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম-জন্ম তৃণ-গুল্মভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক ॥ ১৩ ॥

## ( ৮ ) সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ-সেবাকালে আশু শ্রীরাধাকৃপা-প্রাপ্তি—

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং  
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি-রজসাং বৈরাগ্যসীমম্পৃশাম্ ।  
হন্তেকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-  
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্ত সীমন্তকে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিগা, বৈষ্ণব-চরণ-রজের নিত্য সেবা করিগা, বৈরাগ্যের পারগামী ( চরনসীমা প্রাপ্ত ) হইগা, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হার ! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপস্থ সীমন্ত-দ্বীপের সেবা করিগা ( সৌভাগ্যবান জীবের ) সেই সুহৃৎ ভাষাকৃপা-কটাক্ সত্তর লাভ হইক ॥ ১৪ ॥

“নবদ্বীপ বৃন্দাবন ছই এক হয়”—

বিশুদ্ধাঙ্গৈতৈকপ্রণয়রসপীযুষ-জলধেঃ  
শচীসূনোদ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো ।  
মিথঃ প্রেমোদঘূর্ণদ্রসিকমিথুনাক্রীড়মনিশাং  
তদেবাধ্যাসীনাং প্রবিশতি পদে ক্রাপি মধুরে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । বিশুদ্ধাঙ্গৈতৈক অর্থাৎ ( শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নাথক ) শ্রীরাধাগোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব সম্মিলন ( বা প্রেমবিদ্যাস-বিবর্ত ) তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে প্রণয়-রসামৃত-সিদ্ধ শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র । কি আশ্চর্য্য ! তিনি কোনও এক মধুর দ্বীপাধিষ্ঠানে স্বীয়ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও রূপাপূরক প্রকটিত করাইলেন ! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন-ধান পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর

শ্রমত ( পরাশক্তি ও শক্তিমন্-বিগ্রহ ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লালা-সন্তোষ-  
জীড়াভূমি। উহা ( বদভিন্ন-স্বরূপ ) শ্রীনবদীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও  
তাহাতেই এবার প্রবিষ্ট ( নিমিত্ত ) হইল ॥ ১৫ ॥

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-রম্য শ্রীগোক্রমদীপ—

নাহং বেদ্বি কথং নু মাধব-পদাভ্যোজহরী ধ্যায়তে  
কা বা শ্রীশুকনারদাদিকলিতে মার্গেহিস্তি মে যোগ্যতা ।  
তস্মাদ্ভ্রমভ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকঃ পরো  
রাধা-কেলিনিকুঞ্জমঞ্জুলতরঃ শ্রীগোক্রমো জীবনম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মবৃগল ধ্যান করিতে  
হয়, তাহা আমি জানি না ; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিতমার্গে  
ভ্রম করিবার আমার যোগ্যতাই বা কোথায় ! অতএব, আমার শুভাশুভ  
বাহ্যই হউক, শ্রীরাধিকার কেলিনিকুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র  
গরমদান “শ্রীগোক্রম”ই আমার জীবন ॥ ১৬ ॥

শিব-ব্রহ্মাদিরও চক্ষুর বেদগুহ্য রাধারমণপ্রিয়

শ্রীনবদীপ-দাদ-বাদ-লালসা—

যৎসীমানমপি স্পৃশেম্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে  
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ ।  
যস্মাপ্যুৰ্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাঐতরহং  
তচ্ছ্রীমন্নববধুধামরসদং বিন্ধ্যামি রাধাপতেঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । বেদ বাহ্যর সীমা ও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু  
দূর হইতে তাহাকে নির্দেশ করেন মাত্র, যে স্থান অনির্কটনীয় পরমানন্দ-  
মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব-স্বয়ম্ভু প্রভৃতি

দেবগণ বাহার নাধর্ব্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকা-রমণের  
সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপধাম কবে আমি লাভ করিব ? ১৭ ॥

শ্রীগোদ্রুম-ধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

ছিচ্ছেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং  
ঘোরা বিপদিততয়ো যদি বা পতন্তি ।  
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূরাৎ  
শ্রীগোদ্রুমাচিতর-তীর্থপদে পিপাসা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । যদি আমার এই দেহ খণ্ড-খণ্ডরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন  
হইয়া যায়, কিম্বা যদি বিষম-বিপত্তিজালও আমার উপর পতিত হয়,  
তাহাও শ্রেয়ঃ, কিছু হায় ! তথাপি ইহ-জীবনে শ্রীগোদ্রুম ভিন্ন অল্প  
তীর্থপদের জন্ত যেন কদাচ আমার অভিলাষ না হয় ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃত-ভোগলালসা পরিত্যাগ-পূর্বক রাধাগোবিন্দের মধুর-সীমা-  
দর্শন-বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-পান-লালসা—

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্  
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োহঞ্জলীভিঃ পিবন্ ।  
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং  
বিলোক্য রসমগ্নদ্বীরধিবসামি গৌরাটবীম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্ররাজি অনুতের ত্রায়  
ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিব ? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুরধুনীর  
পৃথবারি পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিব ? আর কবেই বা শ্রীরাধিকা-  
রমণের মধুর রাসকেলি-স্থান দর্শন-পূর্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া  
গৌরাটবীতে বাস করিব ? ১৯ ॥

ব্রহ্মাদির ও প্রণয়ন নবদ্বীপ-বাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করগত—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্মোহপি তেনাভুতঃ

সর্বস্মাৎ পুরুষার্থতোহপি পরমঃ কচ্চিৎ করস্বীকৃতঃ ।

তেনাপ্যি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-

স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতো খণ্ডেনবে নিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্মের আচরণ করিয়াছেন.

তিনিই নিখিল-পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব বস্তু করতনগত করিয়াছেন ( অর্থাৎ নিখিল-পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন ), তিনিই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট অধনত হন, যিনি দেহান্তকাল পর্যন্ত নবদ্বীপে বাসবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

পশুপক্ষীকে ও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপবাসীর প্রতি নমস্কার—

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেমঃ ।

শ্রীময়দমুতরসৈ নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । যে নবদ্বীপ-বন হর্ষগর্ভাঘিত প্রেম-পীযুষরস-কদম্ব দ্বারা মৃগ-বিহগ-বিটপীকুলকে প্রেমোন্মত্ত করিতেছেন, সেই নবদ্বীপ-বনকে নমস্কার কর ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতগণের অগ্রতীর্থে অভিনীত থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক

গৌরভকৃৎগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপদামাশ্রয়েই অভিরুচি—

ভক্তৈকয়ান্যত্র কৃতার্থগানিনো ধীরাস্তদেতন্ম বয়স্তু বিদ্যঃ ।

শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনস্তু সংশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবদ্বীপ বাতীত অগ্রতীর্থেই মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে

পারি না। অনন্তভক্তিদ্বারা শ্রীরাধামাধবপ্রিয় ( লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম )  
“নবদীপ-বনট” আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল ॥ ২২ ॥

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসাধনীজ গৌরবন-সেবারই জীব পরিপূর্ণকাম—  
দোষাকরোহহং গুণলেশহীনঃ সৰ্ব্বাধমো দুর্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী ।  
গৌরাটবীমুজ্জ্বলভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥২৩

অনুবাদ। ( সৰ্ব্ব ) দোষের আকর, গুণলেশশূন্য, সৰ্ব্বাপেক্ষা  
অধম হইয়া ও দুর্লভ বস্তুলাভে অভিলষী—আনি কবে উজ্জ্বলভক্তিসার-  
বীজ গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম হইব ? ২৩ ॥

গৌরবনের স্বরূপ—

শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরসামৃতাকেরনন্তপারশ্রু কিমপ্যুদারম্ ।  
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্বসারং তদেব গৌরাজ্জবনং গতি মে ॥২৪॥

অনুবাদ। বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও অনন্তপার প্রেমরস-স্বাদিকুর  
শ্রীরাধাপ্রদত্ত কোন অনির্বচনীয় উদাৰ্য্য-রসময় অপূৰ্ব সার শ্রীগৌরাজ-  
কাননট আমার একমাত্র গতি ( হৃউক্ ) ॥ ২৪ ॥

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদীপধানসেবাকলে সৰ্ব্বসাধনবিটীনেরও

পরমপ্রয়োজন লাভ—

সৰ্ব্বসাধনহীনোহপি নবদীপৈক-সংশ্রয়ঃ ।

যঃ কোহপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্ ॥২৫॥

অনুবাদ। সৰ্ব্বসাধনহীন হইয়া ও যে কোন ও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-  
নবদীপকেই একান্তভাবে ( বাঁমাপরাদশূন্য হইয়া ) আশ্রয় করেন, তবে  
নিশ্চয়ই তিনি শ্রীবার্ভানবীর প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

নবদীপাশ্রয়-নিষ্ঠ—

তাজস্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিষ্ঠ মাহন্ত বা ।

ন নবদীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু কচিৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক, অথবা আমার দেহবৃত্তি অচল হউক, তথাপি নবদীপ-দীনা হইতে আমার পদ যেন কুত্ৰাপি গমন না করে ॥ ২৬ ॥

নবদীপদাম-দেবার প্রতিকৃশাচরণকারী নিজজনগণের, স্তুতগাং

তঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যক্ত—

স মে ন মাতা স চ মে পিতা ন

স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন ।

স মে ন মিত্রঃ স চ মে গুরুন-

যো মে ন রাধাবনবাসমিচ্ছেৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । আমার সেই ‘পিতা’ ‘পিতা’ নহে, সেই ‘মাতা’ ‘মাতা’ নহে, সেই ‘বন্ধু’ ‘বন্ধু’ নহে, সেই ‘সখা’ ( হিতৈষী ) ‘সখা’ নহে, সেই ‘মিত্র’ ( উপকারক ) ‘মিত্র’ নহে, সেই ‘গুরু’ ‘গুরু’ নহে, যে আমার “রাধাবন” শ্রীনবদীপ-বাসের প্রতিকৃশ ॥ ২৭ ॥

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোক্রম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা—

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-

ল্লিবাসো দেহান্তাবধিৰ্যদিহ তদ্ গোক্রমভূবি ।

তরোঃ শ্রীদম্পত্যো ন্নব-নব-বিলাসে বিহরতোঃ

পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্কোহপি ভবিতা ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । আমার মত পাপ-প্রতিনৃতির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোক্রমস্থলীতেই বাস করিতে পারিব ? সেই গোক্রমে নবনব-বিলাসে বিহরৎ-শীল ব্রজনব-যুবকদের শ্রীচরণজ্যোতিঃ-প্রবাহের সহিত কি আমার মঙ্গ ( মল্ল ) ঘটিবে ? ২৮ ॥

মারাজ্ঞনারততক্ গৌরবনন্দসাক্ষি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও স্বামের

স্বাবরজঙ্গমাত্মক বাণভীষ দস্তই চিত্তানন্দনর—

ভূতং স্বাবরজঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টঃ কিম-

প্যানন্দৈকযনাকৃতিস্মমহম। নিত্যোৎসবং ভাসতে ।

মারাক্ষীকৃতদৃষ্টিভিস্ত কলিতং নানাবিরূপাত্মকং

তদ্গৌরাজ্পুরং কদাধিবসতঃ শ্রাম্যে তন্মুশ্চিন্ময়ী ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। অহো! স্বাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিবহ যে স্থান  
প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক অনিষ্টচর্চার ধনানন্দস্বরূপ স্বানন্দে বিভোর  
হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান হইতে থাকে, মারামোহাক চক্র নিকট যে  
স্থান ( চিন্ময়রূপ নানাবিরূপ জড়নর ) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত  
হয়, সেই শ্রীগৌরাজ্পুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তত্ত্ব লাভ  
হইবে? ২৯ ॥

সধ্বক-কেশলের সহিত ধামপাবনকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দরূপতা-

প্রাপ্তি; উহা বহির্গুণ-দৃষ্টির অগোচর—

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোহপি জন্তুঃ সর্বঃ পদার্থোহপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ ।

সানন্দ-সম্বিদ্-যনভাগুপৈতি তদেব গৌরাজ্পুরং শ্রয়ামি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। যে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বজীবই আনন্দ-সম্বিত  
চিৎস্বনতা ( সঙ্গিতের সার, রাগাক্ষ-তত্ত্বজ্ঞান ) লাভ করে, যে স্থানের  
পদার্পণিচর বহির্গুণজনগণের দৃষ্টির বিবরীভূত হয় না, আমি সেই  
'শ্রীগৌরাজ্পুর'কেই আশ্রয় করি ॥ ৩০ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী,

সুতরাং বঞ্চিত—

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু ।

আনন্দমুর্ত্তিসপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকামামনয়োঃ কথং স্মৃৎ ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।** বাহারা নহরুজ্ঞানাপ্রিত শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময় স্বরূপ হাবর-জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নহরু লাভ করিবে ? ৩১ ॥

নিরপরাধে ধামাপ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী,  
গোক্রমের সহিত অগৃহীর্থের সাম্যাবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে  
জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি হুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্মত—

যে গৌর স্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং  
জ্ঞায়ন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুপিয়ঃ কেনাপি তং গোক্রমম্ ।  
যে মোদক্রমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহস্তেন বা  
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাদমৈ ন ভবতু স্বপ্নেহপি মে সঙ্গতিঃ ॥৩২॥

**অনুবাদ।** বাহারা গৌরস্থলবাসিজনগণের নিন্দায় রত থাকে,  
অথবা বাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে সকল  
হুঃসঙ্গ-জন “গোক্রমের” সহিত অন্যস্থানের তুলনা করে এবং “মোদ-  
ক্রমকে” এই প্রপক্ষে প্রকটিত নিত্য-চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেই  
সকল পাপিষ্ঠ নরাদমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে ॥ ৩২ ॥

পাপাত্যার পরিত্যাগ-পূর্বেক গৌরদামাশ্রয়কারী পুরুষেরই  
বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি—

পরধন-পরদার-দ্রোহ-মাৎসর্য্য-লোভা-  
নৃত-পুরুষ-পরান্ধিহ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্ ।  
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধান্নি  
ন খলু ভবতি বন্দ্য তস্মৈ বৃন্দাবনাশা ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** পরধন, পরদার, দ্রোহ, মাৎসর্য্য, লোভ, মিথ্যা ও  
বক্কশিভাবন, পরদ্রোহ এবং দ্রোহ বা বৃন্দালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে

ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভজন করেন, তাঁহার বৃন্দাবন-স্নাতের আশা  
কখনও বন্ধা ( বিফলা ) হয় না ॥ ৩৩ ॥

গৌরধামবাসনিষ্ঠার অনুকূল কাণ্ডাই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল বাবতীর  
তথাকথিত ধর্ম ও অধর্ম বা পাপ —

কুরু সকলমধর্মঃ মুঞ্চ সর্বং স্বধর্মঃ  
তাজ গুরুমপি গোড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ ।  
স তব পরমধর্মঃ সা চ ভক্তিগুরুণাং  
স কিল কলুষরাশির্বচ্ছি বাসান্তরায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । ‘নবদ্বীপ’-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্মেরই (অর্থাৎ  
লৌকিক বা অন্ধজনিচ্যারে বাহ্য অধর্ম বলিয়া বিচারিত) অনুষ্ঠান কর,  
কিন্তু সকল স্বধর্ম (বর্ণাশ্রমাদি) এমন কি গুরুজনকেও (পিতামাতা  
প্রভৃতি লৌকিকগুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরমধর্ম  
বলিয়া গণ্য, এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়া ও গ্রাহ্য ; পরন্তু  
নবদ্বীপবাসের বাহ্য অন্তরায়, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৪ ॥

ঐদাম্যধাম গৌরবন্যশ্রয়ে জীবের সিক্তি অবশ্যস্বাদী—

নির্মল্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং  
গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম ।  
য কোহপ্যস্মিন্ বাদৃশস্তাদৃশো বা  
দেহস্তান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিক্তিম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । বাহ্য “নবদ্বীপ-ধাম” বলিয়া আপ্যাত, সেই অসীম  
ও আশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণ গৌরারণ্যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই  
(দাম্যপদাদৃশ হইয়া) অবস্থান করুন না কেন, দেহান্তে তিনি নিশ্চয়ই  
সিক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

লৌকিক ও বৈদিকধর্মকাননে ক্ষত বিক্ষত না হইয়া অবিসদে  
দীনতার সহিত শ্রীগোক্রমবন আশ্রয় করাই বৃদ্ধিমত্তা—

ন লোকবেদোদিত-মার্গভেদৈ-  
রাবিশ্য সংক্লিষ্টত রে বিমূঢ়াঃ ।  
হঠেন সর্বং পরিকৃত্য গোড়ে  
শ্রীগোক্রমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । ওহে মূঢ় জীবগণ ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিক-  
ভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া ( বুঝা ) ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ,  
বলাপূর্বক ( অর্থাৎ হৃদয়দৌর্ভাগ্য পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবলে বলা হইয়া )  
সকল পরিত্যাগ করিয়া গোড়দেশে “শ্রীগোক্রম”-স্থলীতে পর্ণকুটীর নিদ্রা  
করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৬ ॥

নানা মনোবিশ্রাম-মতবাদ জগৎসংস্রামে পরিত্যাগ-পূর্বক  
উদারব্যাম গৌরবানাস্রমনিষ্ঠা—

বন্তজ্জলন্ত শাস্ত্রাণ্যহহ ! জনতরা গৃহ্যতাং যন্তদেব  
স্বং স্বং বন্তমুতং স্থাপয়তু লঘুমতিশূর্কমাত্রে প্রবীণঃ ।  
অস্মাকন্তু জ্জ্বলকোম্মদ-বিমলরসপ্রেমপীণ বমূর্তে  
রাধাভাবাপ্তিলীলাটবিমিহ ন বিনাশ্রুত নির্য্যাতি চেতঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । অহো ! শাস্ত্রসমূহ নানাবিধ জল্পনাই করুক,  
( অতাত্ত্বিক ) জনসমূহ সেই সকল গ্রহণই করুক, শুদ্ধতর্কমাত্রে প্রবীণ  
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ( তৈত্ত্বিক ) তार्কিককুল নিজ নিজ মত স্থাপনই করুক, আমাদের  
চিত্ত কিম্ব উন্নতোজ্জ্বল, হর্ব-গর্ভাদি অপ্রাকৃতভাব-সমযিত বিমল প্রেম-  
রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের রাধাভাবসম্বন্ধি লীলাকানন বাতীত অতুল  
মাইতে চায় না ॥ ৩৭ ॥

অনর্গলপ্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা—

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনীনাগরং  
মুহুঃ সুবহু কাকুভিন'তিভিরেতদত্বার্থয়ে ।  
অনর্গলবহ্ন্যহাপ্রণয়সীধুসিকৌ মম  
কচিজ্জন্মুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । অপার করুণানিধান সেই ব্রজবিলাসিনী-নাগর  
শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীপে বারম্বার কাকুবাঙ্কো নত হইয়া এইমাত্র প্রার্থনা করি যে,  
যেখানে অনর্গল মহাপ্রেমামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র সেই  
নবদ্বীপেই যেন কোন না কোন জন্মে আমার রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাক্ষেপে স্তব্রাচারেরও সর্বসাধুত্ব প্রাপ্তি—  
নানামার্গরতোহপি দুর্ন্যতিরপি ত্যক্তস্বধর্মোহপি হি  
স্বচ্ছন্দাচারিতোহপি দূরভগবৎসম্বন্ধগকোহপি চ ।  
কুর্ক্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং  
বায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্মৌমি মায়াপুরম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । নানামার্গরত অর্থাৎ মনোবিশ্রম-হেতু চঞ্চলমতি,  
অতি দুর্ন্যতি, স্বধর্ম্মাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগত হইতে দূরে  
অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্বোত্তমত্ব  
প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ সর্বদোষ বিনিমুক্ত হইয়া; সর্বভক্তিগুণাকর হয় ), সেই  
পরমশ্রেষ্ঠ রস-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখমাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত—

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং  
তদপি চরমকাস্তাং সম্যগাপ্নোতি যত্র ।  
তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম  
নিখিল-নিগম-গুঢ়ং মূঢ়বুদ্ধি ন বেদ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । এই সংসারে সর্বপ্রকার সুখ হইতে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠ-  
তম ; তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।  
মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব  
অবগত হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ—

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি

স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রৈ রতম্ ।

অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-

প্রগাঢ়রসমোহিতং কুরুত এব কোলাটবী ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । কেহ অত্র দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অক্ষর-  
ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন, কিম্বা পশুর ছায় একমাত্র বিষয়ভোগেই বা রত  
হউন, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত ( গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী ) কোলাটবী নিজ  
অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বগত রাধামাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত  
করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

বেদাভীত অচিন্ত্যাদ্বৈত-স্বরূপ শ্রীগোক্রমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—

যং কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ

শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন কচিৎ ।

অত্র কিং ব্রজবাসিনামপি ন বদদ্যং কদা নোকয়ে

তচ্ছ্রীগোক্রমরূপমদ্বৈতমহং রাধাপদৈকাক্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । বেদ বাহার কোটি অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে  
পারেন না ; যোগিগণও বাহ্য অবগত হইতে পারেন না ; লক্ষ্মী, শিব,  
ব্রহ্মা, শুকদেব, অর্জুন ও উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণও কখনও বাহ্য দর্শন  
করেন নাই ; অথবা, অত্রের কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও বাহ্য নয়নগোচর

হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোক্রমধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণযুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন করিব ! ৪২ ॥

দৈত্বেবোধিকা প্রার্থনা—

দুর্কাসনা সূদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং  
আকৃষ্য সর্বত ইদং স্ববলেন গৌর ।  
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে  
পাদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । দুর্কাসনারূপ সূদৃঢ় রজ্জুশতদ্বারা আমার চিত্ত নিবদ্ধ ।  
হে গৌরচন্দ্র, তুমি নিজশক্তিবলে আমার এই চিত্তকে সর্বতোভাবে  
আকর্ষণ করিয়া রাধার সহিত রাধাবনে ক্রীড়াশীল তোমার পাদপদ্ম-  
সন্নিধানে উপনীত কর ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপচন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি—

বশীকর্ত্ত্বং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো  
গুণোহভ্যুগ্নৈকোহপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ ।  
ক যামঃ কিং কুর্শ্মো হরি হরি ময়ীশোহপ্যকরুণো  
নবদ্বীপে বাসং বত বিতর মানন্তগতিকম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ । আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্ববশে  
আনয়ন করিতে পারিতেছি না । আমাতে একটীমাত্র গুণও বিদ্যমান  
নাই, (অথচ) দোষসমূহ সর্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে ! আমি কোথায়  
যাইব ! কি করিব ! হরি ! হরি ! (হায়, হায় ! ) ভগবান্‌ও আমার  
প্রতি নির্দয় ! অহো অনন্তগতি আমি, ( হে নবদ্বীপচন্দ্র ) আমাকে  
শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি বিতরণ কর ॥ ৪৪ ॥

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা—

জাতি-প্রাণ-ধনানি যাস্তু সুবশোরশিঃ পরিক্ষীয়তাং  
সদ্ধৰ্ম্মা বিনয়ং প্রয়াস্তু সততং সৰ্বৈষশ্চ নির্ভেদ্যতাম্ ।  
আধিব্যাধিশতেন জীৰ্য্যতু বপুল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ  
শ্রীগৌরান্ধপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ ॥

অনুবাদ । আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক, সুবশো-  
রাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, আমার আচরিত সদ্ধৰ্ম্মসমূহ বিনয়-  
প্রাপ্ত হউক, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক এবং শত শত  
মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় প্রতিকারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক,  
তথাপি শ্রীগৌরান্ধপুর অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও  
আমার মতি না হয় ॥ ৪৫ ॥

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা—

গৌরারণ্যাদন্যং প্রকৃতিরন্তর্কর্ষহির্বাপি ।

নৈবাস্তু মধুরাবস্থিত্যবকলিতং যৈ নর্মস্তুভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ । প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে, নবদ্বীপ ব্যতীত আর  
অন্য মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্ত বাহারা করিয়াছেন,  
তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়—

বিভ্রাজতিনকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌষ-শুক্লাঙ্ঘরো-

দক্ষৎ কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী ।

কৃষ্ণপ্রেমপয়োধরণে রসদেনাত্যন্ত-সন্মোহিনী

শ্রীমিশ্রাঞ্জবল্লভা বিজয়তে গোড়ে তু গোরাটবী ॥ ৪৭ ॥

**অনুবাদ।** অহো ! তিলক-সুশোভিতা, জাহ্নবীজলরাশি দ্বারা ( প্রক্ষালনহেতু ) শুভ্রবসন-পরিহিতা, কাঞ্চন চম্পক ( গৌর )-বর্ণ কোন পুরুষের পূজানিরতা ( সেবাভ্যর্থ্যময়ী ), নানারসে উল্লসিতা, ( আনন্দ )-রস-বর্ষণরত কৃষ্ণপ্রেমপয়োধর দ্বারা সৌন্দর্য্যময়ী, জগন্নাথ-মিশ্রতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়তমা, গোড়দেশান্তর্গত গৌরাটবী ( শ্বেতদ্বীপ ) সর্বতোভাবে বিজয় লাভ করুন ॥ ৪৭ ॥

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেবা—

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ  
ভক্তিঃ সদ্ধনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি ।  
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে  
তদ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥ ৪৮ ॥

**অনুবাদ।** যে স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুলা বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন ; যে স্থানে মহারসময়ী ভক্তিরূপা সাক্ষীবনিতা স্বয়ং ( অবাচিতভাবে ) আনিঙ্গন করিতেছেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ নানাস্থলে দীপ্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন ? ৪৮ ॥

নবদ্বীপবাসনিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবল্লবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে ।  
তাবল্ল গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্ত্রলাভঃ ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ।** জীবকুল যতদিন নবদ্বীপবাসকে নিন্দা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-মূল শ্রীগোবিন্দচরণার-বিন্দে স্ফুট প্রেমভক্তি লাভ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধরশ্যামলধাম বিদ্যুৎ-

কোটি-জ্যোতি-স্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্টমানম্ ।

উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভিজ্জন্তমানঃ

প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি স্কৃতী কোহপি গৌরস্থলীষু ॥৫০॥

**অনুবাদ ।** কোটি-সৌদামিনী-প্রভাময়ী শ্রীরাধিকার তনু-  
দতিকা দ্বারা আলিঙ্গিত নব-জলধর-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ কাঞ্চন-  
পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্বদা দ্রবৃত রাধাভাবদ্যতিসুবলিত কৃষ্ণ-  
স্বরূপকে স্মরণ করিতে করিতে, ঐকান্তিক ভক্তিরসযুক্ত কাকুভিজ্জ দ্বারা  
তারস্বরে ( হা গৌরাদ, তুমি কি আমাকে রূপা করিবে,—এইরূপ ) বলিতে  
বলিতে, প্রেমাবিষ্ট হইয়া, কোন স্কৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে  
ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বস্তরশ্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি ।

কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুতক্লসং পুলকঃ ॥ ৫১ ॥

**অনুবাদ ।** হরি ! হরি ! কবে আমি গাঢ়প্রেমবশে উল্লাস-  
পুলকিতাঙ্গে প্রতিপদে অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে করিতে বিশ্বস্তরের  
পাদসরোজসংযুক্ত ( পুত ) ভূমিতে লুণ্ঠন ( অঙ্গ পরিবর্তন বা গড়াগড়ি )  
করিতে থাকিব ? ৫১ ॥

রাধাভাবসুবলিতকৃষ্ণের ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়

প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলং প্রেমরসৈক-মূর্তি র্যত্রৈব রাধাবলিতো হরিমে ।

তদেব গৌরস্থলমাত্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥

**অনুবাদ।** পূর্ণোজ্জল-প্রেমরসের অখণ্ড-মূর্তি-স্বরূপ শ্রীহরি আমার যে-স্থানে রাধাভাববিভাবিত হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৌরস্থল যাহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পরম-নিগূঢ় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বহির্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বোধনতা—

চাণ্ডাল-শ্রবণাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্বন্তি সর্বৈ তির-  
স্কারং দুর্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোহস্ত্যগীয়ানপি ।

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চান্দ্রদা

ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ ॥৫৩॥

**অনুবাদ।** লোকসকল চণ্ডাল, কুকুর ও গর্দভাদির ছায়া জ্ঞান করিয়া আমাকে ছঃসহ তিরস্কার করিলেও, তাহাতে আমার অগ্নুমাত্রও ছঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম-নবদ্বীপে (গ্রহসংখ্যক—নব, খণ্ডে—দ্বীপে) অবস্থিতি হয়, যথায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

দেহধর্ম-মনোধর্মোথ যাবতীয় সাধনপরিত্যাগপূর্ব্বক

ধামসেবাই সর্বমঙ্গলাকর—

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব ।

যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাভঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ ॥৫৪॥

**অনুবাদ।** প্রাক্তন-বাসনাবশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেকোনই আচরণ করুক না কেন,—হে ভ্রাতঃ, (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-স্থলই আশ্রয় কর ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের স্বপচগৃহে ভিক্ষা দ্বারা জীবন-নির্বাহ

সৰ্বাংশে শ্লাঘনীয়—

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খপরভূতে।

ভ্রমামো ভৈক্ষার্থং স্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ ।

তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমস্বকৃতৈরত্র গিলিতং

ন নেষ্টাম্যন্ত্র কচিদপি কথঞ্চিদ্ বপুর্নিদম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। আমি করে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বরং এই রম্য নবদ্বীপ-ধামে চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারেও প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্বকৃত-পরমস্বকৃতিলব্ধ এই (সুদুর্লভ মানব)-দেহকে কোনও ভাবে অন্ন আর কোথায়ও লইয়া যাইব না ॥ ৫৫ ॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা—

জরৎকঙ্কামেকাং দধদপি চ কোপীনমনিশং

প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কেলি-লহরীম্ ।

ফলং বা মূলম্বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্

নবদ্বীপে নেষ্টো বনভূমি কদা জীবনম্বিদম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। একখানি ছিন্নকঙ্কা ও কোপীন পরিধান এবং দিবসান্তে কিঞ্চিং ফলমূল ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-কেলিকথা সতত কীৰ্ত্তন করিতে করিতে কবে আমি নবদ্বীপ-বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব ? ৫৬ ॥

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গোড়মণ্ডল, তন্মধ্যে

আবার বৃন্দাবন—

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি

প্রতিপ্রথিতবৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্ ।

তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গোড়ভূমণ্ডলং

মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ ।** প্রকৃতির উর্দ্ধদেশে অবিমিশ্র চিৎ-সুখ-সমুদ্র পরব্রহ্মে  
শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তদ্রূপবৈভব বিষ্ণুর পরমপদ ‘পরব্যোম’ নামক ধাম (অবস্থিত)  
তাঁহার অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মহাভাবরসময় শ্রীগোড়মণ্ডল  
জয়যুক্ত হউন । সেই গোড়মণ্ডলের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনকে দর্শন কর ॥

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব—

সানন্দ-সচ্চিদ্রূপভা-মতি-

র্যাবল্ল গৌরস্থলবাসিজন্তুষু ।

তাবৎ প্রবিষ্টোহপি ন তত্র বিন্দতে

ততোহপরাধাৎ পদবীং পরাংপরাম্ ॥ ৫৮ ॥

**অনুবাদ ।** গৌরস্থলবাসী জীবকুলকে যে পর্য্যন্ত সানন্দসচ্চিদ্রূপ-  
স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদের উপর অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ  
তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরস্থলবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধিজনিত  
ধামাপরাধে কেহ সর্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮ ॥

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ—

যদৈব সচ্চিদ্রূপবুদ্ধি র্বীপে নবেহস্মিন্ স্থিরজঙ্গমেষু ।

শ্রান্নিব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ ।** এই নবদ্বীপস্থ স্থাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন  
অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকান্তের  
সেবা-যোগ্য রূপ স্বকৃতি পাইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

নবদীপধামসেবাংপরতা সর্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্বসিদ্ধির ফল—

সকলবিভব-সারং সর্বধর্মৈকসারং

সকল-ভজন-সারং সর্ব-সিদ্ধৈক-সারম্ ।

সকল মহিমসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে

সকল-মধুরিমাস্তোরাশি-সারং বিহারঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ । এই নবখণ্ড নবদীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্বধর্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্বের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার ॥ ৬০ ॥

নবদীপে সিদ্ধি-লালসা—

প্রগায়ন্নটম্মুদ্রসন্ বা লুঠন্ বা

প্রধাবন্ রুদন্ সংপতন্ মুচ্ছিতো বা ।

কদা বা মহাপ্রেমমাক্ষীমদাক্ষ-

শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহুঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ । কবে আমি মহাভাবরূপ প্রেমমাক্ষীক-পানে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ত্যায় ( কখনও ) উচ্চৈঃস্বরে গান, ( কখনও ) নৃত্য, ( কখনও ) উচ্চহাস্ত, ( কখনও ) ভূমিলুপ্তন, ( কখনও ) দ্রুতগমন, ( কখনও ) ক্রন্দন, ( কখনও ) পতিত বা মুচ্ছিত হইয়া লোকবাহু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করিব ? ৬১ ॥

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং

ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্ ।

বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্বা

গ্রহগ্রস্তবৎ কহি গৌরস্থলে শ্যাম ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ । কবে আমি লোকভয়, লৌকিকধর্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষগর্বাদিভাব-সম্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরস্থলীতে অবস্থান করিব ? ৬২ ॥

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণরামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্

মহাশচর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্ ।

তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং

কদাভ্যস্ত গৌরস্থলে শ্যাম কৃতার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ । “হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ”—এই মুখ্য ও মহাশচর্য্য নামাবলী এবং সিদ্ধমন্ত্র-সমূহ জপ এবং ব্রজনবধুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় সেবা করিয়া গৌরস্থলীতে কবে আমি কৃতার্থ হইব ? ৬৩ ॥

গৌরবনের ধ্যান—

হেম-স্ফটিক-পদ্মরাগরচিত্তে মণিহেন্দ্রনীলৈদ্র্যমৈ-

র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঙ্গাকারক্ষুটদ্বল্লিভিঃ ।

চিত্তৈঃ কীরময়ুরকোকিলমুখে নানাবিহঙ্গৈর্জগৎ

পদ্মার্দ্বেশ্চ সরোভিরদ্ধুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ । হেম, স্ফটিক ও পদ্মরাগমণি-খচিত্ত ইন্দ্রনীলমণি-দ্রুমরাজি, নানারত্নময় বেদী, ভ্রমর-বন্ধুত প্রফুল্ল-লতাবলী, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত শুক-শিখি-পিকপ্রমুখ বিভিন্ন বিহঙ্গমকুল এবং প্রফুল্ল-কমলদল-

সুশোভিত সরোবরসমূহ দ্বারা অভূতপূর্ব দর্শন—সেই গৌরস্বলীকে আমি  
ধ্যান করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাশ্বাদন-লালসা—

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ক্ষিতধরশ্রোপত্যকাসু স্ফুরন্-  
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিসু নবোন্মীলকদম্বাদিসু ।  
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী-  
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ । কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত-কদম্বকুসুমাদি-  
মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জল-কেলিকুঞ্জশ্রেণীবিরাজিত, শ্রীরাসকীড়াস্থলী-  
সুশোভিত ‘স্বরাট্’ পর্বতের উপত্যকাসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে  
যুগলকিশোরের নিগূঢ়প্রেমে স্তুর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান হইব ? ৬৫ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্বক প্রতিকল্পে রাধাবনের

সেবানুরাগ-লালসা—

অলং ক্ষয়ি-সুহৃৎখণ্ডৈ যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-  
বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে ।  
পরস্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ  
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ । বিনশ্বর সু-হৃৎখণ্ড প্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির  
প্রয়োজন কি ? বিমুক্তির কথায়ই বা কাজ কি ? ( ঐশ্বর্য্যধাম ) বৈকুণ্ঠগত  
সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার । কিন্তু রাধিকার কান্তিসুবলিত হইয়া  
ব্রজেন্দ্রনন্দন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার  
অনুরাগ থাকে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগোক্রমধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নমামি তদ্ গোক্রমমেব মূৰ্দ্ধন।

বদামি তদ্ গোক্রমমেব বাচা।

স্মরামি তদ্ গোক্রমমেব বুদ্ধ্যা

শ্রীগোক্রমাদন্তমহং ন জানে ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। মস্তক দ্বারা আমি সেই শ্রীগোক্রমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোক্রমেরই কীর্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোক্রমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোক্রম ব্যতীত আমি আর অণু কিছুই জানি না ॥ ৬৭ ॥

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজাভিষেক-লালসা—

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্ ।

তচ্চরণান্বজরেণোরশামেবাহমাশাসে ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ। রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রতিনিলয় গৌরস্থলই ষাঁহাদের জীবাতু, তাঁহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিলাষই আমার প্রার্থনীয় ॥ ৬৮ ॥

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা—

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-

রম্যে গুল্ললতাক্রমৈশ্চপরিভে। নানাবিধৈঃ শোভিতে ।

নানা জাতিসমুল্লসৎ খগমৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী-

প্রত্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ। হে প্রিয়, নানাবিধ কেলিকুঞ্জমণ্ডপ-সুশোভিত, বহু সরোবর ও দীর্ঘিকা দ্বারা সুরম্য, চতুর্দিকে নানাবিধ গুল্ললতারূক্ষ ও নানাজাতীয় হর্ষযুক্ত পশুপক্ষী-পরিশোভিত, বিবিধ বিলাসস্থলীর সমুজ্জল দ্যুতি-দ্বারা প্রদীপ্ত ( জ্যোতির্ময় ) এই গৌরস্থলে কবে আমি তোমাকে ধ্যান করিব ? ৬৯ ॥

রাধামাধবমিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা—

বাণ্যা গদগদয়া কদা মধুপতেনামানি সংকীৰ্ত্তয়ে  
ধারাভিনয়নাস্তসাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে ।  
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্বলীয়ং মহো-  
দম্বং হেমহরিম্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ । কবে আমি গদগদবাক্যে মধুপতির নামাবলী সঙ্কীৰ্ত্তন  
করিব ? কবেই বা অজস্র অশ্রুধারায় তরুতল-ভূমি পঙ্কিল করিয়া  
ফেলিব ? অহো ! দৃষ্টি ও ভাবনাযোগে হেমহরিম্মণি-কান্তিবিশিষ্ট  
( পুরটসুন্দর-ছাতি ) গৌরস্বলীয় যুগলজ্যোতিঃ ( রাধামাধব-মিলিত-তনু  
শ্রীগৌরকিশোর ) সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন এবং কবে মুহুমূহঃ বিহ্বল  
হইয়া আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুকে আশ্রয় করিব ? ৭০ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি  
নান্যদ্বজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি ।  
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেহপি নান্যৎ  
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ । আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব  
না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য  
দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না ।  
জাগ্রদবস্থায় এমন কি স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধা-কান্তি-বিনোদ-কানন ব্যতীত  
অন্য কিছু অবলোকন করিব না (ইহাই আমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক) ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মাধিপত্য ও সাক্ষ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কুমিজন্ম  
কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয়—

ন সত্যাত্ম্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং  
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি যুগয়তে পার্শ্বদ-তনুম্ ।  
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং  
নিবাসে ধন্যানাং সুবহু কুমিজন্মাপি মনুতে ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ । আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী লাভ করিতে  
ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্শ্বদ-তনুত্বও ( অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি  
মুক্তিও ) অন্বেষণ করে না, কিন্তু বাঁহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আনন্দিত,  
সেই সকল ধন্য-পুরুষের নিবাসভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কুমিজন্মকেও অতিশয়  
বহুমানন করে ॥ ৭২ ॥

কোনওপ্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা—

নম্যপি স্রাদেতা দৃশ্যমপি দিনং কিম্বু পরমং  
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি ।  
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জন্মুযা  
মুহুর্ধ্বাং মন্ত্রে ধরণিপতিতঃ স্যাং কৃতনতিঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ । আহা ! নবদ্বীপে কোন প্রকারেও আমার সংসর্গ  
ঘটিতে পারে, কিম্বা দূর হইতেও এই ধাম দর্শন-পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত  
হইয়া প্রণাম-পূরঃসর জন্মকে পুনঃ পুনঃ ধন্য মনে করিব, এমন পরম  
শুভদিন কি আমার উপস্থিত হইবে? ৭৩ ॥

নবদ্বীপধামের গুণকীর্তনেই জিহ্বার সার্থকতা—

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীনবদ্বীপধাম-  
মহিমনি নসমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ ।

যদপি মম ন ভস্মিন্নাস্তে বাসৈষণাপি  
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। হায়! যদিও শ্রীনবদ্বীপধামের অসমোদ্ধ-মাহাত্ম্যে  
আমার অণুমাত্রও বিশ্বাস নাই, যদিও সে স্থলে আমার বাসের ইচ্ছা-  
মাত্রও নাই, তথাপি আমার বাণী তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক ॥ ৭৪ ॥

গুরুবৈষ্ণবরূপালক বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত পুরুষই ধামতত্ত্ব-প্রকাশে সমর্থ—

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ববিদপি  
নবদ্বীপশাস্ত্র প্রভবতি ন বৈ তত্ত্বকথনে।  
হরৌ স্প্রচ্ছন্নে হরিপুরমহো গুপ্তমভবৎ  
সুভক্তস্তত্ত্বং স্বগুরুরূপয়া কষতি কিল ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। অহো! এই জগদ্বাসিলোকসমূহ (স্বরূপানুভূতি-  
রহিত হইয়া) অচৈতন্যপ্রায়। প্রাকৃত সর্বজ্ঞ ব্যক্তিও এই (অপ্রাকৃত-  
ধাম) নবদ্বীপের তত্ত্ব-কথনে নিশ্চয়ই সমর্থ নহেন। হরি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন-  
স্বরূপ প্রকট করিলে তাঁহার ধামও প্রচ্ছন্নরূপে উদিত (অর্থাৎ “ছন্ন  
যদভবঃ”—এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে ছন্নাবতারী গৌরসুন্দরের ত্রায়  
তদ্ধামও প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের নিকট অপ্রকাশিত) হইয়াছিলেন।  
কেবলমাত্র গুহ্যতত্ত্ব নিজ-গুরুরূপায় তাঁহার (সেই গুপ্তধামের) তত্ত্ব  
প্রকাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৭৫ ॥

গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা—

কদা নবদ্বীপবনান্তরেদ্বহং  
পরিভ্রমন্ সৈকতপূর্ণচত্বরে।  
হরীতি রামেতি হরীতি কীর্তয়ন্  
বিলোক্য গৌরং প্রপতামি বিহ্বলঃ ॥ ৭৬ ॥

**অনুবাদ।** কবে আমি নবদ্বীপের বনমধ্যে সৈকতপূর্ণ প্রচরে (পথে) ‘হরি’, ‘রাম’ ইত্যাদি নাম কীর্তন পুরঃসর ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইব ? ৭৬ ॥

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা—

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া

বিচরিষ্যামি কদা তলে তরুণাম্ ।

পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভুক্ত্বা

ললিতং তটিনী-জলং পিবামি ॥ ৭৭ ॥

**অনুবাদ।** কবে আমি হৈমবতী ভাগীরথীর প্রতি পুলিন-প্রদেশে তরুতলে বিচরণ করিব ? আর কবেই বা সেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত ও গলিত ফল ভক্ষণ করিয়া সুর-তরঙ্গিনীর নধুর বারি পান করিব ? ৭৭ ॥

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-দেবা ব্যতীত

রাধাকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব—

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে

নারাধিতং নববনং ব্রজএব দূরে ।

আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে

নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

**অনুবাদ।** যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বহুদূরে অবস্থিত ; যদি তুমি জগন্নাথসুত গৌরের আরাধনা করিয়া থাক,

তাহা হইলে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি  
মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে এজগতে তোমার  
গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গোড়পরিধৌ  
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ ।  
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-ছটো  
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ । আগ, এই গোড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর  
অর্থাৎ বৃন্দাবন ; আর শচীনন্দন শ্রীগোরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগর-  
শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ । সেই (শচীসুত) শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণছটায়ুক্ত  
হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও তুঙ্গাপালীলা (ঔদার্য্যালীলা)  
বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং  
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ ।  
নবদ্বীপে গৌরঃ কলুষনিচয়ং ক্লাম্যতি সদা  
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ । অহো ! বৃন্দাবনে ‘হরি’, ‘হরি’, ‘হরি’,—এই নাম  
যাহারা প্রকৃষ্টরূপে ( অর্থাৎ অপরাধ নিমুক্ত হইয়া ) জপ করেন, তাঁহাদের  
অপরাধ অপগত হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের (চরণ-সেবা) প্রাপ্তি ঘটে ;  
কিন্তু আহা ! এই নবদ্বীপে শ্রীগোরাঙ্গদেব কলুষরাশি অপনোদন করিয়া  
সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্বদা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত—

নবদ্বীপে বসেদ্ যন্ত করে তন্ত ব্রজস্থিতিঃ ।

মরীচিকাবদন্তত্র দূরে বৃন্দাবনং প্রবন্ ॥ ৮১ ॥

**অনুবাদ ।** এই নবদ্বীপে যিনি ( অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া ) বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার করগত ( অর্থাৎ অত্যন্ত সুলভ ) ; কিন্তু বাঁহারা অত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত—

বনঞ্চোপবনং সর্বং শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থিতম্ ।

ক্ৰোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

**অনুবাদ ।** শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময়ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে

অপ্রাকৃত লীলার প্রতি নমস্কার—

নমামি তদ্গোদ্রমচন্দ্রলীলাং

নমামি গৌরস্থল চিদ্বিভূতিম্ ।

নমামি গৌরাজ-পদাশ্রিতাত্তান্

নমামি গৌরং করুণাবতারম্ ॥ ৮৩ ॥

**অনুবাদ ।** গোদ্রমচন্দ্র-লীলা অর্থাৎ গৌরাজদেবের লীলাকে নমস্কার এবং গৌরস্থলের যে চিন্ময় বিভূতি, তাঁহাকেও নমস্কার । আর বাঁহারা শ্রীগৌরাজদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং করুণা-বতার গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

পঞ্চতত্ত্ব বিজ্ঞপ্তি—

হা বিশ্বস্তর ! হা মহারসময় ! প্রেমিক সম্পন্নিধে !  
 হা পদ্মসুত ! হা দয়াদ্রুদয় ! ভ্রষ্টেকবন্ধ তুম !  
 হা সীতেশ্বর ! হা চরাচরপতে ! গৌরাবতীর্ণক্ষম !  
 হা শ্রীবাসগদাধরেষ্টবিষয় ! হং মে গতিস্ত্বং গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ । হে বিশ্বস্তর ! হে মহারসময় ! হে প্রেমসম্পদের  
 একমাত্র আধার ( শ্রীগৌর ! ) হে পদ্মাবতী-সুত ! হে দয়াদ্রুদয় !  
 হে পতিতের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ! ( নিতাই ! ) হে সীতাপতে !  
 হে চরাচরপতে ! ( বিশ্বের উপাদানান্তগ্যামিন্ মহাবিষ্ণো ! ) হে শ্রীগৌরাদ্র-  
 দেবের অবতরণক্ষম ‘গৌর-আনা-ঠাকুর’ অদ্বৈত ! হে শ্রীবাস ও গদাধরের  
 অভীষ্ট বিষয় ( গৌর ) ! তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি ॥ ৮৪ ॥

স্বমাধুৰ্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আশ্বাসের ভাবকাস্তিগ্রহণপূর্ব্বক

নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব—

স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-

ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।

বিভূক্ত-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযুষ-লহরীং

প্রদাতুং চাত্তোভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ । ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমসিন্ধু-  
 সমুখিত হর্ষাদি-মধুর-অমৃতলহরী আশ্বাদন করাইবার এবং অপরকে  
 বিতরণ করিবার জন্ত, যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ “শ্রীনবদ্বীপ”-নামক  
 পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও  
 অত্যন্ত কাকণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে পুরুষকে আমরা স্তব  
 করি ॥ ৮৫ ॥

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি-বর্জনপূর্ব্বক একমাত্র  
নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকর্য।  
সদা যোষিদ্ব্যাস্ত্রাস্তসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্ ।  
তৃণশ্মশ্রা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং  
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ । বাঘিনী কামিনী-সঙ্গ হইতে সর্বদা সাবধান হও ;  
তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ( কালবিপ্লুত ) স্বর্গপদে থংকার প্রদান কর, রাশি  
রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর ; আর তীর্থ-  
পর্যটনেই বা কি লাভ ?—তাহা হইতেও বিরত হও । ( ঐ দেখ )  
সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরানন্দ শ্রীনবদ্বীপে ভাগীরথীর উপকূলে স্বীয়  
কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমোন্মাদে মত্ত । হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, ( যাও, যাও, )  
তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছ পুরুষের  
শ্রীধাম-নায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—

সংসারসিন্ধু-ভরণে হৃদয়ং যদি স্মৃৎ  
সঙ্কীৰ্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ ।  
প্রেমান্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-  
মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুস্ব ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ । যদি তোমার সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ  
থাকে, যদি সঙ্কীৰ্ত্তনামৃত-রস-নাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে  
বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে  
গিয়া বসতি কর ॥ ৮৭ ॥

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচক্রে লীলা-দর্শনমৌভাগ্য-লালসা—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগোড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা

জীবাশ্চে চ বসন্তি যেহত্র কৃতিনো গৌরান্ধপাদাশ্রিতাঃ ।

নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো

হা চৈতন্য ! কৃপানিধান ! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্ ॥ ৮৮

**অনুবাদ ।** এই সেই ধন্য গোড়নগরী ( এখনও ) পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছেন, সেই ভাগীরথীও তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছেন, শ্রীগৌরান্ধদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে বাহারা ধন্য হইয়াছেন, সে সকল জীবও এখানে বাস করিতেছেন ; কিন্তু হরি, হরি ! কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না । হা চৈতন্য ! হা কৃপানিধান ! তোমার সেই বৈভব কি নিত্যকাল দর্শন করিতে পারিব ? ( অর্থাৎ “অত্য়াপিও সেই লীলা করে গৌররার । কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥”—এই বাক্যানুসারে তোমার অপ্রাকৃত লীলা নিত্যকাল দর্শন করিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে ) ? ৮৮ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাতে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতো বা

দূরৈশ্চৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।

প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য এক-

চ্ছিত্রপং তং গৌরপীঠং নমামি ॥ ৮৯ ॥

**অনুবাদ ।** যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্তন, সম্যগ্রূপে স্মরণ অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের নমস্কার অথবা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার ( বিপ্রলভ্যরস ) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

ধর্মকৃৎ, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত

বেদগুহ ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব—

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্

বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং

বেদাদি দুস্ত্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ । বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহাদি  
বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল-  
বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌর-প্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি  
সেবা ) ব্যতীত কেহ <sup>ও</sup> বেদাদির দুস্ত্রাপ্যপদ ( শ্রীরাধাগোবিন্দের চিহ্নিলাস  
( কেবল শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান ) জানিতে পারেন না ॥ ৯০ ॥

কার্যিক, বাচিক, মানসিক, বুদ্ধিজ বাবতীয় সঙ্গুণগ্রাম

গৌরসেবাফলেই লাভ—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুদ্বাকৃতিঃ

সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধখুখুৎকৃতিঃ ।

হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা

ভবন্তি কিল সদগুণা জগতি গৌরধামার্চনে ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ । তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-  
শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মৃদু, অমৃতের ত্রায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণ-  
চৈতন্ত-সম্বন্ধ-রহিত বিষয়গন্ধে খুখুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া  
একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদগুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌর-  
ধাম-সেবাফলেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটি সাধন-ভজনেও সত্ত্ব

নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-

রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ ।

চৈতন্যচন্দ্রশ্চ পুরোঃসুকানাং

সত্ত্বঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ । ( গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত ) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর  
আশ্রয়গ্রহণই করুক, অথবা ( আগম-নিগমাদি ) কোটি-কোটি-শ্রুতি-  
শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, ( তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই ) ;  
কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবাওঁসুখব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সত্ত্ব ( সেই ) নিগূঢ়  
প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

কলিকালে গৌরধামের রূপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্কলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ ।

হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি

চৈতন্যপীঠ ! যদি নাথ রূপাং করোষি ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ । কাল কলি ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্  
এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কন্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে আবদ্ধ ।  
অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদীপ, তুমি যদি আজ আমাকে রূপা না কর,  
তাহা হইলে, হায় ! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায়  
যাই ? ৯৩ ॥

কলিযুগে বিপন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম—

দুঃকর্মকোটিনিরতশ্চ দুরন্তঘোর-

দুঃর্কাসনানিগড়শৃঙ্খলিতশ্চ গাঢ়ম্ ।

ক্লিষ্টম্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্ত

গৌড়ং বিনাশ্র মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ । আমি কোটি কোটি দুঃস্থের একান্ত আসক্ত, দুর্দম-  
নারুণ-দুর্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদূর আবদ্ধ, কল্পজ্ঞানাদি প্রয়াসজনিত ক্লেশে  
কাতরচিত্ত এবং কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত  
হইয়া অভিভূত ; ( এমত অবস্থায় ) ( শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী ) শ্রীগৌড়  
( নবদ্বীপ ) ব্যতীত, আর কে আজ এই সংসারে, আমার (মত বিপনের )  
বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাতা হইবেন ? ৯৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তি ও সন্ধ্যাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয়ফলে

প্রেমসম্পত্তি-লাভে অধিকারী—

হা হন্ত ! চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং

সম্ভক্তিকল্পনতিকাক্ষুরিতা কথং স্মৃতাং ।

হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি

গৌরাজ্জধাম নিবসন্ ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ । হায় ! হায় ! আমার এই অত্যন্ত উদর-হৃদয়-ক্ষেত্রে  
প্রেমভক্তি-কল্পনতিকার অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কি প্রকারে  
হইবে ? আশা হয় না । তবে, একমাত্র পরমভরসা এই বে, শ্রীগৌরধামে  
বাস করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় ( অভাব )  
থাকে না ॥ ৯৫ ॥

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় শ্রীগৌরধাম—

সংসারদুঃখজননৌ পতিতস্ত কাম-

ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্ত ।

দুর্কাসনা-নিগড়িতস্ত নিরাশ্রয়স্ত

গৌরান্ধপীঠ ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ । আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্কাসনার দৃঢ়  
শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন ; কামক্রোপাদি-  
নক্রমকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ; ( আমার একপ সম্বন্ধে ) হে  
গৌরধাম, আমাকে কৃপাপূরক আশ্রমপ্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা  
কর ॥ ৯৬ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া

মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রাদুর্ভবৎ ।

নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে

মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ । গলিতকাঞ্চনের আয় গোঁরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গার-  
রস-বিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আদিভূত  
হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, বাহা  
বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ও অধিক মাধুর্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার  
করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্বভাবোথ যুগল-লীলা-স্বরণ-লালসা—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ

শচীসূনোৰ্ভবোথিত-যুগললীলা ব্রজবনে ।

স্মরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ

কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥ ৯৮ ॥

**অনুবাদ।** কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে  
বাস করি। শ্রীশচীনন্দনের ভাবোথিত (বিপ্রলম্বভাবোথিত) যুগল-  
নীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আত্মোচিত সেবার সুখপূর্ণ  
হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব ? ৯৮ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা—

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকমল্লা-তট-ভূবি  
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্ ।  
পরানন্দং সচ্চিদ্বনশ্চরুচিরং তুল্লভতরং  
শচীসুনোঃ স্থানং পুলিনভূবি পশ্যামি সহসা ॥ ৯৯ ॥

**অনুবাদ।** কবে আমি শোভমান গাঙ্গপুলিনে বিচরণ করিতে  
করিতে জগতে অতুলনীর দৃশ্য, দীপ্তিশালী, পরানন্দময়, সচ্চিদ্বন অর্থাৎ  
চিহ্নতির সাক্ষিনী-প্রেভাব-প্রকটিত চিন্ময়ধাম, পরম মনোরম, তুল্লভ  
হইতেও তুল্লভতর শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-ভবন শ্রীশচীনন্দনের স্থান (গৌর-  
প্রকটস্থলী বা যোগপীঠ) গঙ্গাতীর-ভূমিতে সহসা অবলোকন করিব ? ৯৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপবাসী বস্মার্থকামমোক্ষকানীর গ্রাম কাশীবাস, গয়াধামাশ্বেষণ

প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য—

কাশীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়াগো  
মুক্তিঃ শুভী ভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ ।  
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেহপি ক ভীতিঃ  
স্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুগাদৌ নিবাসঃ ॥ ১০০ ॥

**অনুবাদ।** যদি আমার শ্রীগোদ্রুগ-প্রমুখ শ্রীনবদ্বীপধামে বাস  
হয়, তাহা হইলে আমি কাশীবাসাদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম

অন্যে মণই বা কি জন্ম করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুদ্ধিতুল্য  
প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কান—এই ত্রিবর্গের কথা আর কি  
আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে  
জ্ঞীপ্তাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ১০০ ॥

স্বরেশ্বরগণেরও তুল্য ভ, বেদ গুহ্য মহা প্রেমলাভার্থ

গৌরধামাশ্রয়ের কর্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিন্তুত হরে ভক্তিপদবীং  
দবীরস্থা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্বাং মুনিগণৈঃ ।  
ন বিশ্রান্তশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌলভ্যমিব তৎ  
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ । অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি-দ্বারাও পূর্বে বাহার  
পরিচয়লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান  
কর । যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা তুল্য বদ্বীপই মনে  
হয়, সেই সকল ( মনোবশ্য ) সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরনগর  
শ্রীনবদ্বীপধামের শরণ গ্রহণ কর ॥ ১০১ ॥

উপসংহারে গ্রন্থকারের বক্তব্য, শ্রীনবদ্বীপধামট ঐদার্য্যালীলা-ভূমি—

ধাম্মোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্  
কুত্বাপি ভাষা সমতা সঙ্গীহিতা ।  
গৌরান্ধধাম্মো মহিমা বিশেষতঃ  
অত্রৈব বাণী বিহিতা কচিৎ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥

ইতি ত্রিদণ্ড-গোস্থানি-কুল মুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য-গৌরপার্ষদ-  
প্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দসরস্বতী-পাদ-বিরচিতং  
শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকং সমাপ্তম্ ।

৭। অনুবাদ। শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের অভেদত্ব-হেতু তাঁহাদের পৃথক পৃথক শতক লিপিলেও ভাব্য সামঞ্জস্য অভীক্ষিত বৃত্তিতে হইবে। ইক্কন্থ (ঐদার্যাদীনাভূমি) নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বিশেষ থাকায় কেঁন কোন স্থানে পৃথকভাবেও বাক্যবিছাস করা হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-শ্রীপাদ-রচিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের  
গৌড়ীয়-ভাষাভাষ্য সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চাৰং ব্রহ্মঃ।



# পান্নিশত

## শ্রী শ্রীনবদ্বীপশতক

[ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্মানুবাদ ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ বরণ । নাক্ষোপাঙ্গে নবদ্বীপে যার সংকীৰ্ত্তন ॥  
কলিতে উপাস্ত সেই কৃষ্ণ গৌরহরি । নবদ্বীপে ভক্তিতে তারে উপাসনা করি ॥ ১ ॥  
নিগম ঘাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গান । পরকোমর স্বৈতরীপে বর্ণয় পুরাণ ॥  
রসিক পণ্ডিত যারে ব্রজ বলি' কয় । বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥ ২ ॥  
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে । অন্তর্দ্বীপ বন-মাঝে পাইব দেখিতে ॥  
সপার্বদে গৌরচন্দ্র নর্ত্তন বিলাস । দেখি প্রেম মুচ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥ ৩ ॥  
নবদ্বীপ মহিম! যে শাস্ত্রে নাহি কয় । স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥  
এ-ধাম বৈভবে যার না হয় উল্লাস । তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ ॥ ৪ ॥  
দ্বীগর্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ । বিত্ত পুত্র বিদ্যা যশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥  
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্ম । অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধ্বংস ॥ ৫ ॥  
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি স্বকোমল । খগ মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥  
বৃক্ষ লতা ফুল ফলে অন্তর্য্যুত দর্শন । সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥ ৬ ॥  
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অশ্রু স্থানে । শ্রীহরির বহিদৃষ্টি যদিও সেখানে ॥  
তথাপি গোদ্রুম-ঝুলি ছাড়ি এ শরীর । অশ্রুজ না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির ॥ ৭ ॥  
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে । সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে ॥  
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ । তব কৃপা-কল্ললতা ফল মহাধন ॥ ৮ ॥  
খগ মৃগ তরু লতা কুঞ্জ বাপী নগ । জল স্থল হুদ আদি সমস্ত সৌভগ ॥  
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা তুল ভি । জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব ॥ ৯ ॥  
পদ চর রুদ্রদ্বীপ ভূমি মনোলোভা । অঁপি মোর সদা হের মোদক্রম-শোভা ॥  
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত । জিহ্বা, তুগি সেই সব গাও অবিরত ॥

টীবা-পরিমল ভজ মোর ভাণ । ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥

ধান গৌরকলি-স্থলে দেহ মোর । পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥ ১০ ॥

অভিহিত বার বন্ধ নাহি পাই । সর্ববেদাভীত বার প্রথ হয় ভাই ॥

ই হুবা নিকুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি । আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥ ১১ ॥

ছন্দসের প্রেম-সিদ্ধু নিম্যান্দিনী । অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥

প্রকটিত গোড়াটীবা গৌরাবাস । রস-পীঠ হৃদে মোর হউন প্রকাশ ॥ ১২ ॥

বরাজ পূজনীয় জহ্নুনিস্থান । নবদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥

সই গৌরলীলা স্থলে তুণ গুল্মভাব । পাইলে আশার হয় উল্লাস বিভাব ॥ ১৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি,

শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচারি,

সেবি সাধু পদরঞ্জ্য ভাই ॥

লভিয় বৈরাগ্য পার,

গাইয়াও রসসার,

সে রাধা করুণা নাহি পাই ॥

সন্যাস করিয়া বনে,

যেবা হয় গৌরদাস,

যে করুণা শীঘ্র তার হয় ॥

সকল সাধন ত্যজি,

অন্তএব গৌর ভজি,

শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ সঙ্কলন রসের সাগর । গৌরাক্ষের ব্রজ নবদ্বীপ নবোহর ॥

সে হৃদয়ের প্রেমোদ্যুৎ রদলীলাপুর । নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি । শুকাদির আনুগত্যে নাহি অভিমানী ॥

অন্তএব শুভাশুভ বে হউক বল । রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোদ্রম আমার সম্বল ॥ ১৬ ॥

সে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে । পরানন্দোৎসব গুঢ়রূপে যথা ক্ষুরে ॥

ভক্তা, শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে । কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ স্থানে ॥ ১৭ ॥

দলিত শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয় । বিবম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য় ॥

হৃদ-পিণ্ডে গোত্রম ছাড়ি অন্ততীর্থ পদে । না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে ॥ ১৮ ॥

কবে বা পতিতপত্রে কৃপা নিবারিয়া । গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি অঞ্জলি ভরিয়া ॥

কুলরানস্থলী দেখি রন-মগ্নাতুরে । বসিব শ্রীনিবদ্বীপ-কানন ভিতরে ॥ ১৯ ॥

প-ধামে যার নিশ্চয় বসতি । অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্মে মতি ॥

শুকদাশধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে । ব্রহ্মাদি প্রণম্য তিনি কৃষ্ণকৃপাবলে ॥ ২০ ॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর । বাঁহার পায়ুবরস অতীব প্রচুর ॥  
 স্বর্ণপশুক্রমবল্লীগণকে মাতায় । প্রেম মত্ত করি মোর চিত্তকে নাচায় ॥ ২১ ॥  
 অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে । কৃতার্থ মানয় অহু তীর্থের মানসে ।  
 সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি । নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥ ২২ ॥  
 সর্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন ॥ দুর্লভ পদার্থ মাগি সর্বদোষ-দীন ॥  
 কবে সে উজ্জলভক্তি সারবীজরূপ । গোড়াটবী লভি হব পূর্ণরসকূপ ॥ ২৩ ॥  
 শুক্লোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার । সাগর অপূর্ব অংশ রাধাদত্ত-সার ॥  
 গৌরান্ধ কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে । সেই বন সম গতি কত দিনে হবে ॥ ২৪ ॥  
 সকল সাধনহীন হইয়াও নর । করে যদি নবদ্বীপবন মাঝে ঘর ॥  
 ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে । রাধাকান্ত রাসোৎসবে রতি দিতে পারে ॥ ২৫ ॥  
 আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে । দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে ॥  
 তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে । চরণ আমার নাই যাউ অহু পথে ॥ ২৬ ॥  
 শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন । তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন ॥  
 মাতাপিতা বন্ধুসখা মিত্র গুরু আর । কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥ ২৭ ॥  
 কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব । মরণান্তে শ্রীগোক্রমে বসতি করিব ॥  
 সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার সময় । পদ-জ্যোতিঃ দেখি হবে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥  
 যে ধামে প্রতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গম স্থাবর । যনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর ॥  
 মায়া বার জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে । জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে ॥  
 অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে । বসিয়া চিন্ময়স্কৃতি পাই এ শরীরে ॥ ২৯ ॥  
 সম্বন্ধ কোশলে সেই ধামে প্রবেশিলে । সর্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্ভাব মিলে ।  
 অত্যন্তিক বহিঃস্থ দেপিতে না পায় । দিউন গৌরান্ধপুর আশ্রয় আশায় ॥ ৩০ ॥  
 সম্বন্ধ আশ্রিত জীবে দোষ দৃষ্টি যার । আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার ॥  
 যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায় । রাধাকৃষ্ণ স্নানস্বন্ধ মিলিবে কোথায় ? ৩১ ॥  
 নবদ্বীপবাসী নিন্দা-রত যেই জন । যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন ॥  
 অহু তীর্থে যে মূর্থ গোক্রম নম জানে । মোদক্রম স্থখ চিৎ-স্বরূপ না মানে ॥  
 সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি । স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি ॥ ৩২ ॥  
 চৌর্য, লম্পটতা, ঘেব, মৎসরতা, লোভ । মিথ্যাবাণ্য, সুহৃৎকাব্য, পরদ্রোহ, স্তোভ  
 ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয় । বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্য নাহি হয় ॥ ৩৩ ॥

নেত্র করি অধর্ম । ভাঙে গুরুজন আর সকল-স্বধর্ম ॥

তব কিবা এই নাত্র সার । বাহে গোড়বাস বাধা সেই পাপভার ॥ ৩৪ ॥

কল্যাণে ইগোড়নধরী । সর্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি ॥

স্বধর্ম তব নবদ্বাপ ধামে । দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগোবিন্দ নামে ॥ ৩৫ ॥

চিরে তুমি লোক বেদাশ্রয়ে । আচরি বহুল ধর্ম আছ ক্রিষ্ট হয়ে ॥

দ্বিগুণ সব পথ অনিশ্চিত । শ্রীগোবিন্দে পর্ণকুটী করহ বিহিত ॥ ৩৬ ॥

নানাবিধ করক ভ্রমণ । অতাস্থিক জন তাহা করক ধারণা ॥

কদম্বিত বিতর্ক করিহ । স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥

সব হাতি উজ্জ্বল বিনয় । রস-প্রেম-সুখ-সার যেখানে সম্বল ॥

২৫ - ভাববিত্ত পুরুষের স্থান । হাড়িরা কোথাও নাহি করিব প্রস্থান ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণে ইগুরুচরণে । পড়িলা কানিয়া আমি বলি সর্বকণে ॥

সি প্রেমসিদ্ধ গৌরবনে । কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥

সি হস্ত সর্ব-বিরত । ছুরিচার, গোরচন্দ্রে সম্বন্ধ-রহিত ॥

সুত বধ অসি অতুলন হয় । নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥

সার ভক্তিহর সুনির্মল । পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল ॥

সুখ তব, অচিহ্ন অপার । মূঢ়বুদ্ধি জন তব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥

সেব কিবা ব্রহ্মজ্ঞানে রত । অথবা পশুর জায় ভোগেতে বিব্রত ॥

শ্রীমদ্বীপে কোলাটবী তীরে । ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥ ৪১ ॥

সব, ব্রহ্ম, হৃদ, অজ্ঞান, উদ্ধব । প্রভৃতি না জানে বারে অচিন্ত্যবৈভব ॥

কহিব বৃন্দাবনবাসী জন । যে রস না পায় বাহা তথা সংঘটন ॥

গোবিন্দবন অঙ্কুর ব্যাপার । কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কুপা সার ॥ ৪২ ॥

স-রজ্জু শত-বন্ধ মম মন । আকবিসা নিজ বলে, হে শচীনন্দন ॥

ইগোবিন্দে শ্রীরাধার সহ । বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় না পারিলু নাথ । গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব দোষোৎপাত ॥

বান, কি করিব, গতিহীন আমি । নবদ্বীপে স্থান দিয়া কুপা কর, স্বামি ॥ ৪৪ ॥

প্রাণ, ধন, বশ, সর্ব আ আমার । ক্ষয় হউ, সকলে করুন তিরস্কার ॥

কলবের পাউক দুর্গতি । নবদ্বীপ তথাপি তাজিতে নহ মতি ॥ ৪৫ ॥

মধ্যে বা বাহিরে কভু ভাই । নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই ॥

এই ত সিদ্ধান্ত যার তাঁহার চরণে । সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥ ৪৬ ॥

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল গুণাধরা । কাঞ্চনচম্পকাভাসা রসোল্লাসপরা ॥

কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী । শোভা পায় গৌরাটবী গৌরঙ্গমোহিনী ॥

সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুণা । মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥

ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা ক্ষুণ্ণে । হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে ॥ ৪৮ ॥

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন । ততদিন মানুব স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥

ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয় । গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয় ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যাংকোটী প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত । নবজলধর শ্রাম ধ্যানে সমাহিত ॥

উচ্চৈঃশ্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া । গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥

গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে । কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে ॥

প্রতিপদে গলদশপুলক-উল্লাসে । হা গৌরঙ্গ বলিয়া লুটিব অনায়াসে ॥ ৫১ ॥

পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্তি রাধা ভাবনয় । যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥

সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন । সুভক্তি-রহস্য তার এক মাত্র ধন ॥ ৫২ ॥

চণ্ডাল কুকুর খর সম তিরস্কার । করক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥

স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে নবখণ্ড বনে । বসিব সর্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে ॥ ৫৩ ॥

ওহে ভাই সমস্ত সাধন পরিহারি । গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥

প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয় । শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥ ৫৪ ॥

করং আমি নবদ্বীপে পর্পর ধরিয়া । ঋপচ পল্লীতে আমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥

তথাপি স্কৃততিলক দুর্লভ শরীর । অগ্নিত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥ ৫৫ ॥

বুড়ী কাঁথা কোপীন ধরিয়া আমি কবে । দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে ॥

নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা । গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥ ৫৬ ॥

শ্রীতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে । বেতোথাকে পরব্যোম পরপদ বলে ॥

গৌর মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল । তাহে শোভে নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্থল ॥ ৫৭ ॥

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন । সানন্দসচ্চিদ্রাব না হয় প্রবীণ ॥

ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট । ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট ॥ ৫৮ ॥

নবদ্বীপে স্থাবর জঙ্গমে যেই দিন । সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন ॥

সেই দিন রাধাকান্তদেবা যোগ্যরূপ । লভে জীব ব্রজধামে অতি অপকূপ ॥ ৫৯ ॥

নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার । সকল বিভব আর সর্বধর্মসার ॥

- ১০০ নব নন্দনিকি ফল । সকল মাধুর্য সার বিহার নিশ্চল ॥ ৬০ ॥
- ১০১ নবপ্রসাদে তব মনঃ । মহাপ্রেম-মাধবী-রসে নিরন্তর মজি ॥
- ১০২ নব কুসুমিত কুটিল । দৌড়িব কাঁদিল পড়ি মুচ্ছিত হইব ॥ ৬১ ॥
- ১০৩ নব কুসুমিত কুটিল । তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতূহলী ॥
- ১০৪ নব প্রহরান্ত মত । বিচরিব কত দিনে করি ধামব্রত ॥ ৬২ ॥
- ১০৫ নব প্রহরান্ত মত । হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাকরে ॥
- ১০৬ নব প্রহরান্ত মত । কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে ॥ ৬৩ ॥
- ১০৭ নব প্রহরান্ত মত । পুরট ফটিক পদ্মরাগ বিনির্মিত ॥
- ১০৮ নব প্রহরান্ত মত । হৃদ পীক ময়ূরের অপূর্ব দর্শন ।
- ১০৯ নব প্রহরান্ত মত । সেই নবরূপ ধামে প্রকৃতির পর ॥
- ১১০ নব প্রহরান্ত মত । বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া ॥ ৬৪ ॥
- ১১১ নব প্রহরান্ত মত । কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে ॥
- ১১২ নব প্রহরান্ত মত । প্রেমপূর্ণ হব আমি স্মৃতি স্মরিয়া ॥ ৬৫ ॥
- ১১৩ নব প্রহরান্ত মত । মুক্তিকথা বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর ।
- ১১৪ নব প্রহরান্ত মত । একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে ॥ ৬৬ ॥
- ১১৫ নব প্রহরান্ত মত । বাক্য সদা শ্রীগৌরম করিয়ে কীর্তন ॥
- ১১৬ নব প্রহরান্ত মত । গৌরম ছাড়িয়া মোর অণু নাই কাম ॥ ৬৭ ॥
- ১১৭ নব প্রহরান্ত মত । অবিরত কৃষ্ণ ভক্তগণের জীবন ॥
- ১১৮ নব প্রহরান্ত মত । আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী ॥ ৬৮ ॥
- ১১৯ নব প্রহরান্ত মত । নানা সরোবর বাপী তড়াগ মণ্ডিত ॥
- ১২০ নব প্রহরান্ত মত । নানাজাতি শ্রেয়সদ্বার উল্লসিত ॥
- ১২১ নব প্রহরান্ত মত । কবে আন গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে ॥ ৬৯ ॥
- ১২২ নব প্রহরান্ত মত । নয়নধারায় আদ্র করিব তদ্রাম ॥
- ১২৩ নব প্রহরান্ত মত । হেম-হরিন্মণি-ছবি সুবিস্ময়মতি ॥ ৭০ ॥
- ১২৪ নব প্রহরান্ত মত । না বর্ণিব, না গুণিব, না করিব ধ্যান ॥
- ১২৫ নব প্রহরান্ত মত । না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন ॥ ৭১ ॥
- ১২৬ নব প্রহরান্ত মত । বৈকুণ্ঠে পার্শ্বদেহ মুক্তির সম্পদ ॥
- ১২৭ নব প্রহরান্ত মত । গৃহে কৃমি জন্মি লোভ হয় অনুক্ষণ ॥ ৭২ ॥

• হন দিন কবে মোর উদিবে গগনে । যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ।  
 দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি । সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরনী উপরি  
 সর্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর । না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে অ  
 সে ধাম বাসের ইচ্ছা যত্নপি নাই । তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭  
 অচৈতন্য প্রায় বিশ্ব, সর্বজ্ঞ যে জনে । সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বর্ণন  
 প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের স্থায় । ভক্ত জনমাত্র জানে সঙ্গুরু-কুপায়  
 কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে । হরেরাম হরেকৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন । পড়িব বিহ্বল হয়ে অচল চরণ ॥ ৮  
 জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে । বিচারিব আমি কবে হরি হরি বলে  
 পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ । ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৯  
 সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন ক্ষুরে । নবদ্বীপ সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥  
 যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন । গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণনা পায় কখন  
 এ গোড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন । শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥  
 সেই নন্দহৃত রাধা-হ্যুতি আচ্ছাদিত । ব্রজের দুহভ লীলা করিল বিহিত  
 বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে হরি হরি । অপরাধ গেলে পায় কিশোর কিশোর  
 নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয় । পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ ১০ ॥  
 গৌরাক্ষ সম্বন্ধে যার নবদ্বীপে স্থিতি । করস্থিতি ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি  
 বা যত্নে ত্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান । মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দুগে ভাগ ॥ ১১  
 আমি দাবনে আছে যত বন উপবন । শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥  
 নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে । গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে  
 কাথ্য গাঙ্গুমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার । গৌরহলে চিহ্নিহার নমি বার বার ।  
 পাবন পদাশ্রিতগণে করি নমস্কার । নমি সদা গৌরচন্দ্র করণাবতার ॥ ১২ ॥  
 ওহে বিশ্বস্তর ! ওহে মহারসময় ! প্রেমসম্পদের মণি ! ওহে দয়াময় !  
 ওহে পদ্মাবতীহৃত দয়ার্দ্ৰহৃদয় । পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময় ॥  
 ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর । গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥  
 ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ । তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন ॥ ১৩ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ রসন লাগি চৈতন্য আকার । পরম অভ্যুত উদারতাপূর্ণ সার ॥  
 স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি । পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥